

কেবা কারতাই বন্ধু কেবা কার পিতা ।
 অমর্থের হেঁচু বাক্য নিবন কাহিতা ॥
 মায়া মোহি ত্যজ রাজ্য ধর্ম কর সার ।
 বাহ্য হৈতে সংসার সমুদ্র হবে পার ॥
 এইমতে বুঝাইয়া মন্দিরী রাজনে ।
 বাহির উদ্যানে গেল ভদ্রা সান্নিধ্যনে ॥
 দৌধিল আ ছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যমান ।
 ইতিলোভে মুগ্ধ নাহি চাহে কার পানে ॥
 দেখিয়া রাণীর হৈল অভিযম দুখ ।
 কোলে নিয়া নিজবস্ত্রে মুচু হৈল মুখ ॥
 জামতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে ।
 রাখিয়া মধুর ভাবে দৌহাকারে ভোমে ॥
 এই গৃহে থাকি ভদ্রা না ভাবিহ দুখ ।
 কত দিন গত হৈল পাণে বড় মুখ ॥
 গৌরী আরাধন ফল মিথ্যা নাহি হবে ।
 কতদিন বাদে ভদ্রা রাজ্য রাণী হবে ॥
 এইরূপে কন্যাকে ভুজিয়া মহারাণী ।
 ভিতর মহলে গেল যথা নৃপমনি ॥
 রাজ্য বলিলেন ভদ্রা গেল কোন ঘরে ।
 রাণী বলিলেন আছে বাহির মন্দিরে ॥
 ভদ্রা ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল লোক
 নিত্য পুরী হৈতে জব্য দিতে তাকে ॥
 এইমতে দুই জন রহিল বাহিরে ।
 দেখ যুধিষ্ঠি রাজ্য দৈবে কি না করে ॥
 বনপক্ষে অপূর্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান ।
 কাশী কহে স্থানে তন্ময়ে গিবা জাম ।
 শ্রীবৎস রাজার সহিত চিত্তার মিলন ॥

শ্রীবৎসের যে দুখ কহিলা বহুরায় ।
 পঞ্চ তাই জিজ্ঞাসা করিল পুনরায় ॥
 প্রৌণী কহিলা দেব কহ পুত্রসার ।
 চিত্তার কি হৈল গতি কেমন প্রকার ॥
 কি রূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চিলা রাজন ।
 কহ দেব শুনিতে বাকুল বড় মন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথা ।
 রাজগৃহে মান হীন ছিল রাজ্য ভদ্রা ॥
 পরগৃহে বঞ্চে পর অয়েতে পালিত ।
 ধিক তার জীবন মরণ সমুচিত ॥
 কক্ষেতে বঞ্চে রাজ্য দিবস রজনী ।
 শীঘ্রনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী ॥
 বহুকাল গেল দুখ আছে অলপকাল ।
 অচিরে পাইবা রাজ্য শুন মহিপাল ॥

জামবান লোক যে কাতর নাহি হয় ।
 স্থির হয়ে ধর্ম করে ঈশ্বরেতে ভয় ॥
 দুখ দুখ দেখ রাজ্য সহযোগে কর্ম ।
 দুখে উপার্জয়ে ধর্ম দুখেতে অধর্ম ॥
 ইহা বুঝি মহারাজ শান্ত চিত্ত হও ।
 নিরবধি রাম নাম বদনেতে লও ॥
 নাহি জান মহাশয় আছে যে শমন ।
 ইহা জানি মরপতি তত্তে রাখ মন ॥
 ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন ।
 অহর্নিশ করিলেন ঈশ্বর শরণ ॥
 হেনমতে দ্বাদশ বৎসর অবশেষ ।
 শনির ভৌপাস্ত গন্ত শুভেতে প্রবেশ ॥
 হেনকালে এক দিন শ্রীবৎস রাজন ।
 ভদ্রা প্রতি কহিলেন মধুর বচন ॥
 ডব বাপে কহি কিছু কর্ম দেও মোরে ।
 ক্ষীরোদ নীরদ তটে দান সাধিবারে ॥
 শুনিয়া ঈজিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল ।
 রাণীর ঈজিতে রাজ্য সেইকণে দিল ॥
 পাঁচিয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস প্রধান ।
 সিন্দুকুলে বসিলেন সাধিবারে দান ॥
 শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায় ।
 ভদ্রাসীলিয়া তারে করেন বিদায় ॥
 দেখ যুধিষ্ঠির রাজ্য দৈবের ঘটনে ।
 কত দিনে সেই সাধু আসিল সে স্থানে ॥
 দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিমিল ।
 আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিলা ॥
 নিজ জনে আজ্ঞা দিলা শ্রীবৎস রাজন ।
 নৌকা হৈতে কুলেতে উঠাও যত ধন ॥
 আজ্ঞামাত্র স্বর্ণ পাট বডেক আছিল ।
 ডব্বা হৈতে নামাইয়া কুলে উঠাইল ॥
 দেখি সদাগর গিয়া নৃপে জামাইল ।
 ভোমার জামতা মম সর্বস্ব লুটিল ॥
 শুনি রাজ্য ক্রোধচিত্তে রাজ্যারে বলিলা ।
 কি কারণে সাধুর স্বর্ণের পাট নিলা ॥
 শ্রীবৎস বলেন রাজ্য করহ প্রবণ ।
 সাধু নহে এই বেটা দুট মহাজন ॥
 এই স্বর্ণ পাট যদি করে দুইখান ।
 তবেত উহার স্বর্ণ সকল প্রমাণ ॥
 শুনি সদাগরে ডাকি কহিলা নৃপতি ।
 স্বর্ণ পাট দুই স্থানে কর শ জগতি ॥
 একখানি পাট যদি দুইখানি হয় ।
 তবে সে ভোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয় ॥

এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে করিলে বহু স্বর্ণপাট নিয়া ॥
খুলিতে নাথিয়া সাধু মহালজ্জা পায়।
পশ্চাতে শ্রীবৎস রাজা কহিল সত্যায় ॥
খুলিতে নাথিল সাধু পাইল। প্রমাণ ॥
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান ॥
স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন।
তাল বেতালেয়ে পরে করিলা স্মরণ ॥
স্মরণ করিবা মাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সত্যার লোক মানিল বিশ্বয় ॥
সন্তু হে উঠিয়া রাজা খোড় করি কর।
কহ বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর ॥
দেবতা গন্ধর্ব বক্ষ কিবা নাগ নর।
মায়া করি ভদ্রাকে লইলা স্তন্যকর ॥
বুঝ মম ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সত্য করি কহ বাপু না ভাঙিবে আমি ॥
শ্বশুরের বিনয় শুনিয়া নরপতি।
কহিতে লাগিলা রাজা মধুর স্বরভী ॥
শুন শুন মহারাজ মম নিবেদন।
নীচেতে উত্তরে হয় কোথায় বিলম্ব ॥
সমানে সমানে খাতা করয়ে সংযোগ।
দুঃখ মুখ হয় রাজা শরীরের ভোগ ॥
হুত্বা সম দুঃখ বনে দ্বাদশ বৎসর।
শনির পাড়ায় আমি তোমার মগর ॥
খাতার নির্বন্ধে করি ভদ্রায়ে গ্রহণ।
ভয় নাহি মহারাজ নাহি নীচ জন ॥
শুন নরপতি তুমি মম বিবরণ।
প্রাগদেশ পতি আমি শ্রীবৎস রাজন ॥
চিরদিন ধর্ম্য মায়ায়ে রাঁজা পালি আমি।
নৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত মণ্ড তুমি ॥
এক দিন শনি সহ জলধি কুমারী।
দোঁছে দ্বন্দ্ব করিয়া আঁটল মম পুরী ॥
লক্ষ্মী কহিলেন আমি পুজিতা সংসারে।
শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে ॥
এইমত দ্বন্দ্ব করি আঁটল দুই জন।
আমারে কহিলা কহ শ্রেষ্ঠ কোনজন ॥
শুনিয়া হৃদয়ে মম হৈল বড় ভয়।
কাহারে কহিব শ্রেষ্ঠ কহিতে সংশয় ॥
উভয়ে বনিলাম আসিবা সভাতে।
উহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে ॥
বিদায় হইয়া দোঁছে করিলা গমন।
আসার ভাবনা হৈল কি করি এখন ॥

কেবা ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিন্তে অনুমান করি ॥
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন রাখি দুইখান।
দুই দিকে সিংহাসন মধ্যে মম স্থান ॥
বহিলাম সভা করি বাসিয়া ওথায়।
দুই জন আইলেন প্রভাতে সভায় ॥
দোঁছে দেখি সন্তু মে বসাই শীত্ৰগতি ॥
কাভর অন্তরে আমি করি বহু নতি ॥
দুই হয়ে দুইজন বসিলা সন্তু মে।
লক্ষ্মীষাভা দক্ষিণে বসিলা শনি বামে ॥
জিজ্ঞাসেম দুইজন মহাসম বদন।
শুনিয়া উত্তর আমি কহি নু তখন ॥
আপনা আপনি দোঁছে দেখে বুদ্ধিজনে।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাধারণ বামে ॥
এত শুনি ক্রোধ করি শমিগ্রহ তায়।
অপদোষে হুক মন্ত করিল আশায় ॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রীবিচ্ছেদ হৈল।
মরণ অধিক দুঃখ মোরে উপজিল ॥
শ্রীবৎস মুখেতে শনি এতেক স্বরভী।
দ্রাক্ত হয়ে বাহু রাজা উঠি শীত্ৰগতি ॥
যোড়হাত করি রাজা করয়ে স্তবন।
কমা কর দোষ মম অজ্ঞাত কারণ ॥
শুভকণে ভদ্রা কন্যা কুলে উপজিল।
ভাচার কারণে তোমার মর্শন হইল ॥
সার্থক সেবিল গোষ্ঠী আশার নন্দিনী।
এত দিনে আপনাকে ধন্য করি মানি ॥
ধন্য মম কুল ভদ্রা তনয়া হইল।
যরে বসি তোমা হেন রত্ন মিলাইল ॥
এত দিন আছিলাম হইয়া অধির।
অমৃতভিক্ষিত আজি হইল শরীর ॥
পূর্বজন্মাজিভূত পুণ্য কতেক আছিল ॥
সেই ফলে ভদ্রা কন্যা তোমারে পাইল ॥
কাভর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিলা পরে শুন মম বাণী ॥
লঘু জনে এতাদৃশ না হয় উচিত।
কমা কর মহারাজ চিন্তা মম হিত ॥
নৌকাপরে চিন্তা মম আছেয়ে বন্ধন।
শীত্ৰ কর তারে রাজা করহ মোচন ॥
শুনি বাহু নরপতি উঠি শীত্ৰগতি।
পাত্র গজগণ সব চলিলা সংহতি ॥
নদীতীরে দেখিলেন নৌকার উপরে।
চিন্তাদেবী সেই স্থানে কাভর অন্তরে ॥

কহিতে লাগিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি ।
 দুঃখকাল গেল মাতা উঠ শীতগতি ॥
 তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী জীবৎস রাজন ।
 উঠ মাতা দোহে আজি হইবে মিলন ॥
 অরার চিন্তা অন্ধ দেখিয়া রাজন ।
 জিজ্ঞাসিলা চিন্তা প্রতি সেই বিবরণ ॥
 গলিত গলিত কেন পতিততা দেহ ।
 অরায়ুত অন্ধ কথা বিস্তারিয়া কহ ॥
 শুন চিন্তা কহিতে লাগিল মৃদু ভাষ ।
 জরায়ুত অন্ধ কথা শুন ইতিহাস ॥
 এই সদাগর বায় বাণিজ্য করিতে ।
 আটক হইল ভরী দৈবের দোষেতে ॥
 কাঠুরে রক্ষণীগণ বতেক আছিল ।
 ক্রমে ক্রমে সদাগর সবে আনাইল ॥
 সকলে ছুইল তরী না হৈল উদ্ধার ।
 পশ্চাতে আমায়ে গিয়া ডাকে বারেবার ॥
 বিস্তর বিনয় করি আমায়ে কহিল ।
 কাতর দেখিয়া মম দয়া উপজিল ॥
 দয়া করি উদ্ধারি দিলাম যদি তরী ।
 দুটু দুরাচার চিতে দুটুবুদ্ধি করি ॥
 আমায়ে তুলিয়া নিল নৌকার উপর ।
 ভয় পায়ে মম অঙ্গ কাপে থর থর ॥
 অতি ভয়ে সূর্য্যদেবে করলাম স্তুতি ।
 তবে দুটু হইলেন সূর্য্য মম প্রতি ॥
 আসি কহিলাম দেব মম রূপ লও ।
 জরায়ুত অন্ধ তব মোরে দান দেও ॥
 তবে দুটু হৈয়া বর দিল সেইজন ।
 মায়া অন্ধ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥
 শরণ করিবা মাতা নিজ রূপ পাবে ।
 চিন্তা না করিবা চিন্তা মহারাণী হবে ॥
 দৈবপ্রহু ছুটিলে পাইবা নরবর ।
 কিছু দিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ দেখুর ॥
 মহারাজ এই মম জরার ভারতী ।
 দুঃখ শনি কান্দিলেন বাহু নরপতি ॥
 তুমি সত্য পতিততা পতি অনুগত ।
 ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা ॥
 স্বর্গের চিন্তায় চিন্তা নিজ রূপ পান ।
 যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমনি সমান ॥
 রাজা কহিলেন যান আন শীতগতি ।
 চিন্তা কহিলেন চল প্রভুর বসতি ।
 এত বলি পদব্রজে চলিলেন সত্যী ।
 মথ্য উদ্দেশ্য চিতে জীবৎস বৃপতি ॥

নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে ।
 প্রণিপাত করিলেন স্বামীর গোচরে ॥
 দেখি তবে আশ্বেবাস্তে উঠিয়া রাজনে ।
 বামপাশ্বে বসাইলা নিজ সিংহাসনে ॥
 চিরদিন বিচ্ছদেতে ছিল দুই জন ।
 দোহার দিলেন দোহে আনন্দিত মন ॥
 প্রেমাবেশে অবশ হইলা দুই জন ।
 পুনঃ পুন বসন চূষন আলিঙ্গন ॥
 বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন ।
 চিন্তা তত্রা পদসেবা করে দুইজন ॥
 নানা হাসে নানা রসে জীবৎস রাজন ।
 আনন্দেতে করিলেন নিশা সমাপন ॥
 প্রভাত সময়ে বার দিয়া বাহু রাজা ।
 জীবৎস চিন্তায়ে তবে কৈল বহু পূজা ॥
 আনন্দিত হইয়া বসিল দুই জন ।
 নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গ করয়ে দ্বিজগণ ॥
 ভারত পঞ্চজ রবি মহামুনি বাস ।
 পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

জীবৎস রাজার শান ভাগ এবং শনি
 কর্তৃক বর প্রাপ্ত ।

সুপ্রভাতে বাহু রাজা, লইয়া যতেক প্রজা,
 বসিলেন আনন্দ বিধানে ।
 এগন সময়ে শনি, কহিল আকাশবাণী,
 শুন সভাসদ সর্ব্বজনে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকল আমার পক্ষ,
 সকলে আমায়ে শ্রেষ্ঠ জানে ।
 বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর বর,
 সবে যানে জীবৎস না যানে ॥
 মনুষ্য হইয়া মোরে, অভ্যস্ত অবজ্ঞা করে,
 কত সব দুঃখ তাহার ।
 মুরাশুরে ধারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
 বুঝা মধ্যে করিয়া বিচার ॥
 কহিতে কহিতে শনি, আইল সভা অবনী,
 যথা সত্য মধ্যে সর্ব্বজন ।
 আরক্ত পদস বর্ণ, রূপ যেন তপ্ত অর্ণ,
 পরিধান সুরক্ত বসন ॥
 তেজে ময় দেখ আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
 অতি ভয় পান সভাজন ।
 আশ্বেবাস্তে সৰ্ব্ব জনে, দাণ্ডাইয়া বিদ্যমান,
 কর যোড়ে করিলা স্তবন ॥

ভূমি সকলের মার, তোমা বিদ্যা কেবা আর,
 ত্রিভুবনে করিবে পূজন ।
 সর্ব্ব যতে তুঙ্গ ভূমি, ভূমি সকলের স্বামী,
 নব গ্রন্থরূপী জ্ঞানার্দ্রম ॥
 আমি মূৰ্খ মূঢ় জন, কি জানি তোমার গুণ,
 জ্ঞান হীন তোমারে না চিনি ।
 বারেক করিয়া দয়া, তাজিয়া কপট নারী,
 বরদাতা হও মহামানী ॥
 এক্ষণে জীবৎস ভূপ, স্তব করে বহুরূপ,
 স্তবে তুষ্ট হইলেন শনি ।
 শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
 আর তব শঙ্কা নাহি গনি ॥
 দেশে যাও নরবর, এক হুত্রে রাজ্যে শ্বর,
 রবে দশ সহস্র বৎসর ।
 পুত্র পাবে শত জন, কন্যারত্ন মহাধন,
 অস্ত্রে বাস বৈকুণ্ঠ নগর ॥
 মম মনে করি বাদ, হৈল তব এ প্রমাদ,
 পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ ।
 যে তোমার নাম লবে, তার মম বাধা যাবে,
 শুন ওহে জীবৎস রাজন ॥
 জীবৎসকে দিয়া বর, অন্তর্জ্ঞান শনৈশ্চর,
 গেলা শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে ।
 ভাব্যবে ভয়-রাশি, বন্দনা করিল কানী,
 বনপর্বে জীবৎস রাজনে ॥

জীবৎস রাজার দুই ভাষ্যার সহিত
 স্বরাজ্যে গমন ।

পর্যায় ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন গদাধর ।
 বরদাতা হয়ে শনি গেল অতঃপর ॥
 বাহুরাজা কি করিল জীবৎস নৃপতি ।
 বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্যোপতি ॥
 যাদব কহেন রাজা কর অবধান ।
 বর দিয়া গেল যদি শনি নিজ স্থান ॥
 আনন্দিত বাহুরাজা স্বপুত্র সহিত ।
 করাইল সভাতে বিবিধ নৃত্যগীত ॥
 নানা বাদ্য নহোৎসব প্রাতঃ ঘরে ঘরে ।
 হাস্য পরিহাসে কেহ পাশকীড়াকরে ॥
 অস্ত্র সৌকল্যুফি করে ধানকি তবকী ।
 কেহ ভোজ বিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাঁকি ॥
 বাদ্য অশেষন কেহ করে কোন স্থানে ।
 কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিধানে ॥

[৩৮]

রোপাইল সারি সারি গুবাক কদলী ।
 চন্দনের ছড়া দিয়া মারিলেক ধূলী ॥
 দিব্য অন্ন অলঙ্কারে বেশ চুবা করি ।
 অগুণ চন্দন চুরা পুষ্পমালা পরি ॥
 যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন ।
 কোন নারী ছুরা করি করিল রঞ্জন ॥
 চর্ক চূষা লেহু পেয় করি আরোজন ।
 কোনে স্থানে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
 নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ ।
 মালিনীর গৃহে ছিল জীবৎস রাজন ।
 ধন্য বাহুরাজা গৃহে ভ্রাতা অশ্রুছিল ।
 বাহা হৈতে বাহুরাজা জীবৎস পাইল ॥
 এই রূপে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন ।
 কত দিন বঞ্চিতলেন জীবৎস রাজন ॥
 এক দিন প্রভাতে করিয়া স্নানদান ।
 যান রাজা সামন্দে শশুর সমিধান ॥
 করযোড়ে কহিলেন জীবৎস রাজন ।
 অবধান কর রাজা মমনিবেদন ॥
 আজ্ঞা কর নিজ দেশে করিব গমন ॥
 বহু দিন দেখি নাহি জ্ঞাতি বন্ধুগণ ।
 বাহুরাজা কহিলেন কি কথা কহিলে ।
 পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে ॥
 এই রাজ্যে রাজা তাত হইবে আপনি ।
 কি কারণে হেন কথা কহ নৃপমনি ॥
 রাজা কহিলেন কহ শ্রেষ্টের কারণ ।
 অন্য আমি নিজ রাজ্য করিব গমন ॥
 নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর ।
 সারথিরে আজ্ঞা দান করিল সত্বর ।
 আজ্ঞামাত্র সারথি চলিল কীজগতি ।
 রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি ॥
 রাজা বলিলেন সৈন্য সাজ সর্ব্বজন ।
 জীবৎস কহিল তাতে নাহি প্রয়োজন ॥
 নগ্নিগ সশস্ত্র পারে আমার বসতি ।
 সিংহু মধ্যে কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী ॥
 রাজা বলিলেন তবে কিসে যাবে তথা ।
 জীবৎস বলিল রাজা উপায় দেবতা ॥
 তাঁল বেতালেলে পরে করিল স্মরণ ।
 স্মরণ নাহিতে তাতা আইল দুই জন ॥
 হাসিয়া কহিল দৌহে কিবা আজ্ঞা বল ।
 জীবৎস কহিল নিজ রাজ্যে নিয়া চল ॥
 শশুরে প্রণাম করি উঠি রথোপরে ।
 চিন্তা ভ্রাতা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে ॥

জনক জননী পদে বিদায় হইল ।
 চিন্তা ভ্রম দৌড়ে আসি রথে আঁরোহিল ।
 চুড়ার বসিল ভাল বেতাল সারথি ।
 বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি ॥
 নিমিষে উত্তরে দেশ সহস্র যোজন ।
 রাজা কহিলেন ভাল এই কোন স্থান ॥
 ভাল কহে এই দেশ সুরভী অশ্রম ।
 কহিতে কহিতে যান কাঠুরে ভবন ॥
 ভাল কহে মহারাজ কর অবধান ।
 পোড়া মৎস্য ফলে গেল দেখ এই স্থান ॥
 ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল ।
 নিমিষেতে সেই স্থান পঞ্চাৎ রহিল ॥
 ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভুবন ।
 ভাল কহে নিজ রাজ্যে আইলে রাজন ॥
 রথ টেতে রাজা রাণী নামি তিন জন ।
 পদব্রজে ধীরে ধীরে করিল গমন ॥
 শুনিয়া নগরে লোক আইল রাজন ।
 মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন ॥
 দামপাশে ছই রাণী সিংহাসনে রাজা ।
 পাত্র বিজ্ঞ সবে আসি করিলেন পূজা ॥
 পূর্বের শৃঙ্গ দক্ষ যতক আছিল ।
 ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল ॥
 বাক্যব মানন্দ মিরানন্দ রিপুগণ ।
 পূর্ববত রাজা রাজা করেন শাসন ॥
 চিন্তা ভ্রম ছই রাণী পরম সুখীনা ।
 ক্রমেৎ শত পুত্র দৌড়ে প্রসবিলা ॥
 ছই রাণী গর্ভে জন্মে ছই কন্যা ধর্ম ।
 অনুতেতে অভিযুক্ত হইল রাজন ॥
 বহুকাল রাজ্য করি জীবৎস রাজন ।
 ধর্ম কর্ম করে বত না যায় বর্জন ॥
 দ্বাংসুয় অশ্বমেধ করি বাঁরে বাঁর ।
 দানেন্তে দরিদ্র কেহ না রহিল আর ॥
 দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুক ।
 অন্তকালে রাণী গছ গেল বিধ্বলোকে ॥
 অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন ।
 দৈবদ্বীপ কর্মে শোক করা অকারুণ ॥
 জীবৎস চরিত্র আর শনির চরিত্র ।
 যেবা শুনে দেবা পাড়ে সে হয় পবিত্র ॥
 কদাচ লনির বাধা ভাংহার না হয় ।
 শাস্ত্রের বচন এই না হয় সংহার ॥
 এত বলি অগস্ত্য মাগিরা হেলানি ।
 করিলেন মহারে যজ্ঞাধা চক্রপাণি ॥

সুভদ্রা লোভপ্রা দৌড়ে সঙ্গতে করিয়া ।
 দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া ॥
 প্রকৃত্যায় নগরে ভাগিনের পঞ্চজন ।
 মটেনো পঞ্চাল দেশে করিল গমন ॥
 আর যেই দুই ভাৰ্য্যা পাণ্ডবের ছিল ।
 নিজ নিজ ভ্রাতৃসহ ভ্রাতৃদেশে গেল ॥
 চলিলেন দ্বারকা নগরে যত্নপতি ।
 যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি ॥
 দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে ।
 যোগ্য স্থান দেখ যথা বধি ক্ষুণ্ণমনে ॥
 বহু মৃগ পার্শ্বরাজ ফল পুষ্প রাশি ।
 সজল সুস্থল যথা বনে সিদ্ধ ঋষি ॥
 অর্জুন বলেন সর্ব তোমাতে গোচর ।
 মুনিগণ টেতে তুমি জাত চরাচর ॥
 দ্বৈত নামে মহাবল অতি মনোরম ।
 সাধু সিদ্ধ ঋষি আনি মুনির আশ্রম ॥
 তথায় চলহ সবে যদি ময় মন ।
 এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্মের মন্দন ॥
 নিজঃ যানাতোহে চলিলা পাণ্ডব ।
 সঙ্গতে চলিলা যত দ্বিজ মুনি সব ॥
 দ্বৈত কালনের গুণ না হয় বর্ণন ।
 গন্ধর্ব চারণ বৈবস মুনি অগণন ॥
 তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল ।
 অদ্ভুত কদম্ব খর্জুর সুরসাল ॥
 পারিজাত বকুল চম্পক কুববক ।
 নানাজাতি পশু হস্তিগণ মকরক ॥
 ময়ুর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে ।
 বড়গুহু যুক্ত বন লোক মনোরমে ॥
 দেখিয়া উল্লাস যুক্ত পাণ্ডবের মন ।
 আশ্রম করিলা তথা সর্ব মুনিগণ ॥
 সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ ।
 যুধিষ্ঠিরে আসিয়া করিল সন্তান ॥
 হেনকালে মার্কণ্ডেয় মহামুনিবর ।
 জমদগ্নি সম তেজঃ দিব্য অটাতার ॥
 আচমনে যুধিষ্ঠির দিলেন আসন ।
 যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হানিলা তপোহন ॥
 দেখিয়া বিশ্বয় চিন্তে কহেন ভূপতি ।
 কি হেতু হানিলা কহ মুনি মহামতি ॥
 সর্ব ঋষিগণ দুঃখী দোখিয়া আদারে ।
 তোমার কি হেতু হাঙ্গা না বৃষ্টি অন্তরে ॥
 মন্দহাস করি মুনি বলেন তখন ।
 যে হেতু হইল হাঙ্গা শুনহ রাজন ॥

ভূমি কেন মহারাজ ভাষ্যার সংহতি ।
সর্ব ভোগ ভাজি বনে করিলা বসতি ॥
এই রূপে পূর্বে রাম রাঘব নন্দন ।
জানকী সহিতে আর অতুল লক্ষণ ॥
পিতৃ সত্য পালিতে করিয়া বনবাস ।
অবশ্যে দশকুঞ্জে করিলা বিনাশ ॥
অশ্রমে বন রাম অশ্রমে গুণ ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন ॥
তিন পুত্র জিনিতে ইঙ্গিতে হয় যার ।
সত্যের কারণ গিরে নিয়া জটায়র ॥
সেইরূপ দেখি রাজা ভূমি সত্যবাদী ।
মহাবল ধর্মবন্ত সর্ব গুণবিশি ॥
তথাপি বনেতে দুঃখ সত্যের কারণ ।
বিধির নির্বন্ধ নাহি থগে মহাজন ॥
বিধাতা আনিয়া যাঁহা করয়ে সংযোগ ।
ধর্ম বুদ্ধি সাধুজন তাঁহা করে ভোগ ॥
বলে শত্রু হৈলে সত্য কতু না তাজিবে ।
বিধির নির্বন্ধ কর্ম তাঁহা না লজিবে ॥
বড় বড় মন্ত ঈশ্বরী পর্বত আকার ।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার ॥
তথাপিও পশু হৈয়া বিধিবশে থাকে ।
কি মতে খণ্ডিতে পারে তোমা হেন লোক ॥
ধন্য মহারাজ ভূমি পাণ্ডুর নন্দন ।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন ॥
এত বলি মুনিরাজ আশীষ করিয়া ।
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাজী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারী ॥

যুধিষ্টির ও দ্রৌপদীর পরম্পর কথা ।

দৈত্যবন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
ফল মূল্যহার জটা বাকল ভূষণ ॥
এক দিন বসি কুন্ডা যুধিষ্টির পাশে ।
কহিতে লাগিলা দুঃখ সুরুষণ ভাষে ॥
এ হেন নির্দয় দুরাতার দুর্বোধন ।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
কিছু মাত্র তব দোষ নাহি তার স্থান ।
এ হেন দাক্ষ কর্ম করিলা কেমনে ।
কঠিন হৃদয় তার লোহেতে গঠিল ।
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল ।
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি ।
সহনে না যায় মম সন্তাপিত মতি ॥

রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে ।
এখন শয়ন রাজা ভীকু ধার কুশে ॥
কজুরী চন্দনেতে লেপিত কলেশ্বর ।
এখন হইল তবু ধূলার ধূসর ॥
মহারাজগণ যার বসতি চৌপাশে ।
তপস্বী সহিতে থাক তপস্বীর বেশে ॥
লক্ষ লক্ষ রাজা যাহ আর্জপাত্রে ভুঞ্জে ।
এবে কলমূল ভক্ষ্য অরণোর মাঝে ॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দের সমান ।
ইহা সব প্রতি নাহি কর অবধান ॥
মলিন বদন ক্রিষ্টে দুঃখেতে ছর্ব্বল ।
হেঁট মুখে সদা থাকে ভীম মহাবল ॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি অমো দুঃখ ।
সহনে না যায় মম সন্তাপিতে বুন ॥
ভীম সম পরাক্রম নাহি ত্রিভুবনে ।
কণমাত্রে সংহারিতে পারে কুকণে ॥
সকল তাজিলা রাজা তোমার কারণ ।
কি মতে এ সর্ব দুঃখ দেখেছ রাজন ॥
এই যে অর্জুন কাশ্মীরীর সমান ।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কণমান ॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ রাজেশ্বর ।
রাজসুরে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর ॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে ।
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে ॥
সুকুমার মাদ্রীশ্রুত দুঃখ অধোমুখ ।
ইহা দেখি তব রাজা নাহি অমো দুঃখ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নসদা আমি দ্রুপদনন্দিনী ।
ভূমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী ॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না আয়া ॥
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিহু নিশ্চয় ॥
কত্র হরে ক্রোধ নাহি দেখি হেন জন ।
তোমাতে না হয় রাজা কত্রিয়ল কণ ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে ।
হীনজন বলে রাজা তাহারে প্রহারে ॥
এই অর্থে পূর্বে রাজা আহরে সম্বাদ ।
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিলা প্রজ্ঞান ॥
করোড় করি বিজ্ঞানিল পিতামহে ।
কন্যাতৈজ এ উভয়ে ভাল করে কহে ॥
সর্বশাস্ত্র অভিজ্ঞ প্রজ্ঞান মহামতি ।
কহিতে লাগিলা শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি ॥
সদা কমা না হইবে সদা ভেদবৃত্ত ।
সদা কমা করে তার দুঃখ নাহি বৃত্ত ॥

শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানেন ।
 অবজ্ঞা করে নারী বাক্য নাহি শুনে ॥
 কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয় ।
 যথাশ্রুত যাহা করে ক্রমে হয় লয় ॥
 বলে অশো ছরি নয় তার ভাষাগণ ।
 অতি ক্রমাশীল দৈধি করয়ে হেলন ॥
 অতি ক্রমাশীল দৈধি ভাষা নাহি মানেন ।
 এ কারণে সদা ক্রমা তাজে বৃধগণে ॥
 দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে ॥
 মহাক্রোধ পাশ্র্বে সর্বনা ক্রমা করে ॥
 ক্রমার কারণ তবে শুন নরপতি ।
 একবার করে ক্রমা মূৰ্খ জন প্রভি ॥
 নির্বিক্রি অজ্ঞানে ক্রমা করি একবার ।
 দুইবার দোষ টেকে দণ্ড দিবে তার ॥
 তিনবারে ক্রমা কেহ না করে রাজন ।
 কত দোষ তোমার না টেকল দুর্ঘোষণ ॥
 এ কারণে ক্রমা রাজা না কর তাহারে ।
 তেজ কালে কর তেজ ক্রমা কেল দূরে ॥
 শ্রোণদীর বাক্য শ্রুতি ধর্ম নরপতি ।
 উত্তর করিলে তার ধর্ম শাস্ত্র নীতি ॥
 ক্রোধ সম পাণ দেবি না আছে সংসারে ।
 প্রভাক শুনহ ক্রোধ যত পাণ ধরে ॥
 লঘু গুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে ।
 অবজ্ঞা যথা লোক ক্রোধ টেজে বলে ॥
 আছুক অন্যের কার্য্য অজ্ঞ হয় টেবী ।
 বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্রে অজে মারি ॥
 এ কারণে বৃধগণ সদা ক্রোধ তাজে ।
 অক্রোধ যে লোক তার সর্বলোক পূজে ॥
 ক্রোধে পাণ ক্রোধে তাণ ক্রোধে কুলক্ষয় ।
 ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥
 ভগ্ন ভগ্ন সম্মান ক্রোধীর অকারণ ।
 ব্রজোত্তরে ক্রোধী বিধি করিল স্বজন ॥
 হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পড়ে ।
 ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে ॥
 দেখাইবে সময়েতে তেজঃ সমুচিত ।
 ক্রোধ মহৎ পাণ না করিবে কদাচিত ॥
 ক্রমাগত কর্ম দেবি অন্য কর্ম নয় ।
 পূর্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয় ॥
 অমোঘ দেবদ যজ্ঞ মহানাম ধ্যান ।
 ক্রমায়ন জনের সর্বদা দীপ্যমান ॥
 পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্রমাবস্থ জনে ।
 আশা হেন জন ক্রমা তাজিবে কেননে ॥

এ কারণে শ্রোণদী তাজহ ক্রোধ মন ।
 শত অশ্বমেধ কল অক্রোধী যে জন ॥
 দুর্ঘোষণ না ক্রমিল আমি না ক্রমিব ।
 এইকণে ক্রোধে শ সকলে বধিব ॥
 ক্রোধে বংশ দেখি দেব মম পুণ্যভার ।
 নম ক্রোধ টেলে বংশ হইরে সংহার ॥
 ভীষ্ম শ্রোণ বিভ্রাতি বুঝাইবে সবে ।
 দুর্ঘোষণ সবার কল মহিবেক হবে ॥
 আপনার কোষে তার হইবে সংহার ।
 পূর্বে করিয়াছি আমি এমত বিচার ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কালীদাস কহে ইহা বিদ্যা নাহি আন ॥
 ক্রমা বলিলেন বিধিপদে নমস্কার ।
 যেই জন হেন রূপ করিল সংহার ॥
 সেই জন যাহা করে সেই মত হয় ।
 মনুষ্যের শক্তিতে মাধ্য কিছুই নয় ॥
 যজ্ঞ দান ভগ্ন ব্রত বজ্র অচিরল ।
 দ্বিজ সেবা দেব পূজা কভই করিল ॥
 ধিক ধিক ধিক তার টেকল হেন গতি ।
 ধর্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলা দুর্গতি ॥
 ধর্ম হেতু সর্ব ভাঙ্গি আইলা বনেতে ।
 তারি ভাই আমাকেও পারিবা ত্যজিতে ॥
 তথাপিহ ধর্ম নাহি ত্যজিবা রাজন ।
 কারার সহিতে যেন ছারার গমন ॥
 যেই জন ধর্ম রাখে তারে ধর্ম রাখে ।
 না করি সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাসমুখে ॥
 তোমাকে না রাখে ধর্ম কিলের কারণে ।
 এইত বিশ্বাস খেদ হয় মম মনে ॥
 তোমার যতক ধর্ম বিখ্যাত সংসার ।
 সর্ব ক্ষতিখর হয়ে নাহি অহকার ॥
 শ্রোণ জন হীন জন দেখহ সমান ।
 মহাতা বদনে সদা কর নান দান ॥
 লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কনক পাশ্রে ভুঞ্জে ।
 আমি কপি পরিচর্যা সেবা যত দ্বিজে ॥
 দ্বিজেরে সুবর্ণ পাশ্রে দেই আজ্ঞামাত্র ।
 এখন বনের কল ভুঞ্জ বনপাত্রে ॥
 রাজসুর অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব ।
 আর সর্ব বহুযজ্ঞ দান মহোৎসব ॥
 যে সর্ব করিতে বৃদ্ধি হটল তোমার ।
 সর্বস্ব হারিলে তুমি কণ্ট পাশায় ॥
 যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে ।
 তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥

এখন সে ধর্ম তুমি করিয়া কেননে ।
 রাজ্য বীন ধন হীন বসতি কাননে ॥
 ধিক্ বিধাতারে এই করে হেন কর্ম ।
 দুর্ভাগ্যের দুর্ঘোষণা করিল অধর্ম ॥
 তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ ।
 তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিল ।
 কেবল করিল মোর ধর্মেরে নিমিলা ।
 আমি যত কর্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই ॥
 সমর্পণ করি সর্ব ঈশ্বরেরে ঠাই ॥
 কর্ম করি যেইঅন ফলাকাঙ্ক্ষা হয় ।
 বশিকের মত সেই বানিজ্য করয় ॥
 কললোভে ধর্ম করে লুপ্ত বলি তারে ।
 লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে ॥
 দেখ এ সংসার সিদ্ধ উর্মি কত তার ।
 ছেলে তরে সাধু জন ধর্মের নোকার ॥
 ধর্ম কর্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে ।
 ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে ॥
 ধর্ম ফল বাঞ্ছা করি ধর্ম গর্ক করে ।
 ধর্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম আচারে ॥
 এই সর্ব জনেরে পশু মধ্যে গণি ।
 রখা জয়া হয় তার পায় পশুখোনি ॥
 ধর্ম শাস্ত্র বেদ নিন্দা করে যেই জন ।
 তির্ঘ্যাগের মধ্যে তারে করয়ে গণন ॥
 পুনঃ পুনঃ তির্ঘ্যাগ জাতিতে জয়া হয় ।
 নরক হইতে তার কভু পার নয় ॥
 শিশু হয়ে ধর্ম আচারে যেই জন ।
 হৃদয়ের ভিতর তারে করয়ে গণন ॥
 প্রত্যেক দেখে কৃষ্ণ ধর্ম যাহা টেকল ।
 সপ্ত বংশরের আয়ুঃ মার্কণ্ডেয়ছিল ॥
 ধর্ম বলে সপ্তকল্প জীয়ে মুনিরাজ ।
 আর যত দেখে মুনি ঋষির সমাজ ॥
 মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইকণে ।
 ধর্ম বলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্র যতেক স্বর্গবাসী ।
 ধর্ম আচারিয়া সবে স্বর্গ মধ্যে বলি ॥
 তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শ্রেষ্ঠাচার ।
 বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার ॥
 আমাদের বলিলা তুমি সদা কর ধর্ম ।
 আশ্রয় আমার দেবী সহজ এ কর্ম ॥
 পূর্বে সাধুগণ সর্ব গেল যেই পথে ।
 যম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে ॥

তুমি বল বনে ধর্ম করিবা কেননে ।
 যথা শক্তি তথা আমি করিব কাননে ॥
 অন্য পাপে প্রারম্ভিত বিধি আছে তার ।
 ধর্ম নিন্দা করিলে বিধান নাহি আর ।
 হস্তী কষ্ঠা বাতা যেই সবার ঈশ্বর ।
 বাহার স্বজন এই যত চরাচর ॥
 আমি কোন কীট তাঁরে অমান্য করিতে ।
 ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোনমতে ।
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কান্দীনাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠির ঐতি দ্রৌপদীর পুনকতি ।

দ্রৌপদী বলিলা রাজা কর অবধান ।
 আর কিছু নিবেদন আছে তব স্থান ।
 পূর্বে শুনিয়াছি আমি জনকের গৃহে ।
 দ্বিজ এক টেকল ইন্দ্র গুরু যাহা কহে ॥
 সংসারেতে যত দেখে কর্ম ভোগ করে ।
 কর্ম অনুসারে ধাতা ফল দেন তারে ॥
 এ কারণে কর্ম রাজা অবশ্য কর্তব্য ।
 কর্ম না করিল কোথা কিসে হবে লভ্য ॥
 কর্ম নাহি করিলে স্থাবর মধ্যে গণি ।
 স্থাবরের শক্তি কর্ম নহে নৃশমন ॥
 শশু পক্ষি আমি যত কৃত কর্ম সাজে ।
 সবে কর্ম অনুগত দেখে মহারাজে ।
 মাতৃ স্তন পান হৈতে কর্মেতে প্রবেশে ।
 ফলে বা না ফলে কর্ম করে ফল আশে ॥
 কর্ম নাহি করে গৃহে বসি বসি খায় ।
 সমুদ্র প্রমাণ ত্রব্য থাকিলেও যায় ॥
 কোটি কোটি জনে ত্রব্য পায় আচম্বিতে ।
 বিনা কর্মে নহে সেই পূর্বে কর্মজিজ্ঞেতে ॥
 যে জন যেমতে করে শুভাশুভ কর্ম ।
 বিধি ফল তাহারে ভুঞ্জায় এই মর্ম ॥
 বান্ধিয়া ভুঞ্জায় ধাতা কর্মেতে থাকিলে ।
 কাষ্ঠ হৈতে অগ্নি যন তৈল হয় তিলে ॥
 ত্রিবিধ প্রকার কর্ম করয়ে সংসারে ।
 কর্ম অনুসারে ফল না হয় তাহারে ॥
 পূর্বে লোক যে করিল অশু করবে ।
 তদ্য পান শয়নাদি আলস্য তাজিবে ।
 এত যে নৃপতি কর্ম করিলা এখন ।
 এতে কোন ফল সিদ্ধ করিবে রাজন ॥
 এই চারি ভাই তব কর্মে স্থান নয় ।
 এই সবাকার কর্ম করিলে কি হয় ॥

তোমার কর্মেতে চারি ভাই অসুগত ।
এ সর্ব কৃষক ভূমি জলধর মত ॥
চরিত্র কৃষক হেন বীজ তার ফেলে ॥
কহ শনি মারাজ কি কর্ম করিলে ।
বিধির স্বজন আর কহে মুনিগণ ।
যার ঘোষা ধর্ম নীতি করি আচরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস ককে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের আক্ষেপোক্তি ।

দ্রৌপদীর বাক্য শনি ভীম ক্রুদ্ধতর ।
কহিল ধর্মের প্রতি কর্কশ উত্তর ॥
মহারাজ শুন আমি করি নিবেদন ।
বীর পুরুষের ধর্ম ত্যজ কি কারণ ॥
ক্ষত্রির প্রদান ধর্ম তেজ দেখাইবে ।
ভুজ বলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে ॥
পর রাজ্যে আছ তুমি নিজ রাজ্য ত্যজি ।
কি কর্ম করিবা বনে তকণ ভজি ॥
আপনি করিলে রাজ্য কুড় নিল জিনি ।
কোন ধর্ম বলে নিল কহ দেখি শনি ॥
বড়পনে নিল কিবা বলিষ্ঠ তোমার ।
অধর্ম নিলেক রাজ্য রূপট পাশায় ॥
লেশ মাত্র ধর্ম তব ছন্ন হৈল জ্ঞান ।
শ্রেষ্ঠ ধর্ম নৃপতি না কর অবধান ॥
আমি জিতে তোমারে বিভব অন্য যার ।
নিহত ভক্ষ্য মাংস ঘেন শৃগালেতে খায় ॥
মম জেবা লগ্নে কেবা বাচয়ে মানুষে ।
দিকুপাল সহায় করিয়া যদি আসে ॥
এবন ভাজিয়া রাজ্য যাও অন্য বন ।
এক স্থানে বহু বধ হয় যুগগন ॥
বনে এক ঠাঁই বাস কোন কর্ম নাই ।
তীর্থগন করিয়া ভ্রমরে ঠাঁই ঠাঁই ॥
কহ দেখি কোন রাজ্য করিছে সন্ধ্যাস ।
কেবা হীন কর্ম এই করে বনবাস ॥
ভূমি যে করিলা ক্ষমা সেই দুষ্ট জনে ।
তব বনে হীন শক্তি এই হেতু বনে ॥
ইহা হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ হয় শত গুণে ।
শত্রুগণ হাঙ্গে রাজ্য নাহি সহ্যে প্রাণে ॥
ধর্ম নহে বুঝ রাজ্য তব আচরণ ।
ধর্ম হেন ইচ্ছা বড় অধর্ম গণন ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু অসুগত যাহে ক্রোধী হয় ।
হেন বান্দ আচরণ কহু ভাল নয় ॥

কুটুম্ব পালিত জন যে করে পালন ।
অসুব্রত কর্ম করে সংসারী যেমন ॥
পিতৃগন মিন্দা করি পার বহু তাপ ।
নেই নোষ হয় তার ব্রহ্মহত্যা পাপ ॥
প্রথমে কামনা ধন দ্বিতীয় অর্জন ।
তৃতীয় সঞ্চয় ধন কহে মুনিগন ॥
ধন হৈতে ধর্ম হয় যজ্ঞ মান পূজা ।
তীর্থ দেখি ভিক্ষার কি কর্ম হবে রাজ্য ॥
কহ রাজ্য এই কর্ম সম্বত কাহার ।
গোবিন্দের মত কিবা ক্রোধ রাজ্যের ॥
অর্জন সম্বত কিবা করিলা নৃপতি ।
আমা আনি করি এতে কাহার পিতৃতি ॥
ক্ষত্র ধর্ম এই নহে দ্বির আচরণ ।
ক্ষত্র ধর্ম ধৃদ্ধ করি করিবে নিধন ॥
ছুট কর্মে ছুট বুদ্ধি রাজ্য ছুড়োঁধন ।
তাহারে মারিলে পাপ না হয় রাজ্যন ॥
তাহারে মারিলে যদি কিছু পাপ হয় ।
যজ্ঞ মান করিয়া যজ্ঞের মহাশয় ॥
অজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া ।
এক্ষেণে পৃথিবী নিব শত্রুকে মারিয়া ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
কাশী কহে সুখ নাহি ইহার সমান ॥

ভীম প্রতি যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ বাক্য ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন কহিলা প্রমাদ ।
পীড়িতা আমারে কুনি দিয়া বাক্যবান ॥
আমা হৈতে দুঃখের পুরিলা ভোমা মর ।
মম হেতু সহিলা শত্রুর পরাভব ॥
ক্রোধের সমান শত্রু না হয় সংসারে ।
ক্রোধ হৈলে ভাল মন্দ বিচার না করে ॥
মারাবী শকুনি সহ খেলিনু যখন ।
যত হারী ক্রোধ করি তত করি পন ॥
নহিল আমার শক্তি নিবর্ত্ত হইতে ।
আণ্ড পাছু বিচার না হইল তাহাতে ।
করিবেক এত অপকর্ম ছুড়োঁধন ।
আমার এতেক জ্ঞান নহিল তখন ॥
যত অপমান টেকল মাফাতে দেখিলা ।
মম হেতু পিত্র হৈলে সকলে সহিলা ॥
দ্বাদশ বৎসর বনবাস করি পন ।
অজ্ঞাত বৎসর এক জ্ঞান প্রাপ্তগন ॥
হারিলা কাননে আমি করিনু প্রবেশ ।
কোন মুখে পুনর্বারি যাব আমি দেশ ॥

কুক সভামধ্যে যাঁহা করেছি নির্ণয়।
 অন্যথা করিতে তাঁহা মম শক্তি নয় ॥
 মম বাক্যে তোমরা আজ্ঞা যদি স্থিত।
 তবে ছেন কারিবারে না হয় উচিত ॥
 বনে ক্রোধ কারিবারে যদি ছিল মম।
 সেই কালে না করিলা কিসের কারণ ॥
 পাশার সময়ে সবে পত্নীক্ষা লইলা।
 তাহে পরাভব হৈয়া কি হেতু ফিলিলা ॥
 পুনঃ বনবাস পুনঃ দেখিবার কালে।
 তখন আমারে কেন ক্ষান্ত না করিলে ॥
 সময়ে না করি কর্ম অসময়ে চাঁও।
 অকারনে বাক্যবানে আমারে পোড়াও ॥
 এইফণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
 তথাপিও মতা কিন্তু তাজিবারে নারি ॥
 রাজ্য লোভে মতা আমি করিব লজ্জবন।
 অপযশ অধর্ম ঘৃষিবে ত্রিভুবন ॥
 রাজধন পুত্র আদি বহু যজ্ঞদান।
 সন্তোর কথার নহে শতাহংশে সমান ॥
 পুত্র হইয়া যায় বাক্য মতা নয়।
 ইহলোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয় ॥
 অন্তকালে তাঁহার মরকে হবে গতি।
 ইহা জানি ভ্রাতৃগণ হির কর মতি ॥
 কালকাটি পুনরপি লব রাজ্যভার।
 কক্ষেতে স্বজন ভ্রষ্ট নহে মতাচার ॥
 নৃপতির বাক্যেতে বলেন হুকোদর।
 হেন নীত করে রাজা দীঘলীবা নয় ॥
 নির্ণয় করিয়া যেবা নিজ অধু জ্ঞানে।
 সে জন কদাচ বর্তে এষ্ট আচরণে ॥
 নিরন্তর কালচক্র ভ্রমিছে উপর।
 জলবিশ্ব সমান জানিবা কলবর ॥
 বৎসরের প্রায় এক দিবস কাটিয়া।
 দ্বাদশ বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া ॥
 বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিবে কোন্ মতে।
 মহেন্দ্র পার্বত চাহে তুণে লুণাইতে ॥
 আমারে কে নাহি জানে পৃথিবী ভিতর।
 বাল বৃদ্ধ যুবাতে বিখ্যাত হুকোদর ॥
 অর্জুনেরে কি রূপে লুকাবে নৃশবর।
 হস্ত দিয়া আচ্ছাদিতে চাহ দিলকর ॥
 ক্রপদনন্দিনী কৃষা কিরূপে লুণাবে।
 কদাচিত ইহা হৈতে যদি পার পায়ে ॥
 নামোতে কদাচ রাজ্য না দিবে দুর্জয়।
 আমি হই হীন বল সে যে বলবন্ত ॥

তখন উপায় রাজা কি করিবে তার।
 শত্রু বুদ্ধি রাজ্য হবে বিচার ভৌমার ॥
 হীন বল হৈলে শত্রু তারে নাহি ক্ষম।
 উপায় কহয়ে সদা নিজ পরাক্রমে ॥
 শক্তিমন্ত হৈয়া যদি না করে উপায়।
 লোকে কাপুক্ষ্য বলে বুঝা অয্যায় ॥
 মতা হেতু মনে যদি করহ নিশ্চয়।
 আছয়ে উপায় তার শাস্ত্রে ছেন কর ॥
 সোম পুতিকা মত কহে মুনিগণ।
 এক মানে বৎসরেক করিয়ে গণন ॥
 ত্রয়োদশ মাস রহি বনের ভিতরে।
 উপায় করহ রাজা শত্রু মারিবারে ॥
 ভীমের বচন শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
 শুদ্ধ হয়ে ফলেক চিন্তেন মহামতি ॥
 রাজা নিলেন যাঁহা করিলা বিচার।
 কপট এ ধর্ম্ম চিন্তে না লয় আমার ॥
 মেকসম ধর্ম্ম আমি লজ্জিব কেমনে।
 কতু নহে বৈরিজয় পাপ অচরণে ॥
 অন্য আর নহে যারে যম করে ভয়।
 তিন লোক বিজয়ী যে আছয়ে দুর্জয় ॥
 মদগর্বে অহঙ্কারী ক্রোধি সদাকাল।
 ছেন তনে বিধাতা করিল মণীপাল ॥
 ভুবন ভিতরে যত জন ধরে ধনু।
 অভেদ্য কবচে যার আরোপিত তনু।
 ক্ষীণ ত্রোণ কৃপাচার্য্য এই তিন জন।
 তাহারে যেমন ভাবে আমারে ভেমন ॥
 তথাপি সবাই বশ কৈল দুর্ঘোষন।
 বহু মান্য পুত্র সদা নিকটে সেবন ॥
 আর যত মহারাজ আছেন বলবান।
 মম স্থান হৈতে প্রীতি পায় তার স্থান ॥
 মবে প্রাণ দিবে দুর্ঘোষনের কারণে।
 কেননে মারিয়া তুমি ছেন দুর্ঘোষনে ॥
 এই চিন্তা সঙ্গা মম হয় রাজি দিনে।
 কি মতে লইব রাজ্য ভাবিতেছি মনে ॥
 এই সে কারণে মম ভাবনা ক্ষয়।
 বিনা সখা দুর্ঘোষন না হয় বিজয় ॥
 ধর্ম্ম সখা বিনা নহে সমরে বিজয়।
 বেদের লিখন যথা ধর্ম্ম তথা অয় ॥
 ছেন ধর্ম্ম ভ্যক্তিগণ অধর্ম্ম আচারিণে।
 কহ ভীম শত্রু অম হইবে কি ভালে ॥
 দুর্জগর্ভ বলে তুমি কর অহঙ্কার।
 সাহসিক কর্ম্ম ইহা নহে সুবিচার ॥

সুযত্ন সুবিক্রম গুণে রাখে মনে ।
দেবতা এসব হৈলে তবে শত্রু জিনে ॥
এত শুনি রুকোদর ইছলা বিমন ।
ক্রোধেতে নিশ্বাস বহে শ্রলয় পবন ॥
বুধিষ্টির ভীম সহ কথাই সময় ।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয় ॥
মহাভারতে কথা জ্ঞানের প্রকাশ ।
অবশে অধ্যক্ষ হরে কহে কালীদাস ॥

অর্জুনের শিবাবান্ধনার্থে হিমালয় পার্বতে গমন ।

বাসদেব করে পূজা পাণ্ডু পুত্রগণে ।
আশীর্বাদ করি মুনি বসিলা আসনে ॥
বুধিষ্টিরে চাহিয়া বলেন মুনিবরে ।
শত্রুগণে ভয় তব হরেছে অন্তরে ।
তোমার হৃদয় তব অনিলাম আবি ।
এ কারণে আইলাম হেথা শীত্রগামী ॥
শত্রুর যে ভয় তাহা ত্যজ নৃপবর ।
আমি যাঁহা বলি তাহা করহ সত্ত্বর ॥
অশুভ সময় গেল হইল সুকাল ।
এক বিদ্যা দিব আমি লও মহীপাল ॥
এই বিদ্যা হৈতে হবে দেব দরশন ।
হইবেন তোমারে সদয় ত্রিলোচন ॥
নর এষি মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয় ।
এই মন্ত্র বলে ক্ষতি করিবে বিজয় ॥
এ বন ভাঙ্গিয়া রাজ্য চল অন্য বন ।
এক স্থানে বহুবধ হয় যুগল ॥
বনে এক ঠাই বসি কোন কর্ম নাই ।
তীর্থগণ করিয়া ভ্রময়ে ঠাই ঠাই ॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি ।
বুধিষ্টিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিশ্রুতি ॥
মন্ত্র দিয়া মুলিরাজ গেলেন স্বস্থানে ।
মন্ত্র পায়ে বুধিষ্টির হরিষ বিধান ॥
বাস অমুমতি পায়ে কুন্তীর নন্দন ।
দ্বৈতবন ভাঙ্গিয়া চলেন সেইফন ॥
উত্তর মুখেতে সরস্বতী তীরে তীরে ।
গিয়া উত্তরিল পত্রে কাম্য বনান্তরে ।
কাম্যক বনের মধ্যে করেন আশ্রয় ।
বড়ই নির্গম বন নাহি কোন ভয় ।
যুগল করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ ।
পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চনা করে অমুক্ষণ ॥
কত দিনে মুনি বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন ॥

ভীম দ্রোণ ভুরিঅবা কৃপ কর্ণ দ্রোণি ।
সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ জানই আপনি ॥
সবাই হইল ভাই ছুর্য্যোধন ভিতে ।
ইত্যাদি করিয়া যত রাজ্য পৃথিবীতে ॥
আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা ।
ছুখে তুমি উদ্ধারিবা করিয়াছি আশা ॥
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ ।
উগ্রতপ কর গিয়া সেবিয়া মহেশ ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলিবা শিব সহ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন ।
তামবারে সেবিয়া পাণ্ডব অঙ্গগণ ॥
পূর্বে রত্নাশুর হেতু যত দেবগণ ।
নিজ অস্ত্র ইন্দ্র দিলা সর্বজন ॥
সর্ব অস্ত্র পাবে ইন্দ্র ভূট করাইলে ।
সর্বত্র হইবে অয় শিবেরে ভজিলে ।
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন ।
নিকটে তথায় দেখা পাবে ত্রিলোচন ॥
এত বলি বিদ্যা বিদ্যা দিল সেইফন ॥
আশীষ করিয়া শিরে করেন চুষন ॥
আজ্ঞা পায়ে বাহির হৈলেন ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব মিলেন তুণ যুগল অক্ষয় ॥
চতুর্দিকে দ্বিজগণ শুভ শব্দ কৈল ।
বাহির হবার কালে দ্রোণদী বলিল ॥
অন্যকালে যে বলিলা যত দেবগণ ।
সে সকল প্রাপ্তি হোক সেবি ত্রিলোচন ॥
যত কটু ভাষায় বলিল ছুর্য্যোধন ॥
সেই অগ্নিতাপে অঙ্গ হুতেছে দাহন ॥
উপায় করহ তার সমুচিত ফলে ।
নির্কিন্তু হইয়া পুনঃ আইল মঙ্গলে ॥
এতক বলিয়া দেবী করিয়া বিদায় ।
অর্জুন বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায় ॥
দেব দ্বিজ গুরুজন বন্দিয়া তখন ।
বাহির হইলা পার্থ হরষিত মন ॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে ।
অপ্প দিনে উত্তরেন সুহিম পার্বতে ।
হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর ।
ইন্দ্রকেনী গিরি হয় তাহার উত্তর ॥
বহু ছুখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয় ।
শৃঙ্গবানী হৈল হেথা করহ আশ্রয় ॥
অগ্রে পথ নাহি আর মনুষ্য যাইতে ।
শুনি পার্থ মহাবীর রহিলা তাহাতে ॥

হেনকালে দেখিলেন জটিল তপস্বী।
অঙ্কুনেরে বলিলেন নিকটে আসি ॥
কে তুমি কবচ খড়া ধনু অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আটলা তুমি পর্বত উপরি ॥
অস্ত্রধারী হৈয়া তুমি হেথা কি কারণ।
এ পর্বতে নিবসে নিকারি যত জন ॥
ধনু অস্ত্র ফেল আর তাজ শরত্বণ।
নিষা গতি পোনে অস্ত্রে কোন প্রয়োজন ॥
বড় তেজোবন্ত তুমি এলে কি কারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দে পার্থ রহিল ভগ্নন ॥
উত্তর না পাওয়া বলয়ে ক্রোধে ॥
বর নাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর ॥
করঘোড়ে অঙ্কু ন মাগেন বর দান।
রূপা খনি কর ত্বর দেহ ধনুর্ধর ॥
ইন্দ্র বলিলেন হেথা কি কার্য অস্ত্রেতে।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করিবা অর্গেতে ॥
পার্থ বলিলেন যদি ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি তাজিতে আমি নারি চারি ভাই ॥
দুর্গম অবণ্যে রাখি আমি ভ্রাতৃগণে।
অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি বিপক্ষ নিধনে ॥
সে লবারে তাজি আমি রাখিব কেননে।
সত্তত করিয়ে চিন্তা আশার কারণে ॥
অস্ত্র বেণু পুরন্দর রূপা করি মন।
ইন্দ্র বলিলেন সিদ্ধ কর ত্রিলোচন ॥
তঁার অনুগ্রহে সর্ব সিদ্ধি হবে কায।
এত বলি অন্তর্হিত হৈলা দেবরাজ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কিরাতরূপে হব পার্বতীর অঙ্কু ন
নিকট গমন।

হিমালয়ে গিরিবরে ইন্দ্রের মন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন ॥
গলিত ব্রহ্মের পত্র তাজ্য পক্ষান্তরে।
কত দিন মামোকেতে খান একেবারে ॥
কত দিন দুই চারি মাসে এক দিনে।
কত দিন অঙ্কু ন থাকেন বায়ুশানে ॥
এক পক্ষাভুলীতে রহেন নাগাইয়া।
উর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালস্য হৈয়া ॥
তঁার তরে তাপিত হইয়া গিরিবানী।
গন্ধর্ব চারণ সিদ্ধ যত মহাঐষি ॥
হরের চরণে নিবেদিল গিয়া সব।
হিমালয়ে কেননে থাকিব বল ভব ॥

পর্বত তাপিত দেব অঙ্কু নের তাপে।
আজ্ঞা কর আশরা রাখিব কোনরূপে ॥
গিরীশ বলেন সবে যাও নিকাশ্রয়ে।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে ॥
এত বলি মেলানি মিলেন সর্বজন।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরেন তৎক্ষণে ॥
কিরাত গৃহিনী রূপা নগেন্দনকিনী।
সে রূপ হইল সব তাহার সঙ্গিনী ॥
জয়ন্তী নামেতে ধনু পুঞ্জে শরাসন।
অঙ্কুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন ॥
হেনকালে এক মহাবরাহ আইল।
গজিয়া অঙ্কু ন পানে ঘুরিতে ধাইল ॥
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাঙ্গী ব লইয়া।
সন্ধান পুরিয়া ধনুর্ধর টেকারিয়া ॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান।
বরাহে তপস্বী তুমি নাহি মার বাণ ॥
আনলাম দূর হতে ডাকিয়া বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করি অনাদর।
বরাহের উপরে মারিলা তীক্ষ্ণ শর ॥
কিরাত যে দিবা অস্ত্র মারিল শূক্রে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্বত বিদরে ॥
গিরিস্বয়ং মূর্তি যেন দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া তাজি হইল দাক্ষ কলেবর ॥
কে তুমি বলেন পার্থ নারীন্দ্র সঙ্গ।
আমারে তিলেক তব না হয় ভ্রতঙ্গ ॥
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আশ্রয়ান।
তুমি কি কারণে তারে গ্রহণিলা বাণ ॥
এই দোষে আমি তব লটব পরাধ।
কহিলেন হাসিয়া সত্তর ভগবান ॥
কোথা হতে কে তুমি আইলা ব্রহ্মচারী।
এ ভূমিতে হুগয়ার আমি অধিকারী ॥
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শূকর।
তুমি কেন অস্ত্র মার শূকর উপর ॥
পাষণে মারিয়া হেন পড়িল ঠীকরে।
তিলমাত্র বোহ না হইল কলেবরে ॥
অনুচিত কৈলে আরো চাহ মারিবারে।
বত্ত শক্তি আছে তব শর দেখি ঘোরে ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে আছি আমি মার ॥
পুনঃ পুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্বত উপর ॥

বায়বা অনল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে ।
 সর্ব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে ॥
 আশ্রয় ভাবেন মনে অর্জুন ওখন ।
 ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কারণ ॥
 কিবা যম পুরন্দর জিহা ভূতনাথ ।
 অন্য কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত ॥
 যিনি হন আজি আমি করিব সংহার ।
 ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার ॥
 শিবের মন্তকে বাজি হইল দুইখণ্ড ।
 পাশাণে বাজিয়া যেন পক্ষে ইক্ষুগণ্ড ॥
 অস্ত্র বার্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর ।
 গাণ্ডীব ধনুক লয়ে করেন প্রহার ॥
 হানিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন ।
 ক্রোধে পার্থ শিলাপাতি করেন বর্ষণ ॥
 পবনত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয় ।
 ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জয় ॥
 করিলে ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধুজ্জিতি ।
 মৃক্কাঘাতে শব্দ যেন হৈল চট্‌চটী ॥
 ভুঞ্জে ভুঞ্জে উক উক চরণে চরণে ।
 মল্লযুদ্ধ ক্ষণেক হইল দুইজনে ॥
 দুই অঙ্গ ঘষণেতে অগ্নি বাহিরার ।
 অতি ক্রোধে মহাদেব প্রহারিলা তার ॥
 হৃত তুলা হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে ।
 ক্ষণেকে চেতন পায়ে উঠিলা সকলে ॥
 আরস্তিলা দেব পুজিবারে ত্রিলোচন ।
 ত্বরা করি শিবলঙ্গ করিয়া রচন ॥
 পুজিয়া মুক্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা ।
 সেই নীলা বিকুসিত কিরাতে র গলা ॥
 তাহা দেখি ধনঞ্জয় হইলা বিস্ময় ।
 নিশ্চয় জানিলা মনে এই মৃত্যুঞ্জয় ॥
 বিনয় কছেন পার্থ করি প্রণিপাত ।
 করিলাম দুর্গতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
 শিব বলিলেন তব কর্ম ধনঞ্জয় ।
 দেবাসুরে মানুসে কাহার শক্তি নয় ॥
 আমার সহিতে সম করিলে সমর ।
 তুমি আমি সম শক্তি না হয় অন্তর ॥
 দিবা চক্ষু দিব লও দৃষ্টি হবে সবে ।
 এত বলি চক্ষু দেন দেব দেবে ॥
 দিবা চক্ষু গাইয়া দেখেন ধনঞ্জয় ।
 উমার সহিতে উমাকান্তে দয়ানয় ॥
 অর্জুন করেন স্তুতি বুড়ি দুই কর ।
 জয় এতু জয় শিব জয় মহেশ্বর ॥

ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ ।
 ত্রিবিক্রম প্রিয় হয় ত্রিপুরনিপাত ॥
 হেলায় করিলা প্রভু দক্ষযজ্ঞ নাশ ।
 ইন্দিতে বিজয় কৈলা মৃত্যুকাল পাশ ॥
 নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বিধ দাতা ॥
 অজ্ঞাতে করিনু প্রভু অবহিত কাষ ।
 চরণে শরণ লই ক্ষম দেবরাজ ॥
 হাসিয়া অর্জুনে দেব দিলা আলিঙ্গন ।
 তরিলেন অজ্ঞাতের প্রহার পীড়ন ॥
 বলিলেন আপনারে নাহি জান তুমি ।
 পূর্বকথা কহি শুন যাহা জানি আমি ॥
 নারায়ণ সহ তুমি নর ঋষিরূপে ।
 সংসার ধরিলা অভিশয় উত্তাপে ।
 এই যে গাণ্ডীব ধনু আছে তোমার ।
 তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
 কাড়িয়া লয়েছি আমি যোগমায়া বলে ।
 মায়ায় হরিহু আমি এ তুণ যুগলে ॥
 পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হবে তুণ ।
 নিজ ধনু তুণ তুমি ধর হে অর্জুন ॥
 শ্রীত হইলাম আমি মাগি লও বর ।
 শুনিয়া বলেন পার্থ বুড়ি দুই কর ॥
 যদি কৃপা আমারে করিলা গদ্যাত্রত ।
 আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশপত ॥
 শঙ্কর বলেন তাহা লও ধনঞ্জয় ।
 অন্য জন নহে শক্ত পাশপত লয় ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এ অস্ত্র নাহি জানে ।
 পৃথবী সংহার হেঁচু আছে মম স্থানে ॥
 যে অস্ত্র বুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয় ।
 শক্ত শেল কোটি কোটি গদার বিষয় ॥
 শ্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি ।
 ধরিবারে যোগ্য হও বস্ত্র লও তুমি ॥
 বিধাতার বাক্যে তবে নরলোক ধর্ম ।
 এই অস্ত্রে বীরবর সাধ দেবকর্ম ॥
 এত বলি মস্ত্রসহ দেন ত্রিলোচন ।
 মূর্ত্তিসমুৎ হয়ে অস্ত্র আইল তখন ॥
 মস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্বার ।
 এই অস্ত্র কারে পাছে করহ প্রহার ॥
 এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ।
 অস্ত্রযোগ্য শেলে অস্ত্র করিবা কেপণ ॥
 অর্জুন বলেন দেব করি নিবেদন ।
 কুকক্ষেত্রে যুদ্ধেতে করিবে আগমন ॥

শিব কহিলেন যথা তথা যদুপতি।
হরিহর এক আত্মা। আন মহামতি ॥
কুক পাণ্ডবের মুক্ত হইবে যখন।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন ॥
এত বলি হর করিলেন অন্তর্দান।
অস্ত্র পায়ে ধনঞ্জয় আনন্দ বিধান ॥
আগনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয়।
এত কৃপা কৈল হর শত্রুকে কি ভয় ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

অজ্ঞানের ইচ্ছালায়ে গমন।
চেনকালে আসিয়া যতক দেবগণ।
অজ্ঞানেই করিলেন পুষ্প বরষণ ॥
দক্ষিণেতে ডাকিয়া বলেন শ্রেতপতি।
মম বাক্যে ধনঞ্জয় কর অবগতি।
বর দিতে তোমারে আইল দেবগণে।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু নিবারণে ॥
দেব পৈতৃ অমুর যতক পৃথিবীতে।
সবে পীড়াভব হবে তোমার অস্ত্রেতে ॥
তব শত্রু আছে সেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তব হস্তে হত হবে সেই বীরবর ॥
হের লও এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
আমার প্রধান অস্ত্র দক্ষ নাম ধরে ॥
এত বলি মস্ত্র সহ দিল মহামতি।
পাশ্চিমেতে ডাকিয়া বলেন জলপতি ॥
আমার বকণ পাশ অব্যর্থ সংসারে।
এই যে দেখছ যম নিশ রতে নারে ॥
ত্রীতিতে তোমারে দিহু ধর ধনঞ্জয়।
ইহা হৈতে কর সদা বপক বিজয় ॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল।
তোমারে অজ্ঞান দুই জনে অস্ত্র দিল ॥
অন্তর্দান অস্ত্র এই লও বীরবর।
এহ অস্ত্রে ত্রিপূরে বধিলা মহেশ্বর ॥
মৃত্যুপাত জলপতি দিল যদুপতি।
কহিলেন সুরপতি অজ্ঞানের প্রতি ॥
কুণ্ডীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন।
অমুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ ॥
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে।
স্বর্গেতে আসিবা তুমি মাতুল সহিতে ॥
স্বর্গপুরে পুণে হবে তব প্রয়োজন।
এত বলি চলি গেল সর্ব দেবগণ ॥

কতকণে রথ লয়ে আইল মাতুলি।
ঘোর মেঘ মধ্যে যেন অগ্নিত বিজুলি।
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বর।
নিশাকালে হৈল যেন রবির উদয় ॥
ডাকিয়া মাতুলি বলে অজ্ঞানের প্রতি।
ইচ্ছের আজ্ঞায় রথে চড় শত্রু প্রতি ॥
তোমা দরশনে বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত উপস্থিত দেবের সমাজ ॥
আনন্দ করেন পার্থরথ আরোহণ।
মাতুলি চালায় রথ পবন গমন ॥
পথেতে দেখিয়া পার্থ দেব ঋষিগণ।
বিমানেন্তে আরোহণ যত পুণ্যজন ॥
গন্ধকী ভ্রমর যত আনন্দ বাহরে।
কতক পড়িছে তায় দেখি বীরবরে ॥
বিশ্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিল ধনঞ্জয়।
কহ শুনি মাতুলী এ সব কেরা হয় ॥
মাতুলি বলিল এই পুণ্যবাণগণ।
পৃথিবীতে সূর্য্য কলি যত জন ॥
রাজহুয় অশ্বমেধ যত জন কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল ॥
সত্যবাদী ক্ষিতেশ্বর বহু দান দিল।
দেব পুজা উগ্রতপ তীর্থ স্নান কৈল ॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে জন্মরে ॥
ভারা বলি ত্রৈলোক্যেতে জোষায় মানুষ্যে।
পুণ্যকর হয়ে গেলে হের দেখ খসে ॥
সুরা পীয়ে মাংস খায় শুকনায় হয়ে।
কদাচিত্ সে জন না আসে স্বর্গপুরে ॥
আনন্দে অজ্ঞান সম করেন দর্শন।
কোটি কোটি বিমানে বিহরে পুণ্যজন ॥
শত শত বারাজনা সেবয়ে তাঁহারে।
সুগন্ধি সহিত বায়ু সলা মনোহরে ॥
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মকত অনল।
সম্ভবসু কস্তুরগণ আদিত্য সকল ॥
দিলীপ নহয় আদি যত মহামতি।
দেবঋষি রাজাধিষ বড় সিদ্ধ যতি ॥
অজ্ঞান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সবজন।
কহও মাতুলি এই কাহার নন্দন ॥
পরিচয় দিরা তবে মাতুলি চলিল।
বায়ুবেগে ইচ্ছালায়ে উপনীত হৈল ॥
ইচ্ছালায়ে যান তবে ইচ্ছের নন্দন।
সত্যস্ব সকল দেবে করেন বন্দন ॥

ইক্ষের বিচিত্র সজ্জা বর্ণন না যায় ।
 শত চন্দ্র শত সূর্য্য উদয় তথায় ॥
 রথ হতে নামিয়া চলেন বীরবর ।
 দুই হাতে ধরিয়া তুলিল পুরন্দর ।
 আলিঙ্গন চুছ দিল মগ্নক উপর ।
 আসনেতে বসাইল সভার তিতর ' ।
 ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারেন্ অনাজন ।
 দেবধ্বনি মান্য যেই ইক্ষের আসন ॥
 এমনত আসনে ইন্দ্র বসাইল কোলে ।
 মৃত্যু হুঁ দেখিতে লাগিল মহাবলে ॥
 আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা ।
 মগধার কোলে যেন দ্বিতীয় মগধা ॥
 পুণ্যকথা ভারতের আনন্দ লহরী ।
 শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় কাশী কহে গুরী ॥
 উর্ধ্বশীর নৃত্য আরম্ভ ।
 দীর্ঘ-ত্রিগদী ।

হেনকালে শতক্রতু, অজ্ঞুনের ঐতি হেতু,
 আজ্ঞা টেকনা নৃত্যের কারণ ।
 বিশ্বাস হাহা ছহ, ইত্যাদি গন্ধর্ব্ব বহু,
 চিত্রসেন তুষ্টু ব গায়ন ॥
 নানা ছন্দে বাদ্য তার, মধুর সুস্বর গায়,
 নৃত্য করে যতেক অঙ্গব ।
 উর্ধ্বশী নৃত্যচী গৌরী, মিশ্রকেশী বিজাবরী,
 সহজনা মধুর সুস্বর ॥
 জলমুখা ধন্যা আশা, গোপালী কনক রক্তা
 বিপ্রচিন্তা মুখা সুধা প্রভা ।
 চিত্রসেনা চিত্ররেখা, অঙ্গমরী মৃদঙ্গ মুখা,
 বুঘুদা রোহিণী সুরলোভা ॥
 নৃত্য গীতে সপ্রতিভা, পুণঃচন্দ্র মুখপ্রভা,
 অঙ্গ চালি অঙ্গান অঙ্গরে ।
 ঈষৎ নয়নকোণে, নিরীক্রেয়ে যেউ জনে,
 অন্য থাকু মুনি মনোহরে ॥
 জঘন কুঞ্জর কর, ক্রীণ রাজা নৃগবর,
 নিভস্ত্র ভুধর পয়োধর ।
 বিনাশে মুনির তপ, রূপের বর্ণনা লোপ,
 দিতে নাহি অন্য পাঠান্তর ॥
 নৃত্য গীত বাদ্য সবে, মোহিল্যভেক দেবে;
 আনন্দিত হৈলা শুরগণ ।
 অজ্ঞুনেবে সান মুখ, আবিয়া পুকের ডুংখ,
 ভ্রাতৃ বাতু করিয়া সুরগণ ।
 ক্ষণেক নয়ন কোণে চাহিলা উর্ধ্বশী পানে,
 জানিলেন মহত লোচন ।

নৃত্য গীত নিবারণ, সবারে বিদায় দিল,
 নিজ ধামে গেল দেবগণ ।
 দিবা শুরাসুর কথা, অরণ্য পর্ব্বতে গাঁথা,
 শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ ।
 কমলাকান্তের মুক্ত, সুক্কনের বনঃপুত,
 বিরচিল কাশীরায় দাস ॥

অজ্ঞুনের ঐতি উর্ধ্বশীর শাপ ।

চিত্রসেনে চাহিয়া বলিল পুরন্দর ।
 পার্থেরে রহিতে স্থল দেও মনোহর ॥
 উর্ধ্বশীরে পাঠাইব অজ্ঞুনের স্থানে ।
 স্ত্রী ক্রীড়া আদি যত করাবে অজ্ঞুনে ॥
 আজ্ঞা পা য চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল ।
 দিবা মানাহর স্থল রহিবারে দিল ॥
 বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন ।
 নিয়োজিল পরিচর্যা হেতু বহুজন ॥
 তাব চিত্রসেন গেল উর্ধ্বশীর স্থান ।
 অজ্ঞুনেব গুণ তহি করিয়া বাখান ॥
 রূপে গুণে বুদ্ধি বলে ধর্ম্মে রূপ তপে ।
 অজ্ঞুনের তুলা নাহি বিধে কোন রূপে ॥
 তার তপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর ।
 আজ্ঞা নিশি উর্ধ্বশী তাহার সেবা কর ॥
 উর্ধ্বশী বলেন আমি ভালমত জানি ।
 কামেতে কাতর অঙ্গ তার কথা শনি ।
 আশনার গৃহে তুমি বাও মহাশর ।
 এই আশা চলিলাম বধা ধনঞ্জয় ॥
 স্নান করি উর্ধ্বশী পরিচলি দিবাবাস ।
 পারিজাত মালায়তে ব্যঞ্জিল কেশপাশ ॥
 চন্দন কস্তুরী অঙ্গে করিল লেপন ।
 রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥
 সহজ রূপেতে মুনিজন মনোহরে ।
 মন সঙ্গে হরে প্রাণ বীরে দৃষ্ট করে ॥
 শ্রবশা সুকেশ্য প্রায় গত অঙ্গ নিশি ।
 অজ্ঞুনের আলয়েতে চলিল উর্ধ্বশী ॥
 দ্বারপাল জানাইল অজ্ঞুনে গোচরে ।
 উর্ধ্বশী অপূরী আলি রহিয়াছে দ্বারে ॥
 ভীত হইলেন শনি কুন্তীর নন্দন ।
 নিশাকালে উর্ধ্বশী আইল কি কারণ ॥
 উঠিয়া গেলেন তবে ইক্ষের কুমার ।
 উর্ধ্বশীরে বিনয়ে করিল নমস্কার ॥
 কি করিব আজ্ঞা তুমি করহ আমার ।
 এত রাত্রে কি কারণে আইলা দেখায় ॥

বিশ্বায় মানিয়া মনে উর্বশী চাহিল।
কামনা পূর্বল নাহি হৃদয় জ্বলিল ॥
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র অনুমতি।
একে একে সকল কহিল পার্থ প্রতি ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু হেথায়।
আজি মিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমার ॥
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাস্বরীগণ।
সবে এড়ি আশারে করিলে নিরিক্ষণ ॥
পাঠাইল জানিয়া আশারে পুরন্দর।
আজ্ঞা কৈল তুমি আজি মম প্রীতি কর ॥
শুনিয়া অর্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া।
অধোমুখে মলিন কহেন শিহরিয়া ॥
শুনিবারে যোগ্য নহে তোমার এ বাণী।
কেন হেন দুই কথা কহ ঠাকুরাণী ॥
বরাহনা হও তুমি না হও প্রমাণ।
উর্বশী আমার পক্ষে জননী সমান ॥
কহিলা যে তুমি মোরে চাহিলা সভায়।
বেই হেতু চাহিলাম কহিব তোমায় ॥
পূর্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল।
তোমার উদরে কুকবংশ বৃদ্ধি হৈল ॥
কুক আমি করি তার যতেক পুঙ্কবে।
ক্ষয় হৈল তুমি আছ নবীন বয়সে ॥
এই হেতু বড়ই বিশ্বয় মানি মনে।
পূন পুন চাহিলাম তাহার কারণে ॥
পূর্বে পিতামহী তুমি মম গুরু জন।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ ॥
উর্বশী বলিল আমি না হই কাহার।
স্বইচ্ছায় যথা তথা আমার বিহার ॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলা সম্বন্ধ।
আনন্দ প্রসঙ্গে চল দূর কর দ্বন্দ্ব ॥
যত সব মহারাজা হৈল কুকবংশে।
তপ পুণ্যকলে সবে স্বর্গেতে আইসে ॥
ক্রীড়ারস করে সবে সাহিত আহার।
এ সব বচন কহ না করে বিচার ॥
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি থওহ বিশ্বয় ॥
অর্জুন কহেন তুমি মম ঠাকুরাণী।
গুরুবৎ পরম গুরু কুলের জননী ॥
বধা কুশী যথা মাত্রী যথা শচীশ্রীণী।
ইহা সবাই হৈতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি ॥
নিজ গৃহে বাণী মাতা করি অনুপ্রাণ।
পূর্ববৎ জ্ঞান আশা কর অবিশ্রাম ॥

শুনিয়া উর্বশী মনে উগলিল ভাপ।
ক্রোধমুখে অর্জুনের প্রতি দেন শাপ ॥
তব গিতু আজ্ঞার আসিয়া তব গৃহে।
নিশ্ফল হইয়া যাই প্রাণে নাহি সহ্যে ॥
না করিলা কাম পূর্ণ পুঙ্কবের কাষ।
এই দোষে নপুংসক হবে স্ত্রীর শাণ ॥
নপুংসক হইবা আমার এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি ভাপ ॥
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর।
শোকে দুখে রজনী উধিল উজ্জাগর ॥
প্রাতকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি।
প্রণাম করিল দৈব্রে গিয়া মহামতি ॥
নিশার রক্তাঙ্ক যত কহিল তখন।
শুনিয়া বিশ্বায় মন সহঅলোচন ॥
ধন্য কুশী তোমা পুত্র গভেতে ধরিল।
তোমা হৈতে কুকবংশ পবিত্র হইল ॥
যোগীশ্বর তপস্বী স্বমি জিনিয়া সবারে।
তোমা পুত্রে শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে ॥
শাপ হেতু চিন্তে দুখ না ভাব অর্জুন।
শাপ নহে তোমার এ হৈল বহু শ্রম ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবা।
সেই কালে নপুংসক নর্তক হইবা ॥
হইলে বৎসর পূর্ণ শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জুন অতি আনন্দ হৃদয় ॥
অর্জুনের চরিত্র যে জন শুনে গায়।
কদাচিত তার চিত্ত পাণে নাহি যায় ॥
পূর্বোজ্জিত যত পাণ উন্ময় হইয়া যায় ॥
আরণ্যক গর্ভ গীত কাসীদাস গায় ॥

স্বর্গে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা।

ইন্দ্রের নন্দন পার্থ ইন্দ্রের সমান।
করিলেন নানা অস্ত্র শিক্ষা ইন্দ্রস্থান ॥
নৃত্য গীত বাদ্য শীক্ষা চিত্রসেন স্থানে।
মাতৃ ভ্রাতৃ না দেখিয়া দুখ বড় মনে।
এক দিন তথায় দোবশ মহাশয়।
দৈব দরশন হেতু গেল ইন্দ্রালয় ॥
করঘোড়ে প্রণাম করিল পুরন্দর।
ইন্দ্রদত্ত আসনে বসিলা মূনিবর ॥
ইন্দ্রের আসনে পার্থে দেখিয়া তৎপর।
বিশ্বায় মানিয়া মুনি ভাবিত অন্তর ॥
যে আসনে বসিতে না পান দেব মুনি।
কোন কর্মে দত্ত হৈয়া বসিল ফল্গুন ॥

ঐবির বিচার জ্ঞাত হয়ে পুরন্দরে ।
 বলিলেন ব্রহ্মর্ষি যে কি ভাব অন্তরে ॥
 মনুষ্য দেখিয়া পার্থে ভ্রম হৈল মনে ।
 তুমি কি না জান মুন পাসরহ কেনে ॥
 নর নারায়ণ সেই ঐষি পুরাতন ।
 তার নিবারণে জন্ম নিলেন দুজন ॥
 বায়ুদেব নারায়ণ অজিত যে বিবুধ ।
 নরঞ্চ ব পাণ্ডবের মধ্যে হৈলা জিহু ॥
 কুন্তী গর্ভে জন্ম হৈল আমার অংশেতে ।
 কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে ॥
 হেথায় আইল অস্ত্র শিক্ষার কারণ ।
 দেবের অনেক কার্য করিতে সাধন ॥
 নিপাত করচ মৈত্রেয় নিবসে পাতালে ।
 তার সম ঘোদ্ধা নাহি পৃথবীমণ্ডলে ॥
 সুরাসুর বত লোক জিনিলেক বলে ।
 বহুকাল বসতি করায় রসাতলে ॥
 তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয় ।
 পার্থ বিনা কার শক্তি তার অগ্রে রয় ॥
 এই ক্ষেত্রে হেথায় থাকিয়া কত দিনে ।
 করিবে গমন পুন মনুষ্য ভূবনে ॥
 আমার বাসনা এক শুন তপোধন ।
 কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন ॥
 আমার সন্দেশ বুদ্ধীতীরে কহিবে ।
 অর্জুনের কারণে উদ্ভিন্ন না হইবে ॥
 পৃথিবীতে পুণ্য তীর্থ আছে বহু স্থান ।
 যত্নপূর্বকেন্তে গুণা কয় স্থানমান ॥
 তীর্থ প্রদান দুই যদি জিনিবারে মন ।
 তীর্থ স্থান করি ধর্ম্য কর উপার্জন ॥
 বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ ।
 আপনি থাকিবা সঙ্গে রক্ষার কারণ ॥
 স্বীকার করিল মুন ইন্দের বচন ।
 বলিলেন ধনঞ্জয় মুনরে তখন ॥
 চলিলা কাম্যক বনে শুন তপোধন ।
 ভ্রাতৃ স্থানে কহিবা আমার বিবরণ ॥
 আপনি থাকিয়া তুমি সর্ব পার্থে লবে ।
 যথা যে বিহিত স্থান মান করাইবে ॥
 রাক্ষস দানবগণ থাকে তীর্থস্থানে ।
 সঙ্কটে করিয়া রক্ষা সমস্ত আপনে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃতের সমান ।
 কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর ॥

সঞ্জয় মুখে পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া
 ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ।
 জিজ্ঞাসে জনমেজয় মুনরে তখন ।
 ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ ॥
 মুন বলিলেন রাজা কর অবধান ।
 অর্জুনের চরিত্র শুনিল বহু স্থান ॥
 লোকেতে অদ্ভুত রাজা অর্জুন কাহিনী ।
 ব্যাস মুখে শুনিলেন অন্ধ নৃপমণি ॥
 আশ্চর্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিলা ।
 ব্যাসের কথা অনুসারে জিজ্ঞাসা করিলা ॥
 শুনিলাম আশ্চর্য যে অর্জুন কথন ।
 তুমি কিবা সঞ্জয় জান কহ বিবরণ ॥
 সঞ্জয় বলিল রাজা আমি সব জানি ।
 অর্জুনের কথা সব অদ্ভুত কাহিনী ॥
 হেমন্ত পর্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল ।
 পাশপাত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করিলেন ॥
 কুবের বকশ যম ঘাচি দিল বর ।
 নিজ রথ দিয়া অর্গে নিল পুরন্দর ॥
 ইন্দ্র অর্জুনেতে বসিল সুরমাঝে ।
 বসাইল আদর করিয়া দেবরাজে ॥
 মনুষ্য কি ছার ঘারে দেবগণ পুজে ।
 মুনগণতাপিত বাহার তপ তেজে ॥
 বীর মধ্যে শিব সম বাহারে গণন ।
 তাহারে বৈরত করি রবে কোনজন ॥
 দিবা অস্ত্র শস্ত্র বত যযা শিকায় ।
 কত দিনে মৈত্রেয় মারি আসিবে হেথায় ॥
 এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃপমণি ।
 আশ্চর্য মানিল রাজা পার্থ কথ শুনি ॥
 তুষ্ট চুর্যোধন কাল হইল আমাকে ।
 শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িহু তার পাকে ॥
 অর্জুনের অগ্রেতে রহিবে কোন জন ।
 জৌগি করুণ রূপাচার্য্য রুদ্ধ গুরু জেণ ॥
 দৃঢ়মুষ্টি দিবা অস্ত্রে দুজ্জয় অর্জুন ।
 বিশেষ অমর বরে পূর্ণ মদা ভুগ ॥
 জৌপদীর কট্যানে অনুগ্রহ দহে ।
 অবশ্য হইবে দক্ষ নিবারণ নহে ॥
 সঞ্জয় বলিল রাজা কি বলিলা তুমি ।
 শুন কহি যেই বার্তা পাইলার আমি ॥
 বুদ্ধীতীর বনে গেল শনি নারায়ণ ।
 সেইক্ষেণে যত্নবলে করিল গমন ॥
 ধৃতিদ্রুমা ধৃতিকেন্তে কেকয় ভুপতি ।
 জ্ঞাত মাত্রে অরণ্যে আইল শীত্রগতি ॥

যুধিষ্ঠীর ভূষণ দেখিয়া ফটাচীর।
 ত্রিফল কহেন ক্রোধে কণ্ঠিত শরীর ॥
 যেহজন হেন গতি করিল ভোমার।
 রাজ্য ধন লইল অঙ্গের অলঙ্কার ॥
 সে সকল দ্রব্য ভার সহিতে জীবন।
 আনি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন ॥
 ত্রৌপদীর কেশ ধরে শূনিব প্রবণে।
 সম্ভামধ্যে উপহাস্য কৈল দুটুগণে ॥
 অগাল কুকুর মাংস আহারী সকল।
 কুকুল মাংস ভঞ্জে হবে কুতূহল ॥
 যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেখি।
 তাহু অস্ত্রে তাহার খুঁনিব ছুই আঁখি ॥
 কৃষ্ণ ভীমাজ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
 একে একে সবাই কহিল এইমত ॥
 যুধিষ্ঠীর মধ্য রাজ্য কহেন না বায়।
 কত দিন রক্ষা পান তাহার কুণায় ॥
 যুধিষ্ঠীর কহিলেন সকল প্রমাদ।
 ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান ॥
 কুব্ধ সম্ভামধ্যে আমি কহিমু নির্ণয়।
 আমার কি শক্তি তাহা খণ্ডিবার নয় ॥
 এত শুনি নির্ণয় করিয়া সর্বজন।
 প্রীতিভা করিল কুব্ধ করিতে নিধন ॥
 নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাশো গেনে সবে।
 কেমনে নৃপতি শাস্ত করিবে পাণ্ডবে ॥
 খুঁতরাষ্ট্র বলিলেন যথার্থ সঙ্গয়।
 কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শাস্ত আর নয় ॥
 যখন ধরিল দুই ত্রৌপদীর কেশে।
 তখন জানিবু বংশবৈল বিনাশে ॥
 বিধি নম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
 এ কারণে আমারে না বানেন দুর্ব্যোধান ॥
 দুর্ব্যোধান দুঃশমন দৌড়ে ছুরাচার।
 আর দুই দুই দেয় আজ্ঞা কুবিচার ॥
 আর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
 সাধুজন বচন শুনিয়া না শুনিবু ॥
 পশ্চাতে এ সব কথা করিব স্মরণ।
 এই রূপে শোক বাক্য কহিল তখন ॥
 মহাতারতের কথা জদয়ে প্রকাশ।
 পাঁচালী অবল্কে কয় কাশীরাম দাস ॥

অজ্জুন নিশ্চিত পাণ্ডব দিগের আক্ষেপ।
 হেথায় কাম্যকবনে ধর্ম্মের নন্দন।
 মৃগয়া করিয়া নিত্য গোবেন ব্রাহ্মণ ॥

পূর্বের রাজ্য যুধিষ্ঠীর নামে বুকোদয়।
 উত্তর পশ্চিমে দুই মাসীর কোডর ॥
 মৃগয়া করিয়া আমি দেন কৃষ্ণ স্থান।
 ত্রৌপদী জননী প্রায় ভুঞ্জান ব্রাহ্মণে ॥
 সহস্র সহস্র ছিজ সবে ভুঞ্জি যান।
 স্বামিগণে ভুঞ্জিয়া পাছে কৃষ্ণ খান ॥
 হেনমতে সেই বনে অজ্জুন বিহনে।
 পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণ সহ ভাই চারিজন ॥
 এক দিন একান্তে বাসিয়া সর্বজনে।
 শোকেতে আকুল চিত্ত স্মরিয়া অজ্জনে।
 চারি ভাই কৃষ্ণ সহ কালেক্সন মঘনে।
 জলধার বহে মদ্য যুগল নয়নে ॥
 রোমন মদ্যরি ভীম কহিল। রাজ্যারে।
 পার্থের বিচ্ছেদ ভাপ না সহে শরীরে ॥
 পার্থের যতেক শূণ প্রাশংসে সংসারে।
 বহুমত শূণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে ॥
 ভোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর।
 না জানি যে কোন বনে গিয়াছে সস্তর ॥
 শোক দুখে গেল সে অগম্য অগম্বল।
 বহু দিন তাহার না জানিবু কুশল ॥
 বন মধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
 প্রীতমাত্র প্রাণ আনি ছাড়িব দিশ্চয় ॥
 কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেন আর যদুগণ।
 পঞ্চাল দেশেতে যত পঞ্চাল নন্দন ॥
 সবে প্রাণ নিবে রাজ্য অজ্জুন বিহনে।
 পার্থ বিনা এ শরীর ধরিব কেমনে ॥
 যত কর্ম্ম কৈল খুঁতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
 অন্য জন চৈল প্রাণ ত্যজিত তৎক্ষণ ॥
 কণেকে মারিতে পারি ঘণ তে না মরি।
 যেই ভাই তেজে রাজ্য হেন মনে করি ॥
 ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভ্রাতার তেজে।
 ভৃত্য প্রায় খাটাইল যত মহারাজে ॥
 তব পাশা ক্রৌড়া হেতু শুন মহারাজ।
 ভাই ভাই ঠাকৈ হই বনমাঝ ॥
 অধর্ম্ম করিলা রাজ্য ধর্ম্ম না বুঝিলা।
 ক্ষত্রধর্ম্ম রাজ্য রক্ষা সে পক্ষ ত্যজিলা ॥
 এখন সদয় হেরা কমলী কোরবে।
 ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মারিবে ॥
 তবে কেন দুঃখেরে এফল ফলা করি।
 বনে কষ্ট দুঃখ পাই তাহারে না মারি ॥
 যদি কদাচিত পাণ্ডাভাতি বধে হয়।
 বজ্রদান করিলা খণ্ডিব মহাশয় ॥

নতুবা এ বনবাস করিব তখন ।
 অথো বরি শক্রগণে করিব নিধন ।
 কপটে কপটি মারি পাণ্ড নাহি ভায় ।
 আজ্ঞা কর দুত গিয়া আনে যদুরার ॥
 জগন্নাথে সাথে করি মারি কুককুল ।
 যথা ক্রুদ্ধ তথা অরু কিসের অজ্ঞতুল ॥
 এত শুনি ভীষ্মেন করিল হৃদন ।
 শাস্ত করি কহিলেন মধুর বচন ॥
 যে কহিল রুকোত্তর সকল প্রমাদ ।
 কিসের আপদ যার মথা তগবান ॥
 কিন্তু ছেন বেদবাণী মুনিগণে কয় ।
 যথা ক্রুদ্ধ তথা ধর্ম্য তথায় বিজয় ।
 অখন্দি লোকের ক্রুদ্ধ সহায় না হয় ।
 জাই বন্ধু বহু ভাঙা কেহ কিছু নয় ॥
 ছেন ধর্ম্য না আচর অধর্ম্য করিল ।
 না পাবে গোবিন্দ সখা আগি আনি ভালে
 অবশ্য মারিবে তুবি কোঁরব দূরন্তে ;
 একগণে নহিবে দ্রোণাশ বৎসরাষ্টে ॥
 যে নিয়ম করিলা খল্লাইতে নারি ।
 নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সর্ব অরি ॥
 ছেনমতে প্রতাপকথোপকথন ।
 ছেনকালে বৃহদশ্ব মিলা মরশন ॥
 যথোচিত পুঞ্জিলেন পাণ্ড র মন্দন ।
 বসিবারে ছেন আনি শুদ্ধ কুশাসন ॥
 শান্ত হয়ে মুনিবাজ বসিল তখন ।
 যুধিষ্ঠির কহিল আপন বিধান ॥
 মহাভারতের তথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

.....

নল রাজার উপাখ্যান ।
 যুধিষ্ঠির বলিলেন মুনি অবধান ।
 আমার দুখের কথা নাহি পরিমাণ ॥
 কপটে সকল মম নিল রাজ্য ধন ।
 জটীচীর পরাইল পাঠাইল বন ॥
 বত ক্রেশে দুখে আমি বাঞ্ছিতেছি ভায় ।
 রাজ পুত্র হয়ে এত দুখ নাহি পায় ॥
 রাজার বচন শুনি হাসি মুনিবর ।
 কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিলা উত্তর ॥
 কি দুখ তোমার রাজ্য অরণ্য ভিতর ।
 ইন্দ্র যম সম তোমা সঙ্গে সহোদর ॥
 ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত ।
 দাস দাসী আর বত তব অঙ্গুষ্ঠ ॥

এই হেতু দুখ রাজ্য না দেখি তোমারি ।
 তোমা হৈতে নল দুখ পাইল অপার ॥
 এত শুনি জিজ্ঞাসেন হস্তের মন্দন ।
 কহ শুনি মুনিবাজ নল বিবরণ ॥
 রাজপুত্র হয়ে আনি সমান দুখিত ।
 অবশ্য শুনিতে হল তাঁহার চরিত ॥
 কহ শুনি মুনিবাজ তাহার কথন ।
 কোন দেশে ঘর তার কাহার নন্দন ॥
 বৃহদশ্ব বলিলেন ধর্ম্যের মন্দন ।
 তোমা হৈতে বড় দুখী নৈমধ্য রাজন ॥
 নল মাগে মরণ ত বীরসেন সূত ।
 ইন্দ্রের সদৃশ রাজ্য মহাপ্রণ যুত ॥
 রূপেতে কন্দর্প তুলা অতি জিতেজিয় ।
 যশস্বী তেজস্বী ধীর অফে বড় জিয় ॥
 নৈমধ্য রাজ্যেতে নল মহাপ্রণবান ।
 বিবর্তেতে ভীম রাজ্য তাহার সমান ॥
 বংশের কারণ রাজ্য বড় চিন্তা মন ।
 কত দিনে আছিলেন মহর্ষি মন্দন ॥
 পুত্র হেতু ভার্য্যা সহ তাহারে পুঞ্জিল ।
 ছত্র হয়ে মুনি তারে এই বর দিল ॥
 রূপেতে সংসার নারী করিবে মন্দন ।
 দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় মূলফল ॥
 দমনের বরে কন্যা হৈল দময়ন্তী ।
 যক্ষ রক্ষ দেব নরে না দেখি সে কান্তি ॥
 না হবে সমান রূপে গুণে লক্ষ্মীসম ॥
 নলের কারণে হৈল অতি নিকপমা ।
 সমান বয়স্কা সঙ্গে শত সখীগণ ।
 দময়ন্তী নিকটে থাকিলে অনুক্ষণ ॥
 দময়ন্তী মাঝাতে যত্নে সখীগণ ।
 নিরবধি বাথানে নলের রূপগুণ ॥
 নলের চরিত্র শুনি ভীমের নিকিনী ।
 কাম দাবানলে রক্ষ বেমন হরিনী ॥
 দময়ন্তী গুণ নল শুনি লোকমুখে ।
 সদাই অস্থির শরশর বাজে বৃকে ॥
 দময়ন্তী চিন্তাতে নলের মগ্ন মন ।
 কত দিনে দেখিলেন দৈবের ঘটন ॥
 অশ্রুপূর উন্মাদনে বিরহে দুখমত ।
 জলতটে হংস এক দেখে নরগতি ॥
 নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তথায় ।
 রাজ্য প্রাতি বলে হংস বিনয় বচন ॥
 ছাড়হ আমারে রাজ্য না কর নিধন ।
 বরিব তোমার প্রীতি চিন্তা যে কারণ ॥

ভব অনুরূপ রূপ ভীমের নন্দিনী ।
তার সহ মিলন করাব নৃপমনি ॥
এতক শুনিয়া তবে হংসে ছাড়ি রায় ।
অস্তবীক্ষে গতি পক্ষী বিদভেতে যায় ॥
অন্তপুরে মধ্যে যথা সরোবর ছিল ।
সেই স্থানে গিয়া হংস দেখিতে লাগিল ।
সেইকালে দময়ন্তী সচ্চরী সনে ।
পুষ্প ভুলিবার ছলে আইল সে স্থানে ॥
সরোবর মধ্যে হংস দেখি রূপবতী ।
ধরিবার মানসে চলিল শীঘ্রগতি ।
চতুর্দিকে বেড়ি হংসে ধরিল জ্র গণে ।
বৈদভীরে কহে হংস মনুষ্য বচন ॥
নৈবধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি ।
অগ্নিনীকুমার রূপে নিন্দে মহামতি ॥
নরলোকে না দেখি তাহার রূপ গুণে ।
করাইব দিলন তোমারে তার সনে ॥
যদি জাগো থাকে তব তর্ভা হবে নল ।
তোমার যৌবন রূপ হইবে সফল ॥
সার্থক হইবে রূপ শুনহ বচন ।
নল ভূপতির বনি করহ বরণ ॥
শুনিয়া ভীমের কন্যা আনন্দে পড়িল ।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে শৃঙ্গিল ॥
নল নৃপতির আমি করিব বরণ ।
এত বলি হংসে পাঠ ন সেইক্ষণে ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর ।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন চিত্ত হৈল নরবর ॥
যে হইতে হংস ভাষা বৈদভী শুনিল ।
নলের ভাবনা করি সকল তাজিল ॥
বিবর্ণ বদন কুরি সন্মানে নিশ্বাস ।
তাজিলা আহার আর সদা হাসভাব ॥
দময়ন্তী দুখ দেখি সর্ব সখীগণ ।
ভীম নরপতির করিল নিবেদন ॥
শুনিয়া ভূপতি বড় হইল চিন্তিত ।
কোন হেতু দময়ন্তী হইল দুখিত ।
মহাদেবী বলিলেন দেখ নরবর ।
যুবতী হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর ॥
শুনিয়া বিদভ পতি উদ্যোগী হইল ।
রাজ্যে রাজ্যে ছুত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল ॥
দেশে দেশে বার্তা পান যত রাজগণ ।
বিদভ নগরে সবে করিলা গমন ॥
হয় হস্তী পদাভিকে পুরিল মেঘিনী ।
বার্তা মতে আইল যতক নৃপমনি ॥

বিদভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল নৃপবর ॥
সহাতা তের কথা অমৃত মনান ।
কাশীদাস কহে সধা শূনে পুণ্যবান ॥

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ।

দময়ন্তী স্বয়ম্বর শুনিয়া সময় ।
পুরাতন রুবি যান আমার আলয় ॥
যথোচিত বিশানে পূজিলা সুরেশ্বর ॥
জিজ্ঞাসিলা কোথায় আছিল মুনবর ॥
রুবি বলিলেন ছিনু পৃথিবীমণ্ডল ।
দেখিনু আশ্চর্য্য তথা শূন আখণ্ডল ॥
বিদভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নাম ।
দেব বক নাগ নরে দিতে নারে সীমা ॥
হইয়াছে রূপেতে শোভিত তুমুল ।
চন্দ্র যত্ন হৈল দেখি বদন কমল ॥
ভীম রাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর ।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতক নরবর ॥
দময়ন্তী রূপ গুণ শুনিয়া প্রবণে ।
নিমন্ত্রণে গেল কেহ বিনা নিমন্ত্রণে ॥
নারদের বচন শুনিয়া দেবগণ ।
দময়ন্তী রূপে মত্ত হৈল সর্বজন ॥
দময়ন্তী প্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ ।
স্বয়ম্বর স্থানে সবে করিল গমন ॥
পৃথিবীমণ্ডলে যত রাজ্য রাজেশ্বর ।
অহনিশি আসিতেছে বিদভ নগর ॥
সমেনো চলিল সব পায়ে নিমন্ত্রণ ।
পথ নল সহ ভেট হৈল দেবগণ ।
দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর ।
দময়ন্তী বাঞ্ছা ভাগ করিল অমর ॥
এর দেখি ওনো না বরিবে কদাচন ।
এত চিন্তি নল প্রতি বলিলা বচন ॥
সধু সর্ব গুণাশ্রয় তুমি মহারাজ ।
সহায় হইয়া তুমি কর এই কায ॥
কৃতজ্ঞালি বলিলেন নৈবধনন্দন ।
কে তোমারা আমি কি করিব প্রয়োজন ॥
পারিচয় দিলা ইচ্ছা আর বৈখানর ।
শমন বকণ সহ অনেক জমর ॥
সবে আসিয়াছে দময়ন্তী ভবিবারে ।
সবাকার ছুত হয়ে যাও রাজপুরে ॥
কি বলে বৈদভী জানি আইস সত্বরে ।
নলেরে এতক বাকা বহিল অমরে ॥

রাজা বলিলেন তবে খাইতেছি আমি ।
 কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে তুমি ॥
 রক্ষকেরা পুররক্ষা করয়ে যতনে ।
 এ বেশে পুরুষ আমি বাইব কেমনে ॥
 দেবগণ বলিলেন দৈবের প্রভাবে ।
 না হবে বারণ তুমি অলঙ্কতে যাবে ॥
 দেবগণ বাক্য মল করিয়া স্বীকার ।
 চলিয়া গেলেন সময়স্তীর আগার ॥
 সমীপে মধ্যে সময়স্তীরে দেখিল ।
 দেখিয়া তাঁহার রূপ অজ্ঞান হইল ॥
 অতি শুকুমার রূপা অনঙ্গমোহিনী ।
 কুশোদরা মনোহরা বিশাললোচনী ॥
 পূর্বে হংস মুখে রাজা বসেত শূনিল ।
 সত্য সত্য বলিতাহা সকল মানিল ॥
 নল দেখি সময়স্তীর চিত্রা চমকিত ।
 কেবা এ পুরুষ ছেথা হৈল উগনীত ॥
 ইন্দ্র কিবা কামদেব অশ্বিনীকুমার ।
 খন্য দাতা হেন রূপ স্বপ্নিল ইহার ॥
 বসিতে আসন দিতে হৃদি বিচারিল ।
 লাইস করিয়া কিছু কাহিতে না রিল ॥
 কতকণে মন্দহাসি অতি মূঢ়তাবে ।
 কে তুমি পোড়াও মোরে কন্দর্প ছত্যাশে ॥
 কেমনে আইলা এথা কেহনা দেখিল ।
 লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল ॥
 পবনাদি দেবে মম পিতাদণ্ড করে ।
 এত দুখে কি রূপে আইলা একেবারে ॥
 রজা বলিলেন আমি নল বরাননে ॥
 ছেথা আইলাম দেবগণ হুত পণে ॥
 ইন্দ্রাদি বরুণ যম পাঠান আমারে ।
 সবাচার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে ॥
 এ সব দেবের মধোয়ারে হয় মন ।
 আজ্ঞা কর তাঁরে গিয়া করি নিবেদন ॥
 এই হেতু তব পুরে করি আগমন ।
 দেবের প্রভাবে না দেখিল কোন জন ॥
 কন্যা বলিলেন দেব বন্ধিত সবার ।
 এ কারণে তা সবারে মম নমস্কার ॥
 নিষ্কল ছেয়ায় আসিবেন দেবগণ ।
 পূর্বে নল জপতিবে করেছি বরণ ॥
 হংসমুখে পূর্বে আমি বরেছি তোমার ।
 কেমনে আমারে ভাগ্য কর নৃপ রায় ॥
 কায়মনোবাক্য রাজা তুমি মম পতি ।
 তোমা কিন্ন বিষ অগ্নিজেলে মম গতি ॥

নল বলিলেন দেবে পুজে সর্বজন ।
 তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যাঁর দরশন ॥
 মুহূর্ত্তেকে জ্বলন্ত বিনাশিতে পারে ।
 হেন দেব বাঞ্ছে তোমা ভাজ কেন তাঁরে ॥
 ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য মানব মর্দন ।
 ত্রৈলোক্য উপরে যাঁর প্রভু হুগণন ॥
 শরীর সমান হবে যাঁহারে বরিলে ।
 হেন দেব ভাজি কেন মনুষ্য ধরিলে ॥
 দিকপাল বৈশ্বানর সবাচার গতি ।
 যাঁর জগদে মুহূর্ত্তেকে তম্য বসুধা ॥
 বরুণ হে জলেশ্বর নর অন্তকারী ।
 কেমনে বরিবা অন্যে তাঁকে পরিহরি ॥
 কন্যা বলিলেন অনে, নাহি প্রয়োজন ।
 তুমি ভর্তা তুমি কর্তা করিছ বরণ ॥
 শুভকার্যে বিলম্ব না কর মহাশক্তি ।
 গলে বালা দিতে রাজা কর অনুমতি ॥
 নল বলিলেন ইহা নিতান্ত অশ্রম্য ।
 দুত হয়ে কেমনে করিব হেন কর্ম ॥
 এত শুনি বৈদম্বীর বিহগ-বদন ।
 দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ণ করয়ে রোদন ॥
 পুনঃ বলিলেন কন্যা চিহ্নিয়া উপায় ।
 বরব তোমারে দোষ নাহিবে তোমার ॥
 দেবগণ সহ তুমি থাক স্বয়ম্বর ।
 তা সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে ॥
 এত শুনি নলরাজা করিল গমন ।
 দেবগণে সকল করিল নিবেদন ॥
 কেহ মানা না করিল দেব অহুত্রেহে ।
 দেখিলাম সে কন্যারে অশ্রুপূর্ণ গৃহে ॥
 কহিলাম সবাচার যে সব সন্দেশ ।
 প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিতব বিশেষ ॥
 কারে না চাহিয়া কন্যা আশারে চাহিল ।
 আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল ॥
 দেবগণ মণ্ডে থাক স্বয়ম্বর স্থানে ।
 ভোমারে বরিব তা সবার বিদ্যমানে ॥
 দৈবভীর নিন্ত বুঝা দেবগণ ।
 নলের সমান বেশ হৈল সর্বজন ॥
 এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি ।
 স্বয়ম্বর স্থানেতে গেলেন শীঘ্রগতি ॥
 মহাভারতের কথা অন্ত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান ॥

নল দময়ন্তী বিবাহ।

স্বয়ম্বরে আইল যতেক দেবগণ।
 যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্বজন ॥
 কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
 বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাংকার ॥
 সিংহদ্রৌব গজকর্ণে গমনে লিঙ্গুজ।
 পঞ্চমুখে ভূদ্রঙ্গ শৃঙ্গ সর্ব ভুজ ॥
 বিদভ ভূপতি পরে শুভক্ষণ মিলে।
 দময়ন্তী আনা ইল সভা বিদ্যমান ॥
 দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
 দৃষ্টান্ত হরিলেক সবাংকার মন ॥
 যত যত মহারাজ আছিল। সভায়।
 চিত্তের পুস্তলি প্রায় এক দৃষ্টে চায় ॥
 নল বিনা দময়ন্তীর অন্য নাহি মন।
 কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ ॥
 এক স্থানে দেখে ঠৈনো সতীর ভিতর।
 নলের আকার পঞ্চ পুঙ্খ সুন্দর ॥
 ভিন্ন বর্ণ নলের না হয় কিছু তেজ।
 দেখে দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ ॥
 পঞ্চ নল দেখিতেছি বরিব কাহারে।
 হনয়ে করিল চিন্তা বাঞ্চল আমারে ॥
 দেব লিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয়।
 দেব মায়। বলে কিছু সেও ব্যক্ত নয় ॥
 উপায় না দেখি ঠৈনো বিচারিল মনে।
 কর যোড়ে স্তবন করিল দেবগণে ॥
 তোমরা হে অশ্রুযামী জানহ সকলে।
 পূর্বক হংস মুখে আমি ঘরিয়ছি নলে ॥
 প্রসন্ন হইয়া মোরে হবে দেও বর।
 জ্ঞাত হয়ে পাই আমি আপন দেহুর ॥
 সত্যতে সংসার বস্ত্রে আমি যদি সভী।
 তোমা সভা মধ্যেতে চিনিব নিজ পতি ॥
 বৈদভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ।
 আপন পাপন চিহ্ন করান দর্শন ॥
 অনিষিৎ নয়ন যেতামু হীন কায়।
 অন্নান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গ ছায়।
 বৈদভী আনিলা তবে এ চারি অমর।
 নল নরপতি দেখে ভূমির উপর ॥
 হুট হয়ে শীত্ৰগতি মালা দিল গলে।
 সাধু দেবতা গন্ধর্ব লোকে বলে ॥
 তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
 কন্যা প্রতি বলিলেন আশ্বাস করিয়া ॥

যাবৎ শরীর মম থাকিবেক প্রাণ।
 তাবৎ পরিব তোমা প্রাণের সমান ॥
 নলেরে বৈদভী হবে করিল বরণ।
 দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ ॥
 তুচ্ছ হয়ে ইষ্ট বর দিল চারি জন।
 অলঙ্কিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন ॥
 অমৃত দিলেন তাঁরে জলের ঈশ্বর।
 যথায় চাহিবা জল পাবে নরবর ॥
 অগ্নি বলিলেন যাহা করিবা রন্ধন।
 বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে তত্তফন ॥
 প্রাণিবধ বিদ্যা দিল হুঁহোর নন্দন।
 অস্ত্রপুত ধনুঃ দিয়া করিল গমন ॥
 নিবর্তিয়া স্বয়ম্বর সবে গেল ঘর।
 দময়ন্তী লয়ে গেল নল নরবর ॥
 দময়ন্তী বিনা রাজা অন্য নাহি মতি।
 কুতূহলে ক্রীড়াতে যেমন কাম রতি ॥
 বহু যজ্ঞ করিলা করিলা বহু দান।
 পূণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান ॥
 মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
 অরণ্যকে কাশী কয় নলের চরিত্র ॥
 নলের শরীরে কলি প্রবেশ।

স্বয়ম্বর নিবর্তিয়া যান দেবগণ।
 পথেতে দাগর কলি ভেটে ছুই জন ॥
 জিজ্ঞাসিল দুই জনে যাবে কোন পুরে।
 কলি বলে যাইব বৈদভী স্বয়ম্বরে ॥
 সে কনার রূপ গুণ শুনিয়া অবগে।
 প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুই জনে ॥
 আসি ইন্দ্র বলিলা নিবর্তি স্বয়ম্বর।
 নলেরে বরিল কন্যা সতীর ভিতর ॥
 এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার।
 দেবদাসী ভ্যজিয়া বরিহ নর ছার ॥
 এই হেতু নগ্ন আমি করিব তাহারে।
 প্রতিজ্ঞা করিহু আজি তোমার গোচরে ॥
 দেবেরা বলিল তার দোষ নাহি তিলে।
 আমা সবাংকার বাক্যে বরিলেক নলে ॥
 নলের চরিত্র কিছু কথা নাহি যায়।
 সংসারের যত গুণ বর্ণিয়াছে তায় ॥
 সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেক।
 পৃথিবীতে ক্রমা ছিল চন্দ্র ছিল চাক ॥
 সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয়।
 যজ্ঞ সভা তুণ্ড দেব যাহার আশ্রয় ॥

সভারতী মুখপ্রতিজ্ঞ তপা শৌচ দানী ।
 আশা সবাকার শাখা নলরে বখানি ।
 হেন নলে দুখদাতা হবে সেই জন ।
 মজ্জিবেক বিপুল দুখেতে তার মন ॥
 এত বলি দেবগণ করিল গমন ।
 কলি আর দ্বাপর চিন্তায় মনে মন ॥
 যত স্থগ নলের বলিল সুরপতি ।
 হেন জনে দণ্ড দিলে হবে মন্দ গতি ॥
 কলি বলে তুমি মন হইবে সহায় ।
 যেমন দৃষ্টিব মনে করিব উপায় ॥
 রাজ্যত্রয় করিব বিচ্ছেদ ছুই জনে ।
 পাশায় করিয়া মত্ত নৈষধ রাজনে ॥
 অক্ষপাণী হবে তুমি সহায় আহার ।
 কলিবাণ্য দ্বাপর করিল অঙ্গীকার ॥
 এতেক বিচারি দৌহে করয়ে গমন ।
 নলের সহিতে কলি থাকে অনুগণ ॥
 নৃপতির পাণ ছিন্ন চাহে নিরস্তর ।
 হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর ॥
 এক দিন নরপতি সক্ষার কারণ
 অস্ত্রা শৌচ কৈল পদভ্রম হৈল মন ॥
 ছিন্ন পায়ে প্রবেশ করিল কলি দেহে ।
 বিজ্ঞ বুদ্ধি হীন হৈল রাজা রাজগৃহে ॥
 পুঙ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর ।
 তাহার সদনে কলি চলিল সত্তর ॥
 কলি বলে অবধান করহ পুঙ্কর ।
 বৈভব বাঞ্ছিয়া যদি মম বাক্য ধর ॥
 নলের সহিতে পাশা খেল গিয়া ভূমি ।
 সহায় হইয়া সবে জিনাইব আমি ॥
 কলির আশ্বাস পায় পুঙ্কর চলিল ।
 খেলাব দেবল বলি নলে বার্তা দিল ॥
 এতেক শুনিয়া নল পুঙ্করের দস্ত ।
 অইঙ্কারে কণেক না করিল বিলম্ব ॥
 পণ করি খোলতে লাগিল ছুই জন ।
 হিরণ্য বিবিধ ধন রজত কাঞ্চন ॥
 পুঙ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে ।
 না হয় অন্যথা সেই বাহা মাগে যবে ॥
 করিলেন পুন ক্রোধে পণ রাজা নল ।
 যতিচর হইল না বুঝি মায়াবল ॥
 সুদন বান্ধব যস্ত্রা যত পৌরজন ।
 কারশক্তি মহিল করিতে নিবারণ ॥
 তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া ।
 দয়মন্তী স্থানে সবে জ্ঞানাইল গিয়া ॥

মহাদুখ উৎপাত আনিল নরপতি ।
 কর গিয়া অপান নিবর্ত্ত ভূমি সতী ॥
 এত শুনি দয়মন্তী বিবশ্ব বদন ।
 অতি শীঘ্র ভূপ স্থানে করিল গমন ॥
 রাজারে বলয়ে তৈম্বী বিনয় বচন ।
 মস্ত্রিমহ দ্বারে আছে যত বন্ধুগণ ॥
 আজ্ঞা কর সবে আসি কক্ষ দর্শন ।
 ত্যজহ দেবন রাজা রাজ্যে দেহ মন ॥
 কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি বুঝি বাণী ।
 মাথা তুলি তৈম্বীরে না চাছিল আপনি ॥
 পুন পুন বলি তৈম্বী বারিতে নারিল ।
 জ্ঞানহত হৈল রাজা নিশ্চয় আনিল ॥
 নিজ নিজ গৃহে তবে গেল পুরজন ।
 অন্তপুটে গেল তৈম্বী করিয়া রোদন ।
 হেনমতে নলরাজা খেলি বহু দিন ।
 ক্রমে ক্রমে সকল বৈভব হৈল হীন ॥
 অক্ষ বিনা নলের না হয় অন্য মন ।
 সকল ভাতিয়া খেলা রত অহঙ্কণ ॥
 দেখিয়া বৈদ্য নরম আতঙ্ক পাইল ।
 বৃহৎসেনা নামে খাত্তী ডাকিয়া আনিল ॥
 শীঘ্র আন বাক্ষয়ক সারথি ডাকিয়া ।
 আজ্ঞামাত্র গেল খাত্তী উজ্জিত করিয়া ॥
 সেটঙ্কণে আইল সারথি বিচক্ষণ ।
 সারথি দেখিয়া তৈম্বী বলয়ে বচন ॥
 সর্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন ।
 এই মহাপাপে ভূমি করহ তারণ ॥
 ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা ।
 মম জ্ঞাতি গৃহে রাখি আইস দুজন ॥
 বিলম্ব না কর যথ আন শীত্রগতি ।
 আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি ॥
 রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী ।
 মুহূর্ত্তকে উত্তরিল কুণ্ডিননগরী ॥
 রথ অস্থ সহিতে থুইয়া রাজপুরে ।
 পুন গেল বাক্ষয়ক নৈষধ নগরে ॥
 পূণ্যকথা ভারতের শুনে পূণ্যবান ।
 কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান ॥

নলের বনে গমন ও দয়মন্তী ত্যাগ ।
 পুঙ্করের সহপাশা খেলি রাজা নল ।
 ক্রমে ক্রমে রাজা ধন হারিল সকল ॥
 বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার ।
 সকলি হারিল রাজা কিছু নাহি আর ॥

হাসিয়া পুঙ্কর তবে বলিল বচন।
 খেলিবে কি আছে আর শৌভ্র কর পণ ॥
 অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর ॥
 রাণী নয়ন্তী পণ কর এইবার ॥
 এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন।
 কহিতে না হয় শত্রু বিষয় বচন।
 তবে রাজা বস্ত্র রত্ন বে ছিল শরীরে।
 বাহির করিয়া সব দিলেন পুঙ্করে ॥
 এক বস্ত্র পরিধানে বাহির হইল।
 অন্তপুর থাকি তাহা বৈদভী শুনিল ॥
 অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
 চলিল রাজার সহ একবস্ত্র হইয়া ॥
 আজ্ঞা দিল পুঙ্কর আপন অনুচরে।
 এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে ॥
 নল রাজা যাইবেন মমিকটে যায়।
 নলেবে রাখিলে তার সবংশে সংহার ॥
 আজ্ঞা মাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানাইল চর।
 রাজ্ঞা আজ্ঞা শুনিয়া লোকের হৈল ডর ॥
 তিন দিন ছিলা নল নগর তিতর।
 রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর ॥
 কে করে জিজ্ঞাসা তাঁরে মা যায় নগর ॥
 ক্ষুধায় তৃণায় নল গেলা নদীতটে ॥
 তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
 তার পরে বনমধ্যে কহিল প্রয়াণ ॥
 পাছু পাছু নয়ন্তী করিল গমন ॥
 প্রবেশিল অরণ্যের মধ্যে দুই জন ॥
 বহু দিন ক্ষুধা তৃণা শরীর পীড়িত।
 বনমধ্যে পক্ষী দেখে আচম্বিত।
 পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন।
 মাংস ভক্ষ্য পক্ষী বেছি পাব বহু ধন ॥
 ধরিবার উপায় চিন্তিলা মনেরন।
 পক্ষীর উপরে কেলে বিদ্ধন বসন ॥
 বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
 আকাশে উড়িয়া চলে যায় মতিভ্রম ॥
 সর্বনাশ কৈল অক্ষ ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
 আমি কলি দ্বাপর বলিয়া একে জ্ঞান ॥
 আমি সব এড়ি ভৈরবী বরিল ভোবারে।
 তাহার উচিত ফল দিলাম এবারে ॥
 এত শুনি ভৈরবী প্রতি বলিলেন নলে ॥
 যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে ॥
 অঙ্গে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল।
 বিষয় আমার প্রিয়ে জ্ঞানহত হৈল।

এখন যে বলি শুন তাহার কারণে ॥
 এই যে দেখেছ পথ বাইতে দক্ষিণে ॥
 অবন্তী নগরে লোক যায় এই পথে ॥
 এই যে দেখেছ পথ কোশলা বাইতে ॥
 এই পথে যাও প্রিয়ে বিদভ নগরে।
 শুনিয়া হইলা ভৈরবী কাম্পিতা অন্তরে ॥
 কহিলেন রোদন করিয়া রাজা প্রতি।
 তব বাক্য শুনি মম হৃদয় নহে মতি ॥
 রাজ্য নাশ বনবাস বিবস্ত্র হইলা।
 ক্ষুধা তৃণা মহাদুখ সাগরে ডুবিলা ॥
 সব পাসরিবা আমি থাকিলে সংহতি ॥
 আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি ॥
 ভার্যা পরিহীন রাজা নাহি সুখ লেশ ॥
 আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্রেশ ॥
 নল বলিলেন সত্য যতেক কহিলে ॥
 ভার্যা সম মিত্র আর নাহি ক্ষতিতলে ॥
 ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন ॥
 তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন ॥
 ভৈরবী বলিলেন বনি ত্যাগ না করিবা ॥
 বিদভের পথ কেন দেখাইয়া দিবা ॥
 এই হেতু শকা মম হতেছে রাজন।
 তোমা ছাড়ি গেলে মম নিশ্চয় মরণ ॥
 এক বাক্য বলি রাজা বনি লয়ে মনে।
 বিদভ নগরে চল যাই দুইজনে ॥
 ভোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত।
 পুজিবেন দেব ভূলা তোমার বিহিত ॥
 নল বলিলেন নহে যাবার সময় ॥
 এ বেশে কুটুম্ব গৃহে উচিত না হয় ॥
 আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে ॥
 তব গিতুগৃহে যাই চতুরঙ্গ দলে ॥
 এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক ॥
 হইবে বৈরীর হর্ষ সুহৃদের শৌক ॥
 পরম বজ্র গৃহে যাব যদি নীন ॥
 শত্রু সম হইলেও হয় মান হীন ॥
 অনাহারে থাকি ভগ করিব কাননে ॥
 দুখী হইয়া বন্ধুগৃহে না যাব কখনে ॥
 তবে পুন পুন ভৈরবী অনেক কহল ॥
 না শুনিল নল রাজা নিশ্চয় জানিল ॥
 যেই বস্ত্র ছিল ভৈরবী করিয়া পিদ্ধন ॥
 সেই বস্ত্র মারিয়া পরিলা দুইজন ॥
 ছাড়িয়া যাবেন আমি ভয় করি মনে ॥
 এক বস্ত্র উভয়ে পরিল সেইকণে ॥

বেগেতে চলিতে নারে যান ধীরে ধীরে ।
 ক্ষুধা তক্ষা দহে দৌড়ে ছুইল শরীরে ॥
 দিব্য এক স্থান রাজা দেখিল কাননে ।
 পরিপূর্ণ হইয়া শুইল দুই জনে ॥
 আঁকাড়ি করিয়া তৈম্বী বরিয়া রাজারে ।
 পাঁচুে স্বামী যান ছাড়ি সত্য অন্তরে ॥
 একে মুকুমারী বহুদিন নিরাহারী ।
 নিত্ৰা মাত্র দময়ন্তী হৈল জ্ঞানহারী ॥
 দুখে সন্তাপিত নল নিত্ৰা নাহি যায় ।
 মনে বিচারিল দেখি বৈদম্বী নিত্ৰায় ॥
 এ ঘোর অরণ্যে তৈম্বী সঙ্গে যদি থাকে ।
 মন দুখে নিত্য নিত্য যজিবক শোকে ॥
 আমারে না দেখে কোন পথিক সংহতি ।
 ক্রমে ক্রমে বাইবেক পিড়ার বসতি ॥
 এ দুখ সমুদ্র তটেতে হইবে মোচন ।
 আমিও একক টেলে যাব যথা বন ॥
 একাকী রাখিয়া যাব ঘোর বনস্থল ।
 সেও ভয় নাহি কেহ করিবে না বল ॥
 উপনিষদী পত্রিত্রতা একান্তা আনাতে ।
 ইহাকে করিতে বল নাহি ত্রিঅগতে ॥
 কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান ।
 দময়ন্তী ত্যজিতে করিল অনুমান ॥
 এক বস্ত্র আচ্ছাদন দৌড়াকার কায় ।
 চিন্তিলেন কি করিব ইহার উপায় ॥
 পাঁচুে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন ।
 ভাবিত হইল বড় কি করি এখন ।
 কেমনে ত্যজিব আমি এক বস্ত্র পরা ।
 শরীরে আছিল কলি রাগে দেহ গুরা ॥
 জানিয়া রাজার মন কলি ধড়রূপ ॥
 সমুখে হেরিয়া খড়্গা হরষিত ভূপ ॥
 অস্ত্র লয়ে পরাবস্ত্র ছেদন করিল ।
 মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল ॥
 ধীরে ধীরে তথা হৈতে গমন করিল ।
 কত দূর হৈতে পুন বাহুড়ি আইল ॥
 দেখিল বৈত নিত্ৰা যায় অচেতন ।
 ব্যাকুল হইয়া গরে করয়ে ক্রন্দন ॥
 সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে ।
 কি গতি হইবে প্রিয়ে আশীর বিহনে ॥
 হে মূৰ্খ্য পবন চক্ষু বনের দেবতা ।
 তোমরা মুরগা কর আমার বনিতা ॥
 এত বলি নরপতি করিল গমন ।
 পুন কত দূর হৈতে ফিরিল রাজন ॥

কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুই দিকে গন
 ভাষণে ঘেহ ছাড়িতে না পারিল তখন ॥
 দময়ন্তী দুখ দুখী কহিল অন্তরে ।
 অনাথা করিয়া প্রিয়ে বাইব তোমারে ।
 পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন ।
 দেখিব তোমারে নহে এই দরশন ॥
 এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয় ।
 পাঁচুে দময়ন্তী জাগে পুন হৈল ভয় ॥
 অতি বেগে চলিয়া বাইতে সেইকণ ।
 প্রবেশ করিল গির্য নিজ্ঞন কানন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 প্রবেশে পরম দুখ জন্মে দিবা জ্ঞান ॥
 ঘোর দুখে তরে লোক যাহার প্রবেশে ।
 অরণ্যক মলখান কাশীদাস ভণে ॥
 দময়ন্তীর স্রবাহ নগরে সৈরিন্দী
 বেশে স্থতি ।

কতক্ষণে দময়ন্তী নিত্ৰা অবশেষে ।
 নিত্ৰাভিঙ্গে দেখিলেন আমি নাহি পাশে ॥
 মুচ্ছিতা হইয়া তৈম্বী ভূমিতলে পড়ি ।
 ধূলায় ধূসর হইয়া যান গড়াগড়ি ॥
 উঠিয়া মঘনে চতুর্দিকে চায় রড়ে ।
 প্রাণনাথ বলি উঠেদ্বারে ডাক পাড়ে ॥
 অনাথা ডাকয়ে কেন না দেও উত্তর ।
 কোন দিকে গেলে প্রভু নৈম্বধ ঈশ্বর ॥
 কোন দোবে দোঘী আমি নাহি ভর পায় ।
 তবে কেন আমারে ত্যজিল মতাকার ॥
 ধার্মিক বলিয়া তোমার কহে সর্বলোকে ।
 তবে কেন নিত্ৰিতা ছাড়িয়া গেলে যোকে ॥
 লোকণাল মধ্যে পূর্বে সত্য কর প্রভু ।
 শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু ॥
 সত্যবাদী হও সত্য ছাড় কি কারণ ।
 লুকায়িত আছ কোথা দেও বরশন ॥
 দুখ সিদ্ধ যথো প্রভু কেন দেও দুখ ।
 অতি শত্রু আইল নাথ দেখি ভব মুখ ॥
 ক্ষুধার্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে ।
 তৃষ্ণার্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে ।
 এত বলি বনে বনে তৈম্বী পর্যটিয়া ।
 কণে উঠে কণে বসে কণে দৌড় দিয়া ॥
 ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল ।
 লক্ষ লক্ষ চতুর্দিকে তাহার বেড়িল ॥
 আমি অহেতু তৈম্বী বনে বনে ভ্রম ।
 অকস্মাৎ সমুখে দেখিল দুজন্মে ॥

বিকট দশম তার বিকট গঞ্জন ।
 ভৈরবীয়ে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন ॥
 বিপরীত মূর্তি অহি দেখিয়া নিকটে ।
 হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে ॥
 আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন ।
 নিশ্চয় হইব কাল সপের ভঞ্জন ॥
 উর্জেষ্ট্রয়ে কান্দিলেন করি আর্তনাদ ।
 দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ ॥
 শীত্ৰগতি আসি ব্যাধ দেখি অজাগর ॥
 দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণশর ॥
 সর্প মারি মৃগায়ু জিজ্ঞাসে বৈদভীরে ।
 কে তুমি একাকী ত্রয এ কানন ঘোরে ॥
 সকল ব্রতান্ত পরে ছুরায়া শুনিল ।
 তথাচ বৈদভী রূপে আকুল হইল ।
 সংপূর্ণ চক্ৰিমা মুখ পান পয়োধর ।
 বচন অমৃত বোধ বিজ্ঞ শ্রবণশর ॥
 কামাতুর হৈয়া বায় ভৈরবী ধরিবারে ।
 ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈরবী কহিলা অন্তরে ॥
 সত্যশ শ্রু নলরাজ যদি মোর পতি ।
 নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি ॥
 এ পাণ্ডিত্য পরশিতে না পারে আমার ।
 এখন হউক ভাষ্যরাশি ছুটকায়া ॥
 এতক বলিতে ব্যাধ ভঙ্খা হয়ে যায় ।
 স্বামীর উদ্দেশে সতী চলিল দুরায় ॥
 মহাঘোর বনে গিয়া করিলা প্রবেশ ।
 নানা জাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ ॥
 সিংহ কোল ব্যাঘ্রে স্বীর্ণে কুমার ॥
 মৃগ মৃগী দেখিলেন সর্ব্বৈব মাঝুর ॥
 শল্যক নকুল গোঁধা মুষক বানর ।
 নানা জাতি গগণে পরশে ভকবর ॥
 শাল ভাল পিণালদি অশ্রু চন্দন ।
 শিমূল খজুর আম কদম্ব কাঞ্চন ॥
 আম্রাভক বতীতক কল জামলকী ।
 পলাশ ভদ্রুর তলতক হরীতকী ॥
 খদির পাণ্ডুর পিচ মত্ত কোবিদার ।
 শাকট কপিথ অশ্বথ্যা বট আর ॥
 নোলারি বদরি বিষ্ণু বহেড়া পকটি ।
 অশোক চম্পক কেন্দ্র তিস্তিক অঁটি ॥
 বাণী সব তরুগ সিঁধুর সম নদী ।
 নানা র্থতু রম্যজ্ঞান বহু রত্ন নিধি ॥
 যত যত দেখিলেন অন্যে নাহি মন ।
 স্বামী অশ্বেষণে ভ্রমে গহন কানন ॥

যারে দৃষ্ট করিছেন জিজ্ঞাসেন তায় ।
 দেখিয়াছ মম প্রভু গেলেন কোথায় ॥
 সিংহপ্রব প্রভু মম বিশাল লোচন ।
 নীঘন্তর মৃগম ভ্রু অর্জিৎ বসন ॥
 অহে সিংহ তোমারত বনের দৈবর ।
 বনের ব্রতান্ত বত তোমার গোচর ॥
 সত্য কহ প্রাণনাথ গেলা কোম দিকে ।
 অনাথা তোমায় হানে এই ভিক্ষা মাগে ॥
 অনন্তরে এক মহানদীকে দেখিল ।
 প্রণাম করিয়া তারে ভৈরবী জিজ্ঞাসিল ॥
 তরঙ্গিনী কহিয়া স্বামীর সমাচার ।
 শীতল করহ তুমি ক্রময় আমার ॥
 ক্ষুধায় বিশেষ অমে আকুল শরীর ।
 জলপানে আসিয়া ছিলেন তব তীর ॥
 তথা হৈতে গেলা ভৈরবী না পায়ে উত্তর ।
 অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর ॥
 জিজ্ঞাসিল তারে ভৈরবী করিয়া ক্রন্দন ।
 অতি উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগণ ॥
 নভছুর তব দৃষ্টি বায় শৈলধর ।
 কহ মম কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর ॥
 পঙ্কজ কেশর অঙ্গ কর আর্শে জাহ্নু ।
 কণাস্তে নয়ন মুখ শোভা সিতভাহ্নু ॥
 বারসেন সুত প্রভু নৈবধ দৈবর ।
 দেখিলা কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর ॥
 এইমত গিরি পৃষ্ঠে ভ্রমে কত দিন ।
 ক্ষুধা তৃষ্ণা হতজ্ঞান বদন মলিন ॥
 যুগল নয়নে বহে জলধর প্রায় ।
 অর্জকাষা মুক্তকেশ ধূলি সর্ষগায় ॥
 তথ হৈতে চলিলেন উত্তর মুখেতে ।
 মুনির আশ্রমে যান তৃতীয় দিনেতে ॥
 অনাহারী ব্যতাহারী দীর্ঘ গোপদাড়ি ।
 কর পদ সর্প ছেন নথ যেন বেড়ি ॥
 দেখি দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
 প্রণতি করিয়া অত্রো ছিল দাড়াইয়া ॥
 জিজ্ঞাসেন মুনিবর নধুব বচনে ।
 কে তুমি কি ছেতু কর ভ্রমণ কাননে ॥
 দময়ন্তী বসিলেন পতি বিরহিণী ।
 এই বনে হারাইলাম মম পতি মণি ॥
 অশ্বেষণ করি তাঁরে করি দেখি থান ।
 হারাদন পাই যদি তবে রহে প্রান ॥
 আজ্ঞাকর মুনিরাজ তোন দেশে বাহি ।
 নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব ॥

এত শুনি যুনিরাজ আশ্বাসি বিসেস ।
 না কর রোদন তব দুখ হৈল শেষ ॥
 পাইবা স্বামীরে পুন পাবে রাজ্যভার ।
 পুত্র কন্যা সব সুখে বঞ্চিতা অপার ॥
 এত বলি শবির অস্ত্রদান হৈল ।
 বিশ্বয় মানিয়া মনে বৈদম্ভী চলিল ॥
 নদ নদী কটক পর্বত ঘোর বনে ।
 রাত্রি দিন চলি যান নিরাতক মনে ॥
 ঘাইতে ঘাইতে দেখে এক নদীকুলে ।
 বহু জ্বা সজে লয়ে বহু লোক চলে ॥
 ভৈরবী দেখিয়া লোক বিশ্বাস মানিল ।
 বিপরীত দেখি কেহ জয়ে গলাইল ॥
 কেহ হাসে কেহ নাচে বিচিত্র পুতলী ।
 রাক্ষসী পিশাচী কিবা মানুষ বাতুলী ॥
 দয়াময় হইয়া জিজ্ঞাসে কোন জন ।
 কে তুমি একাকী ভ্রম নিজ্জন্ম কানন ।
 বৈদম্ভী বলল নহি রাক্ষসী পিশাচী ।
 আমি অশ্বেষা ভ্রমি আমিভ মানুসী ॥
 অরণের মধ্যে আমি ছাড়ি গেল মোরে ।
 লভ্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে ॥
 এতক শুনিয়া বলে পথবাছীগ ।
 তোমা ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্যজন ॥
 চেদিরাজ্যে যাউ মোরা বাণিজ্য কারণ ।
 আইস মোদের সঙ্গে যদি লয় মন ॥
 আশ্বাস পাওয়া ভৈরবী চলিল সংহতি ।
 সেই পথে অশ্বেষিয়া যান নিজপতি ॥
 হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে ।
 পাইলেন সরোবর শোভিত কাননে ॥
 অশ্রুজল উত্তরিল বাণিজ্য কারণ ।
 সেই নিশি তথায় বঞ্চিত সর্বজন ॥
 নিশাফালে হস্তীগণ জলপানে গেল ।
 নিদ্রিত আছিল পথে চরণে ঢাণিল ॥
 দশনে চিরল করে শুক জড়াইল ।
 বাণিজ্যের লোক মধ্যে মহাগোল হৈল ॥
 প্রাণ ভয়ে কোন দিকে যায় কোন জন ।
 দময়ন্তী করিলেন ব্রহ্মা আরোহণ ॥
 ব্রহ্মপরে থাকি রানী করিল রোদন ।
 ছায় বিধি রম্য ভালে ছিল এ লিখন ॥
 বাল্যকাল হৈতে আমি জানি নিজ মনে ।
 এমন দুষ্কৃতি আমি না করি কখনে ॥
 তবে কেন বিধি মোর কৈল হেনগতি ।
 অধিক সন্তাপ মোর উপাশিল মতি ॥

মন শ্রয়স্বরে আসেছিল দেবগণ ।
 নিরাশ হইলা ক্রোধ হৈল সর্বজন ॥
 সেই হেতু আমার না দেখি শ্রেয় আর ।
 এত কষ্টে পাপ আত্মা না যায় আবার ॥
 রজনী প্রভাত হৈল যে যে স্থানে ছিল ।
 চারিদিক হৈতে আসি একত্র মিলিল ॥
 ভয় পায়ে তথা হৈতে যায় শত্রুগতি ।
 কত দিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী ॥
 বিবর্ণ বদনা কৃশা অশ্রু অর্জবাস ।
 ধূলিতে ধুসর কায় যন বহু শ্বাস ॥
 বন হৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ ।
 চতুর্দিকে যায় লোক দেখি তার বেশ ॥
 যুবা ব্রজ নগরেতে যত সারীগণ ।
 চতুর্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্বজন ॥
 কেহত কর্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা ।
 বৈদম্ভীকে বেড়িয়া হইল লোক মেলা ॥
 সুবাহু রাজার মাতা প্রসাদে আছিল ।
 দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীয়ে আদেশিল ॥
 ছের দেখ নারী এক নগরে আইসে ।
 মলিনাবিধগ্ন রূপ বেষ্টিত মানুসে ॥
 শত্রু গিয়া তাহারে আনহ মন স্থানে ।
 আক্রান্ত ভৈরবীক আনিল সেইখানে ॥
 জিজ্ঞাসিল ভৈরবীকে দেখিয়া রাজমাতা ।
 কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা ॥
 দময়ন্তী বলিলেন কহি রাজমায়ি ।
 জাতিতে মানুষি আমি মৈত্রী কহাই ॥
 দ্রুতে হারি আমি মম পশিলা কানরে ।
 অপ্রতি গুণ যার না যায় কখন ॥
 সঙ্কেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে ।
 তারে অশ্বেষা আমি আইনু নগরে ॥
 এত বলি দময়ন্তী করয়ে রোদন ।
 আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলয়ে বচন ॥
 না কান্দ না কান্দ কন্যা চিত্ত কর স্থির ।
 ভব দুখ দেখি মম বিদার শরীর ॥
 পাইবা স্বামীর দেখা থাক মন বালৈ ॥
 জনক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে ।
 ভৈরবী বলিলেন যদি কহিবা আমারে ।
 তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে ॥
 পুরুষ সহিতে মম নহিবে কখন ।
 পুরুষের স্থানে কদাচন পাঠবে ॥
 নাছাইব উচ্ছিত না পদে দিব হাত ।
 পুরুষের ব্রত মম করি প্রাণি পাত ॥

বুদ্ধি বিজ্ঞ পাঠিহিবা আমি আশ্রয়ণে ।
এতক করিলে থাকি তোমার সমনে ॥
সেই রূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা ।
ডাকিয়া সুন্দরী নামে আপন দুহিতা ॥
রাজমাতা বলিলেন তমসার প্রতি ।
সখা কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র ।
অরণ্য পর্বতের কথা নলের চরিত্র ॥
অশেষ প্রকারে আমি করিহু বন ।
শুনিলে পরম সুখ বৈকুণ্ঠে গমন ॥
কাশীরাম বিরচিত করি গীত ছন্দ ।
সজ্জন বসিকগণে গীয়ে মকরন্দ ॥

ককট নাগের দংশনে নলের
বিকৃতাকার ।
ছেথা ভৈরবী ছাড়ি, পরি অর্দ্ধ সাজী,
চলিল নৃপতি নল ।
বাবুবেগে ধাম, পাছু ফিরিচান;
অঙ্গে বহে শ্রম জল ॥
হেনকালে শূনি, দাবানল বনি,
রাখ রাখ নলরাজ ।
শুন পুণ্যস্রোত, রক্ষা কর মোকে,
পুড়ি আমি অগ্নি মাঝে ॥
শুনি দয়াময়; ডাকিলা নির্ভয়,
স্মরণ কে করে, মোরে ।
শুনি কণিগতি, কহে নল প্রতি,
নিবেদি ছুখ তোমাতে ॥
আনি নাগবর, অনন্ত সোদর,
ককট নাম ভুজঙ্গ ।
নারদের শাপে, সদা পুড়ি তাপে,
অচল হইল অঙ্গ ।
শেষ হৈল দুঃখ, দেখি তব মুখ,
শাপান্ত করিল মুনি ।
বিলম্ব না কর, সম্বর উদ্ধার-
দহে দাকণ অস্ত্রনি ॥
পর্বত আকার, শরীর আমার-
লোকে দেখি ভয় পায় ।
তুমি পরশিতে, সম্বরিত ভাতে-
না হইবে শ্রম তার ॥
শুনি নরপতি- দয়াময় অতি,
আনিলা অনল টেঙে ।

পাইয়া অভয়, নাগরাজ কর
সখা হৈল তব সাতে ॥
তব শ্রম কাব, শুন মহারাজ-
কোলে করি মোরে লও ।
বিপুল বিপাদ, গণি পদে পদে,
কত দূরগামী হও ॥
তার বাকা শূনি, পদে পদে গণি-
দশ চরণ চলিল ।
দশ ডাক শূনি, দংশিলেক কণি-
ছাড়িয়া অন্তর হৈল ॥
বলিলেন ভাল, একি কর্মকাল-
সখারে দংশন করে ।
নাহি দোষ তব, দ্বিতীয় স্বভাব,
উপকারি লোকে মার ॥
বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি-
করিয়াছি উপকার ।
কুৎসিত আকৃতি, হৈলা নরপতি
অঙ্গ দেখে আপনার ॥
দুখের সময়, কভু ভাল নয়,
ভূপতি লক্ষণ রূপ ।
কেহ না লক্ষিবে- যথায় যাইবে,
যে ছেতু হৈলা বিরূপ ॥
ববে টেচ্ছা মনে, আমার শরণে
আপন রূপ পাইবা ।
রাজা ঋতুপর্ণ; পালে চতুর্বর্ণ,
তার সারথি হইবা ॥
বৈদভা রূপসী, তোমার প্রেরণী,
আর তনয় তনয়া ।
কুশলে ভেটিবে, পুন রাজা হবে-
নৈষধ রাজ্যেতে গিয়া ॥
এতক কহিয়া- বস্ত্র এক দিয়া-
অস্ত্রধাম হৈল নাগ ।
নাগের বচন- শূনিয়া রাজন
গেল অযোধ্যার ভাগ ॥
ভারত কমল- শ্রবণ বদল-
সাপু জন করে আস ।
কুৎসদামানুজ- কুৎসদামানুজ-
বন্দি কহে কাশীদাস ॥
অযোধ্যা নগরে বাজুক নামে নল-
রাজার ক্ষতি ।
তবে নল নরপতি দশম দিবসে ।
অযোধ্যায় প্রবেশ করিল পথক্রেশে ॥

রাজার দুয়ারে গিয়া বহিল ভূপতি ।
 মম ভূলা কেহ নাহি অশ্ব শিফাকৃতি ॥
 বাতক আহার নাম শুন মহামতি ।
 নৈমধ্ব রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
 আর এক মহাবিদ্যা আমি যে রাজন ।
 বিনা অনলেতে পাণি করিতে রন্ধন ॥
 এত বলি নরপতি করিল আশ্বাস ।
 যথোচিত চাহ দিব রহ মন পাশ ॥
 যত অশ্বপালের উপরে হবে পতি ।
 যে বাঞ্ছিত তাহা দিব থাকিবা সংহতি ॥
 এত শুনি নর রাজা বহিল তথায় ।
 দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায় ॥
 অমূল্য নাহি কচে পত্নীরে ডাকিয়া ।
 সদা মনে কোথা গেল দময়ন্তী প্রিয়া ॥
 না জানি সে কি করিল আমার বিহনে ।
 নিরাহারে নীরত্নারে আছে কোনস্থানে ॥
 কতেক কান্দিলে শ্রিয়ে মৌরে না দেখিয়া
 কোন কর্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া ॥
 ভগ্নব সিংহ ব্যাঘ্র নিজজন কাননে ।
 একাকিনী বান নারী বহিবে কেমনে ॥
 পতিব্রতা তনুরক্তা আমাতে সতত ।
 ছেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাচি মৃত্যুবৎ ॥
 বনপথে নলাখান যেই জন শুনে ।
 অশেষ দুখেতে পার হয় সেই জনে ॥
 ব্যাসের বচন এতে না কর সংশয় ।
 পাচালী প্রবাক্ত কাশীরাম দাম কয় ॥
 দময়ন্তীর পিজালয়ে গমন ও নলের
 উদ্দেশ ।

ভাষিয়া সহ গেল নল অরণ্য ভিতর ।
 দূর মুখে বার্তা পান ভীম নরবর ।
 শুনিয়া শোকার্জ বড় ভীম নরপতি ।
 সহস্র সহস্র দ্বিজ আমি শীত্বেগতি ॥
 দ্বিজগণ প্রাতি রাজা বলিল বচন ।
 নল আর ভৈরবী কব অশ্রুধন ॥
 অশ্রুধন করিয়া কহিবা বার্তা আমি ।
 সহস্র সহস্র গাভী দিব রত্ন দানী ॥
 গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন ।
 দুই জন মধ্যে যে দেখিবে এক জন ॥
 এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল ।
 সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দিক গাইল ॥
 সুদেব নাথোত্তে দ্বিজ ভ্রম নানা দেশ ।
 সুবাহু রাজার গৃহ করিল আবেশ ॥

বহু দিম থাকি তথা গাইল উদ্দেশ ।
 রাজগৃহে আছে নারী বৈবরিকী বেষণ ॥
 রাজগৃহে গিয়া তবে দ্বিজ বিচক্ষণ ॥
 নিকটে মৈবিকী ডাকি করি নিরীক্ষণ ॥
 চক্ষাননী বিশালাক্ষী দায় মুক্তকেশা ।
 চাক পীন পরোধরা সুনামা সুবেসা ॥
 পদ্ম যেন বিদলিত হস্তী দন্তাঘাতে ।
 চক্ষ যেন বিদলিত মৈত্বেকের দাঁতে ॥
 ক্ষতি মধ্যে না দেখি ইহার রূপ সমা ।
 এই সে মৈবিকী হয় বিদভ্রমমা ॥
 স্বামীর বিচ্ছেদে ক্রুশা বিবর্ণ বদনী ।
 বলিলেন ক্ষণেক চিন্তিয়া দ্বিজগণ ॥
 মম দিগে বরাননে চাহ কিছু কব ।
 সুদেব ব্রহ্মণ আমি ভূভুখা তব ॥
 ভোগারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ দেশান্তর ।
 চারিদিকে গিয়াছে ব্রাহ্মণ বহুতর ॥
 কনা পুত্র দুই তব আছে শুভ ঘরে ।
 তব শোকে পিতা মাতা প্রাণমাত্র ধরে ॥
 এত শুনি দময়ন্তী করয়ে রোদন ।
 শুনিয়া আইল অস্তপুর নারীগণ ॥
 ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি মৈবিকী কান্দিল ।
 বার্তা পায়ে রাজমাতা বিশ্রে জিজ্ঞাসিল ॥
 কাণর তনয় এই কাহার গৃহিণী ।
 কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈলা প্রভাবিনী ॥
 যদি ভূমি জানহ বলহ দ্বিজবর ।
 শুনিয়া সুদেব তারে করিল উত্তর ॥
 বিদভ্রমেশ্বর ভীম ভাহুর ছুহিতা ।
 পুণাশোষক নলরাজ্য তাহার বিনিতা ॥
 নিজভর্তা রাজাধন পাশায় ছারিল ।
 অরণ্য পশিল গিয়া কেহ না দেখিল ॥
 সেই হেতু সহস্র সহস্র দ্বিজগণ ।
 উদ্দেশ দেশান্তরে গিয়া করে পর্যটন ॥
 মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে ।
 দ্রু মধোতে তিল দেখে চিনিবু ইহারে ॥
 বিশেষত ক্ষতি মধ্যে না হয় উপমা ।
 মূনিগণ বলে দোহে কাস্তকাস্তা সমা ॥
 এত শুনি রাজমাতা আপনা পদসরি ।
 দময়ন্তীকে লে করি অশ্রুজলভরি ॥
 এতকাল অজ্ঞাত আছি মম ঘরে ।
 কি কারণে পরিচয় নাহি দিলা মোরে ॥
 ভোমার জননী গো আমার সহোদরা ।
 হৃদয় রাজার কন্যা ভগিনী আমার ॥

বীৰবাহু মম পিতা ভীম ভব পিতা।
 একারণে তুমি মম ভগিনী চুহতা ॥
 এই রাজ্য ধন যে আশ্রয় করি জান।
 এত বলি বৈদভীর করিল সম্মান ॥
 শুনিল দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
 বিনয় পূৰ্বক তাঁরে কহিতে লাগিল ॥
 পিতা মাতৃ বিহীন যুগল শিশু আছিল ॥
 জনক জননী মম দুখ পাইতেছে ॥
 আজ্ঞা কর আমাৰে গৌ করিতে গমন।
 শুনিল রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইজন ॥
 দিবা বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
 পাঠাইল দিবা রথ দিয়া নিজদেশ ॥
 স্বদেহ ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
 নানা দেশ ভ্রমি গেল পিতার জ্বন ॥
 শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
 উজ্জয়ন্ত ধান বাণী মুক্তকেশী হৈয়া ॥
 ভ্রাতৃ মাতৃ পুত্র কন্যা কৈলা সন্তোষণ।
 একে একে মিলিল যতক বন্ধুজন ॥
 ভোজন করিয়া ঈশমৌ করিল শয়ন।
 একান্তে কহেন মা'য় করিয়া ক্রন্দন ॥
 জীবন্তে যে আছি আমি না ভাবিছ মনে।
 কেবল আছয়ে তনু নলের কারণে ॥
 নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
 অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ।
 এত শুনিল মহাদেবী রাজজ্ঞানে থিয়া।
 কন্যার যতক কথা কহিল কান্দিয়া ॥
 শুন শুন ভূপতি আমার নিবেদন।
 চতুর্দিকে পুনর্বার ধান দ্বিজগণ ॥
 নলের বিচ্ছেদ কন্যা প্রাণ না রাখিব।
 কন্যার বিচ্ছেদ মম প্রাণ কি রহিবে ॥
 এত শুনিল নরপতি আনি দ্বিজগণে।
 চতুর্দিকে পাঠালে নল অস্ত্রধনে ॥
 সর্ব দ্বিজগণে তবে বৈদভী ডাকিল।
 সবাকারে এইরূপে বচন বলিল ॥
 একাকী নিজ্জনে লৈয়া অর্জু নাডী চিহ্ন।
 কোন দোষে ছাড়ি গেল অহরক্তা নারী ॥
 যেই দেশে যেই প্রাণে করিয়া পয়াম।
 এই কথা সবৈ জিজ্ঞাসিবে সেই স্থান ॥
 ইহার উত্তর বদ দেয় কোন জন।
 জ্ঞাত আ'গি আমাৰে কহিবা সেইজন ॥
 ইহার সম্বাদ নোণে সেই আ'গি নিবৈ।
 নিশ্চয় জানিবে সেই ভৈমকে কিনিবৈ ॥

এত শুনিল চলিল যতক দ্বিজগণ।
 রাজা পূব গ্রাম পূব পথি লোকি বন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
 শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥
 জিহরি ভাবনা মনে করে সর্বজন।
 কাশীরাম দাস কহে নল বিবরণ ॥
 ঋতুপর্ণ রাজার বিদিত দেশ গমন এবং
 নলের কলি ভাগ।
 তবে বহু দিনেতে পর্ণাদি নামধর।
 দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥
 ভ্রমিলাষ বহু রাজ্য কত কব নাম।
 ঋতুপর্ণ নামে রাজ্য অবাধায় ধাম ॥
 যেমত বলিল তুমি শুনাইবু তায়।
 না করিল প্রভাত্তর ঋতুপর্ণ রায় ॥
 মতায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
 প্রভাত্তর নাহি দিল রাজ মন্ত্রিগণ ॥
 বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
 বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃতি আকৃতি ॥
 শুনিয়া সে মুহু মুহু করিল ককণ।
 জিজ্ঞাসিল। কুশল তোমার পুত্র ॥
 পশ্চাতে আমাৰে সেই করিল উত্তর।
 কুলস্তার ধর্ম এই শুন দ্বিজবর ॥
 সতী সাদী পতিভ্রতা নারী বলি তারে।
 কদ'চ পতির দোষ প্রকাশ না করে ॥
 মুখ কিবা ধন হীন হয় যদি পতি।
 অধর্ম অসৎ কর্ম করে নিতি নিতি ॥
 সতী নারী পতিনোষ কখন না ধরে।
 সৈন্যে চাকিয়া পুনঃ পুনঃ বাহুক করে ॥
 তার ধর্ম হয় যদি এই সে বিধায়।
 স্বামী হৈতে অতি কষ্ট নারী যদি পায় ॥
 তথাপি স্বামীর নিন্দা কদ'চ না করে।
 নিজকর্ম নিন্দা কিবা নিন্দে আপনা'রে ॥
 অতিলাম শুন তার বাক্য শীঘ্রগতি।
 কর বে উপায় তব মনে লয় মতি ॥
 এত শুনিল দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণ মুখী।
 কহিল সকল কথা জনন'রে ডাকি ॥
 শুন গো জননী মম যদি হীত চাপ্ত।
 সুদেহবরে একবার অযোধ্যা পাঠাও ॥
 পর্ণাদে'রে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম।
 নিজ গৃহে দিয়া দ্বিজ ক'হ বিশ্রাম ॥
 যে করিল তুমি তাহা কহে নাহি করে।
 নল আইলে যা'হা বাহুক দিবা তা আমা'রে

প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল ।
 সুদূর ভ্রাম্যণে ডাকি বৈদম্ভী বলিল ॥
 যাও বিপ্র অযোধ্যানগরে একবার ।
 অসময়ে আমার করছ উপকার ॥
 এই পত্র দেও গিয়া ঋতুপূর্ণ প্রতি ।
 বিশেষিয়া রাজারে করাও অবগতি ॥
 দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় সয়স্বর ।
 যতেক নৃপতি গেল বিদম্ভ নগর ॥
 বহু দিন হৈল সয়স্বরের আরম্ভ ।
 যদি চাও যাও দ্রুত না কর বিলম্ব ॥
 যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল ।
 ইহা তবু কহিবা না জানি কোথা গেল ॥
 জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্তা ।
 একারণে বৈদম্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্তা ॥
 আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়স্বর ।
 পারিলে তথায় দ্রুত যাও নরবর ॥
 নল সম নাহি লোকে চালাইতে রথ ।
 নিমিষেতে যান শত যোজনের পথ ॥
 নিশ্চয় জানিব তথা যদি নল স্থিত ।
 তবে দ্রুত বার্তা পাইলে আনিবে স্বরিত ॥
 এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর ।
 কত দিনে উপনীত অযোধ্যানগর ॥
 কহিয়া ভৈরবী কথা পত্রখানি দিল ।
 পত্র পায় ঋতুপূর্ণ বাহকে ডাকিল ॥
 অশ্বতত্ত্ব জানি তুমি সর্বলোকে জ্ঞানে ।
 বাহিতে কি পারিবা বিদম্ভে রাত্রি দিনে ॥
 আজি নিশা প্রভাতে উদয় ভিমরাস্তে ।
 বরবেক ভমী পুত্রী তৈম্বা অন্য কান্তে ॥
 এত শুনি নল রাজা হইয়া বিস্মিত ।
 দময়ন্তী করে তেন কর্ম্ম কদাচিত ॥
 মুহূর্ত্তেক নিজ চিন্তে করিয়া ভাবনা ।
 নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ॥
 কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে ।
 তনয় তনয় ছুট আছয়ে বিশেষে ॥
 সত্যী নারী দময়ন্তী ভক্তা যে আশায় ।
 আমার কারণ তেন করি ছ উপায় ॥
 অসৎ কর্ম্ম করিলাম পাইলাম বনে ।
 তেঁই আজি মন্দ ভাষা সু ননু শ্রবণে ॥
 মিথ্যা কথা ঋতুপূর্ণ সত্য করি জানে ।
 সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিবে সে স্থানে ॥
 এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর ।
 নিশাকালে লব রথ বিদম্ভ নগর ॥

শুনিয়া কহিল রাজা পাইয়া উল্লাস ।
 প্রসাদে যে চাহ তুমি লও সম পাশ ॥
 নল বলিলেন কার্য্য করিয়া তোমার ।
 তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনায় ॥
 এত বলি অশ্বশালা প্রবেশ করিল ॥
 এক একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল ॥
 দেখি কেশরীর কৃশ সিন্ধু দেশী ঘোড়া ।
 বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচঘোড়া ॥
 ঘোড়া দেখি ঋতুপূর্ণ আরক্ত লাচন ।
 বাহকেরে বলিলেন কঠিন বচন ॥
 সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ ।
 পঞ্চভীষ ঘোড়া সব পবন গমন ॥
 তাজা ছাদি তীন শক্তি দুর্বল আনিলা ।
 কেমন বাহিরে রথ কি মতে বুঝিলা ॥
 পরিহাস করি ঘোরে বুঁদা অনুমান ॥
 পুনঃ পুনঃ কহলেন কঠিন বচনে ॥
 বাহক বলিল যদি বাইবে রাজন ।
 আমার বচনে কর রাখ আরোহণ ॥
 ইহা শুনি অন্য ঘোড়া না পারে বাইতে ।
 এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে ॥
 রথ হলী পদাভিক সাঞ্জল সৈন্যগণ ।
 ঋতুপূর্ণ রাজা কৈল রথে আরোহণ ॥
 চালাইয়া দিল রথ বাহক সারথি ।
 শূন্যতে উঠিল ঘোড়া বায়ু সন গতি ।
 কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ ॥
 বিষয় মানিয়া রাজা ভাবিলেন মন ॥
 এই কি মাতুল যে সারথি পৃকহত ।
 অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মারুত ॥
 হেন শক্তি নাহি করো পৃথিবীমণ্ডল ।
 মানুষের মধ্যে শক্তি ধবে রাজা নল ॥
 নল রাজা বিনা আর নাহিবেক আন ।
 বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সখান ॥
 কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার ।
 ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার ॥
 এক মনে ঋতুপূর্ণ করিয়া বিচার ।
 বন সব পঞ্চভাদি হইলেন পার ॥
 হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী ।
 বাহকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি ॥
 উত্তরী লইতে পাছে চাহিয়া তথায় ।
 বাহক বলিয়া হেথা উত্তরী কোথায় ॥
 পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল ।
 শুনি ঋতুপূর্ণ রাজা বিষয় হইল ॥

রাজা বলিলেন হৃত শুন মম বাণী ।
আমি এক জ্ঞেয়া সংখ্যা বিদ্যা জ্ঞান জানি ॥
গণিতে সর্বজ্ঞ নাহি আমার সমান ।
এই ব্রহ্ম পত্র ফল নাহি পরিমাণ ॥
পঞ্চকোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল ।
এত শুনি বলিল নৈষধ রাজা নল ॥
ছেন বিদ্যা নাহি যাছা আমি নাহি জানি ।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি ॥
রাজা বলিলেন চল বিলম্ব না ময় ।
নিষ্ঠা হইল অয়ম্বরের সময় ॥
অয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্তিয়া ।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া ॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ ।
না পোহাবে রক্ষণী লইব আমি রথ ॥
মূর্ত্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নরবর ।
ফল পত্র গণি আমি আমিও মত্তর ॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বথের তল ।
গণিয়া বাবল যে হইল পত্র ফল ॥
বিনয়েতে বলিলেন নল নরপতি ।
এই বিদ্যা আমারে বিত্তর মহামতি ॥
এমত শুনিয়া রাজা বাহুক বচন ।
কণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন ॥
অশ্ব বিদ্যা মস্ত্র যদি শিখাও আমারে ।
আমি এ গণনা বিদ্যা শিখাব তোমাগে ॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা ।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে হৈল মস্ত্র দীক্ষা ॥
মহামস্ত্র দীক্ষা যদি করিলেন নল ।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল ॥
এক কর্কটের বিবর্ত্তে অরুণ মছে ।
অধিক রাজার মস্ত্রে কলি স্থির নহে ॥
সেইক্ষণে অঙ্গ হৈতে হইল বাঁহর ।
মুখেতে গরল বহে কম্পাত পরীর ॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্প কাশ ।
হাতে ধড়া করিলেন কটিগারে তার ॥
কৃতাজ্জলি করি কলি বলে সবিনয় ।
মোরে না করিণা নাশ শুন মহাশয় ॥
ময়মন্তী শাণ্ডে মম সদা পোড়ে অঙ্গ ।
বিশেষ দহিল দংশি কর্কট ভুজঙ্গ ॥
তোমা হৈতে ছুখ রাজা বিশেষ আমার ।
বুঝি ক্রোধ কর ফমা না কর সংহার ॥
আমারে না মার তবে হইবেক কাশ ।
এক কীর্ত্তি দিব আমি পৃথিবীর মাঝ ॥

যেই জন তব কীর্ত্তি করি বেণোষণ ।
তাহারে আমার বাধা না হবে কখন ॥
আর এক কথা বলি শুন নরবর ।
কহিতে তোমার কীর্ত্তি নাহি অবসর ॥
কর্কটক ঋতুপর্ণ দয়মন্তী নল ।
নাহ নিলে আমি নাহি যাব সেই স্থল ॥
এত শুনি কলিরে ছাড়িয়া নরবর ।
রথে চড়ি গেল দৌড়ে বিদর্ভ নগর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
শ্রবণে খণ্ডয়ে তাপ ভবসিদ্ধ তরি ॥
কাশীরাম দাস প্রভু দীর্ঘ শৈলাঙ্গ ॥
দক্ষিণে অনুজ্ঞাঞ্জ সন্মুখ গকড় ॥
ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ
দেশে আগমন ।
বধ চালাইয়া দিয়া নৈষধ ঈশ্বর ।
নিম্নবৈকে পাউলেন বিদর্ভনগর ॥
আকাশে আটসে রথশ্রেণীর গজদৈ ॥
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে ॥
তৃষ্ণাতে চাতক সব করে কলরব ।
উল্লসিত করি চাহি জলাকাংক্ষী সব ॥
বিদর্ভের লোক সব এক দৃষ্টে চায় ।
রথ শব্দ শুনি ভৈরবী উল্লাসিত তায় ॥
রথ চালাইয়া এই জগায় বিম্বয় ।
নল বিনা তেন শক্তি অমোর কি হয় ॥
আজি যদি আমি নল প্রভু না পাইব ।
জলন্ত অনলে তবে অবশ্য যাইব ॥
পরিনন্দ পরদেহ করু বাক্য লোকে ।
কখন যদাশি মম ভাব নাহি মুখে ॥
কত নাহি কহি কত প্রভুরে উত্তর ।
তবে আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর ॥
এত বলি দয়মন্তী প্রসাদে চড়িয়া ।
গর্বাঙ্ক রথের ঘর চক্ষে নিরখিয়া ॥
রথ হৈতে নামিলেন ইক্ষাকুনন্দন ।
যথা ভীম নরপতি করিল গমন ॥
না দেখিয়া অয়ম্বর গিম্বয় হইয়া ।
কি কর্ম করিলু আমি হেথায় আসিয়া ॥
ঋতুপর্ণ রাজকে দেখি ভীম নরপতি ।
বসিতে আসন তাঁরে দিল মহামতি ।
ভীম বাণী বলিলেন আশোধ্যার মাথ ।
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাত্য ॥
শুনিয়া ভূপতি মনে মানিল বিম্বয় ।
দিত্য সয়ম্বর ছেন জামিল নিশ্চয় ॥

স্বয়ংস্বর হইলে আসিত পাণ্ডবগণ ।
 ভাবিয়া ভূপতি তবে বলিল বচন ॥
 আসিয়াছিলাম অমা আছিল কারণ ।
 আসিলাম তোমায় করিতে সন্তান ॥
 ভীম রাজা বলিলেন কি ভাণ্ডা আমার ।
 এ কারণে তোমার হেথায় আগ্রসার ॥
 শ্রমযুক্ত আছ আজি থক মম বাস ।
 এত বলি দিল বাসা অপূর্ব আগ্রাস ॥
 উত্তরিলো আগ্রাস তিত্তার নরপতি ।
 অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি ॥
 অশ্বগণ পরিচর্যা করিয়া বাঞ্ছিল ।
 প্রাসাদ উপরে থাকি বেদভট্ট দেখিল ॥
 ঋতুপুণ্ড রাজা আর সারথি তাঁহার ।
 বলরাজা নাহি দেখে কেনন বিচার ॥
 এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতেরে ।
 যাও শীঘ্র কেশিনী জিজ্ঞাস সারথিরে ॥
 দেখিয়া উহার মুখ জট মম মন ।
 শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ ॥
 এত শুনি কেশিনী চলিল শত্রুগতি ॥
 মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি ॥
 রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথ ।
 কে তুমি কি হেতু হেথা জিজ্ঞাসিতে কথ ॥
 বাহুক বলিল মম অসোধ্যায় স্থিতি ।
 ঋতুপুণ্ড নৃপতির বধের সারথি ॥
 হেথা হৈতে গিয়াছিল এক বিজয়র ।
 মুনিলেন ভৈরবীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
 রজনী প্রভাতে বরবেক অন্য স্বামী ।
 এই হেতু ঋতুপুণ্ড হন শীঘ্রগামী ॥
 আইলা শত যোজ্যত পথ নরপতি ।
 বাহুক আমার নাম তাঁহার সারথি ॥
 পুণ্ড্রশোক নল বীরসেনের কুমার ।
 পূর্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাঁহার ॥
 তাঁর ভাৰ্য্যা ভৈরবীর তাদৃশ আচরণ ।
 শুনিয়া উদ্ভিগ্ন বড় হৈল মম মন ।
 দ্বিতীয় বয়স এই তৃতীয়ে কি হবে ।
 দৈবে বাহা করে তাহা অন্যথা কে কবে ॥
 এত মুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয় ।
 তুমি যদি সারথি ভূপতি কোথা রয় ॥
 অজ্ঞান একাকিনী বাধি ঘোরবনে ।
 অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে ॥
 সেই বস্ত্র পরিয়া যে আছয়ে অদ্যপি ।
 নাহি কচে লব্ধ জন পুণ্ড্রশোক অপি ॥

এত মুনি বাধিত হইল রাজা নল ।
 বারি দ্বারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল ॥
 রাজা বলিলেন যেই কুলবর্তি নারী ।
 স্বামীর বিশ্বাস কথ্য রাখি যন্ত করি ॥
 আপন মরণ বাঞ্ছা স্বামীর কারণ ।
 তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন ॥
 বিবস্ত্র হইয়া সেই পশিল কামন ।
 অঙ্গ ভাণ্ডা রহে তার পাইল জীবন ॥
 হেন জনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয় ।
 রাজ্যভ্রষ্ট স্বাম্যভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয় ॥
 এত বসি শোকাবুল কান্দেন নৃপতি ।
 জানাইল কেশিনী সকল ভৈরবী ৫ তি ॥
 ভৈরবী বলিলেন এ নহে অন্যজন ।
 পুনরপি যাও তুমি বুঝাহ লক্ষণ ॥
 কি আচার কি বিচার কোন কর্ম্য করে ।
 বুঝিয়া আমারে আসি কহবা সত্তবে ॥
 আত্মা পায়ে দাসী ভবে করিল গমন ।
 দেখিয়া সকল কর্ম্য আইল তখন ॥
 কেশিনী বলিল সুন রাজার নন্দিনী ।
 বাহকের বত ধর্ম্য দেব মধ্যোগনি ॥
 রক্ষন সামগ্রী যত ঋতুপুণ্ড ভূপে ।
 মাংস আদি পাঠাইয় দিল তব রাপে ॥
 সে সব সামগ্রী দিলা বাহকের স্থান ।
 দেখিয়া ভাচার কর্ম্য হয়েছি অজ্ঞান ॥
 শূন্যকূলে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত ।
 পুণ্ড্রকুন্ত তখনি হইল অকম্প ॥
 সেই জলে সকল দ্রব্য যে প্রক্ষালিল ।
 তন কাষ্ঠ ছিল কিন্তু জনল না ছিল ॥
 তন মুষ্টি হাতে বরি কাষ্ঠ মধ্যোগ দিল ।
 দৃষ্টিমাত্র তন কাষ্ঠ অগ্নি জলিল ॥
 ক্ষণমাত্রে সর্বদ্রব্য করিল রক্ষন ।
 ভৈরবী বলে আর কেন বুরোছি এখন ॥
 কেশিনী যদ্যপি তুমি যাও আরবার ।
 বাঞ্ছন আনহ কিছু রক্ষন তাহার ।
 কেশিনী মাগিল গিয়া বাহকে বাঞ্ছন ।
 দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল দরশন ॥
 খাইয়া বাঞ্ছন ভৈরবী হরষিত মন ।
 নিশ্চয় জানিল এই নলের রক্ষন ॥
 তবে কন্যা পুত্র গিয়া কেশিনী সংহতি ।
 কি বলে বুঝিয়া তুমি আইস শত্রুগতি ॥
 কেশিনীর সঙ্গে দেখিন জন নন্দিনী ।
 শত্রুগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥

মুখ দেখি ছুপতি কার্মেন উর্চস্বরে ।
পুন পুন চন্দ্র দিয়া আলিঙ্গন করে ॥
কতক্ষণে কিশিনীয়ে বলিল রাজন ।
তুই শিশু দেখি মম স্থির নহে মন ॥
এই মত কন্যা পুত্র আহুয়ে আবার ॥
বহু দিন দেখা নাহি সঙ্গ দৌহাকার ॥
সেই অনুতাপে চিত্ত করিল রোমন ।
অপতাবিস্ফুর্ত্ত তাপ নহে স্বরূপ ॥
পাছে কেহ দেখিয়া কহেন কোন কথা ।
লায় যাও তুই শিশু কার্য্য নাহি হেথা ॥
এতক সুস্থিয়া তব কেশিনী চলিল ।
যতক প্রস্তাব গিয়া তৈমীয়ে কহিল ॥
শুনিয়া বৈদভী ব্যগ্রা হইল দর্শনে ।
দ্রুত গিয়া জানাইল জননীর স্থানে ॥
আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে ।
শুনয়। বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তাঁরে ॥
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী ।
পতি দরশনে যান যরাল গামিনী ॥
মহাভাবতের কথা অমৃত সমান ।
এক মনে মুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান ॥
আরণ্যক উত্ত। নলের উপাখ্যান ।
কাশীরাম দাস কহে মনে পুন্সবান ॥
নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন ।

দীর্ঘত্রিপদা ।

অবশ্যালে গিয়া তৈমী, নিকটে দেখিল স্বামী-
জটিল মলিন জীর্ণ বাস ।
তুখানলে অঙ্গদেহ, চক্ষে অশ্রুজল বহে-
সকরণে ক'হলেন ভাষ ॥
হে হে বাহুক নাম, এরা দেখি কোন ঠাম-
ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ এক জন ।
জুয়া তুয়া পরিশ্রমে-স্ত্রীকোলে আছিল যুগম
একা ছাড়ি গলাইল বন ॥
বিনা নল পুণ্যশৌলক-পৃথিবীর অন্য লোক
কে করিল কহ নাম ধরি ।
সদাকাল অহরতা- বিশেষ পুত্রের মাতা-
কোন দোষে নহে দোষকারী ॥
যম্যি বকণ ইন্দ্র- তাজিয়া অমর ব্রহ্ম-
করিল বরণ যেই জনে ।
সদ্যবর্ত্তী অনুবর্ত্তী- কি হেতু এমন ব্রত-
তাগ করি নিজ্জন কাননে ॥
মভায় করিল সত্য- রাখিব তোমায় নিত্য-
করিয়া আগের পরাংপর ।

মল হেন সত্যবাদী- এমন করিল বদি-
আর কি করিবে অন্য নর ॥
দময়ন্তী বাকা স্থনি- কহিলেন নলমণি-
আইলে কে ছাড়ি হেন রাণী ।
রাজ্য ত্রুষ্ট লক্ষ্মী ত্রুট- করিলেক যেই ত্রুট-
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা ॥
তোমাতে ছাড়ি যান- হের দেখ বরাননে-
অস্থি চর্ম্ম গ্রাণ মাত্র জাগে ।
ইহানা ভাবিয়া চিন্তে, দেখিলা আমার জীতে
না বুঝিয়া মজ অনুযোগে ।
কলিছাটি গেল অমা, তেই দেখিলাম তোমা
ক্রোধ স্বরূপ শীশিমুখ ।
যেই নারী পতিভ্রতা- না ধরে স্বামীর কথা
স্বামী দোষ নয়নে না দেখি ॥
আর মুনিলাম, বার্ত্তা- বরিষা কি অন্যভর্ত্তা-
কহিল তোমার দ্বিজবর ।
রাজোৎসব দূত গেল- সন্মেলোকে বার্ত্তা দিল-
তৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
কৌশলে মুনিয়া তথা- তেই আইলাম হেথা
কারে বর দেখেছ নরনে ।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম- রাজকুলে কোথা মম
কহ করিয়াছে কোন জনে ।
মুনিয়া স্বামীর ষাণী- করিয়া যুগলপাণি-
নিতম্বিনী ক'হলা বিনয় ।
তব হেতু মহারাজ- তাজিলাম কুলমাজ
তাজিলাম গুরুজন ভয় ॥
পূর্বে তব অশ্রুধরণ- পাঠাইয়া দ্বিজগণে-
প্রমাদ কহিল সমাচার ।
তেই এ উপায় করি- পাঠাই অযোধ্যাপুরী-
কোন স্থানে নাহি যায় আর ॥
কর্ত্তব্য বচন মনে; তোমা বিনা অন্যজনে
নাহি চাচি নয়নের কোণে ।
যদি কর পাপ জ্ঞান-তোমার সাফাতে গ্রাণ
বার্হির হউক এইক্ষণে ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু সাক্ষী- এখন বলিবে ডাকি-
বদি আমি হই পতিভ্রতা ।
তৈমী বাকো উচ্চৈশ্বরে-পুষ্পবর্ত্তি হয়পরে-
রলিলেন পবন দেবতা ॥
তাজ রাজ্য মনস্তাপ- বৈদভাব নাহি পাপ
সদয়েতে হৈয়াছে রক্ষিতা ॥
যাবৎ গিয়াছ তুমি; রক্ষণ করিয়াছি আমি
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা ॥

অকস্মাৎ এই বাণী- সুনিয়া দুশুর্ভিধনি-
গগনে হইল আচম্বিত ।

দেখি মনে হৈল শান্তি-খণ্ডিল মনের ত্রাণ-
তৈমীর বৃথিয়া ধর্ম্মমত ॥

ধরিত্রা যুগল করে- বসাইলা উকপরে-
আশ্বাস করল গুহুভাষে ।

কমলাকান্তের স্মৃত- সৃজনের মমপুত-
বিরচিল কাশীধাম দাসে ॥

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে গমন ও নলের
পুনর্বার রাজ্য প্রাপ্তি ।

নিজরূপে দেখি স্বামী আনন্দিত মন ।

বহু দিনে বৈদম্বী করিল আলিঙ্গন ॥

দেখা চারি বৎসরে হইল দৌহাকার ।

পুন পুন আলিঙ্গন পুন শিষ্টাচার ॥

দৌহে দৌহার দুখ সুনিল করিল ।

প্রত্যন্তে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল ॥

জাযাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার ।

আলিঙ্গিয়া বলিলেন সকলি তোমার ॥

ঋতুপর্ণ সুনিল এ সব সমাচার ।

জানিল যে নলরাজ্য বাহক আমার ॥

দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল মরবর ।

ক্রতুগতি গেল যথা নৈবধ দৈবর ॥

ঋতুপর্ণ বলিলেন সৌভাগ্য আমার ।

ভাহাতে হইল এ মিলন দৌহাকার ॥

অজ্ঞাতের দোষ মত ক্ষমিবা আমারে ।

সুনিয়া নৈবধ রাজ্য বলিল তাহারে ॥

কোন রূপে দোষী তুমি নহ মম স্তানে ।

কখন আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে ॥

ত্রাসিত করিল ত্রাসে বড় দুখ পেয়ে ।

ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হয়ে ॥

তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময় ।

স্বখেতে ছিলাম আমি আপন আলয় ।

বিপদ সময় রাজ্য বারে যেই রাখে ।

ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধর্ম্ম রাখে তাকে ॥

অতএব সুন রায় করি নিবেদন ।

এমন বিপদ স্থান দেয় কোন জন ॥

হইলা পরম সখা আব কি বলিব ।

গাইব তোমার শ্রুণ যতকাল জীব ॥

যাও সখা নিজরাজ্যে করহ গমন ।

এও বলি উত্তরে করিল আলিঙ্গন ॥

সারথি করিয়া আর কোশলের রায় ।

আপনার রাজ্য গেল হইয়া বিদায় ॥

তবে নল নরপতি শ্বশুরে করিয়া ।

নৈবধ রাজ্যতে গেল কৃত দৈন্য তৈয়া ॥

এক রথ বোল হাতি পঞ্চাশ তুরঙ্গ ।

চর শত পদাতিক ভূপতির সজ ॥

নিজ রাজ্য আইলেন নল নরপতি ।

পুস্তকের নিকটে গেলেন ক্রতুগতি ॥

পুস্তক বলিল তোরে সর্ব রাজ্য দিয়া ।

অরণ্যে গেলাম আমি দেবলে হারিয়া ॥

পুন তব লহিত খেলিব একবার ।

হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার ॥

দ্রাক্ষীড় করিব আমহ পাশাসারি ।

নহিলে উঠিহ ক্রত মরশর ধরি ॥

নলের বচন সুনি পুস্তক হাসিয়া ।

বলে বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া ॥

দময়ন্তী সহ ভূমি অবেশিলে বন ।

এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মম মনে ॥

দময়ন্তী পাশায় না কৈল রাজ্য পণ ।

আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন ॥

এত বলি পুস্তক আনিল পাশাসারি ।

ভুট জন্মে বসিলা আপণ পণ করি ॥

জিনিল নৃপতি নল হারিল পুস্তক ।

পুস্তক ভাবিল মনে জীবন দুস্তর ॥

হারিয়া নলের হাতে উড়িল পরান ।

পুস্তক কন্দিতে তহু সজল নয়ন ॥

শান্মুক স্বধর্ম্ম ভীক দয়ার সাগর ।

অনুজ্ঞে চাহিয়া তবে বলিলেন পর ॥

না ভাবিহ পুস্তক না হইত তব দোষ ।

যতেক করিলা তাহে নাহি করি রোষ ॥

কলিতে করিল সব দৈব নিকরজন ।

পূর্ব মত নিত্য থাকহ জটমন ॥

এত সুনি করপুটে বলিল পুস্তক ।

ভব কর্ত্তি সুবিবেক দেব দৈত্য নয় ॥

বহু দোষে দোষী আমি ক্ষমিলা আমারে ।

তোমার সন্মুখ ক্ষমা নাহি চবাচরে ॥

এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী ।

আশ্বাস করিল তারে নল নরবলি ॥

পাত্র মিত্রগণ আর নগরের প্রজা ।

সর্বলোক আনন্দিত নল হৈল রাজা ॥

দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদম্বী আনিল ।

দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল ॥

কত দিনে নরপতি চিহ্ন মনেমন ।

ইন্দ্রসৈন্যে রাজ্য ভায় করিল অর্পণ ॥

মিষ্ট পুত্র করি রাজা নল নরপতি ।
 অর্ঘ্যলোকে গেল রাজা মহিষী সংহতি ॥
 ব্রহ্মদত্ত কহিলেন শুনিল সকল ।
 তোমার অধিক দুখে পায়েছিল নল ॥
 সম্পদ কাহার কছু নাহি রহে চির ।
 ক্ষণমাত্র রহে ঘেন জোয়াড়ের নীর ॥
 আশিতে না হয় সুখ বাইতে না দুখ ।
 সদাকাল সমান ভুঞ্জিয়া দুখ সুখ ॥
 পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুশয় ।
 দুখ সুখ হয় সব কর্ম নিবন্ধন ॥
 নলের চরিত্র আর কলর শাসন ।
 এক মন হইয়া শুনিবে সেই জন ॥
 খণ্ডের বিপন্ন ভয় সব ঈশ্বর পায় ।
 বংশ বুদ্ধি হয় তার সুখ কাল বায় ॥
 কদাচ কলির বাধা নাহি লয় তারে ।
 বৈতক সঙ্কট হয় তাহা হৈতে ভরে ॥
 তব দুখ নূপতি খণ্ডেরে অপ্পদিনে ।
 এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে ॥
 পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান ।
 সব সন্তোষিয়া মুনি কবিল এস্থান ॥
 কাম্যবনে ধর্মপুত্র চারি সহোদর ।
 অর্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর ॥
 পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
 হরির জাবনা বিনা অন্য নাহি জ্ঞান ॥
 সন্তকে বন্দিয়া ত্রাণের পদবজ ।
 কহ কাশ্যদাস গদাধরের অনুজ ॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদের
 আগমন ।

বলিলেন জম্বোজয় কহ মুনিরাজ ।
 পার্থ বিনা কাম্যবনে পাণ্ডব সমাজ ।
 কি করিল কি মতে বঞ্চলা দুখ শোকে ।
 বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবা আমাকে ॥
 মুনি বলিলেন তবে অর্জুন বিহনে ।
 অনুশোচে পক্ষী ঘেন পক্ষের কারণে ॥
 বিষ্ণু বিনা ঘেন নাহি শোভে সুরগণে ।
 কুবের বিহনে ঘেন চৈত্ররথ বন ॥
 কান্দিয়া বলিলা কৃষ্ণ রাজার গোচর ।
 পার্থে না দেখিয়া দ্বির না হয় অন্তর ॥
 যে অর্জুন অর্জুন সহস্র বাহু সম ।
 বলবান রণে মত্ত গজেন্দ্র বিক্রম ॥
 তাহা বিনা সকলি যে দেখি শূন্যায় ।
 ক্ষণমাত্র নাহি হয় স্বচ্ছন্দ হবয় ॥

অগ্রসর হইয়া বলিলে ব্রহ্মদত্ত ।
 শোকানলে নিরন্তর দহিছে অন্তর ॥
 যত দিন নাহি দেখি অর্জুনের মুখ ।
 মুহূর্তেক নরপতি নাহি মম সুখ ॥
 সর্ব শূন্য দেখি আমি অর্জুন বিহনে ।
 দশ দিক অন্ধকার দেখি রাতি দিনে ॥
 বার ভূজাশ্রিত কুক পঞ্চাল পাণ্ডব ।
 দৈত্য মারি দেবে ঘেন পালয়ে বাসব ॥
 রাজাভক্ত হয়ে বনে করি যে সম্রাস ।
 পুন রাজা পাব বলি যার করি আশ ॥
 বার ভূজ দক্ষ হবে যত কুবের ।
 সে অর্জুন বিনা মম দহিছে অন্তর ॥
 অনন্তর নকুল বলেন সাক্ষর ।
 দেবাসুরে নাহি তুলা অর্জুনের শ্রণ ॥
 জানিত তাহার শ্রণ রাজপুত্র কালে ।
 ভূতাবৎ খাটাইল ভূপতি সকলে ।
 কোন স্থানে নাহি সুখ না দেখি তাহার ॥
 আহা শয়ন আছে লাগে কটু প্রায় ॥
 সহদেব কান্দিয়া বলিল ভূপ আগ ।
 যত দিন নাহি দেখি পার্থ মহাভাগে ॥
 নিমিষে না হয় সুখ আমার শরীর ।
 গরলে ব্যাপিত ঘেন অঙ্গ নহে স্থির ॥
 প্রথমে যে পদ্মাক্রমী সেই যদুগণ ।
 সুভদ্রা আনিলা বলে জিনি সর্বজন ॥
 এইমত ব্রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ ।
 শোকাকুল অশ্রোমুগ ধর্মের নন্দন ॥
 হেনকালে নারদ করিল আগমন ।
 আশীর্বাদ করিয়া বসিল তপোশ্রম ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 নারদের স্থানে যুধিষ্ঠিরের তীর্থ
 স্নানের ফল শ্রবণ ।

নারদের যুধিষ্ঠির করেন বিনয় ।
 কহ মুনিবর মম খণ্ড ক বিদ্রব্য ॥
 তীর্থস্থান করি ক্ষিতি এদক্ষিণ করে ।
 কোন ফল লভে নর তাহা বল খোরে ॥
 নারদ কহেন পূর্বে ভীষ্ম সত্যব্রত ।
 জিজ্ঞাসিল পুণ্ড্রস্থর স্থানে এইমত ॥
 পুলস্ত কহিল যাহা তব পৈতামহে ।
 সে সকল কহি শুন অনামত নহে ॥
 যার হস্তপদ বন সদা পারিত্রিক ।
 বিনা কীতি ভগসূত্রে সেই হয় রক্ত ॥

প্রতিগ্রহে নাহি করে সর্বনাশানন ।
 অহঙ্কার নাহি যায় নহে ক্রোধে অন্ধ ।
 অস্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতচার ।
 আত্ম ভুলা সব প্রাণী দুষ্টিতে বাহার ॥
 ইদৃশ হইলে সেই তীর্থ ফল পায় ।
 পদে পদে যজ্ঞ ফল তাজি তীর্থে যায় ॥
 দরিত্রের শকা নাহি হয় যজ্ঞ কর্ম্ম ।
 যজ্ঞের বিশেষ তীর্থ স্থানে পায় ধর্ম্ম ॥
 দূঢ়ভক্তি করি রাতে তীর্থ যদি থাকে ।
 সর্ব যজ্ঞ ফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে ॥
 পুঙ্কর নামেতে তীর্থ যদি করে স্থান ।
 সর্ব পাণে মুক্ত সেই দেবতা সমান ॥
 এক ঞ্চনামানে কোটি ঞ্চন ফল লভে ।
 অমর কিন্নর বৈভা সেই তীর্থ সোব ॥
 দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর ।
 মৈত্রি কামন পব চন্দ্রানন্দীব ॥
 তদন্তরে দাবাবতী যায় বেট জন ।
 দশ কোটি যজ্ঞ ফল পায় সেই জন ॥
 তদন্তরে যায় সিদ্ধি সাগর সম্মন ।
 তাব স্থানে কোন কালে নাহি দণ্ড বন ॥
 সজ্জন ঈশ্বর করিয়া দরশন ।
 দশ অশ্বমধ ফল পায় সেই জন ॥
 কামাখ্যা নামেতে তীর্থ যদি করে স্থান ।
 সিদ্ধিশ্রয় পায় আর জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥
 তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় যেট জন ।
 বাহার নামেতে সর্ব পাপ বিমোচন ॥
 বায়ুতে ক্ষেত্রের ধূলি যদি লাগে গায় ।
 সর্বপাণে মুক্ত হয়ে মুরগুরে যায় ।
 স্থানে ব্রহ্মলোকে যায় না কর সংশয় ।
 সরস্বতী স্থানে ত নিম্পাপ অঙ্গ হয় ॥
 গোকর্নে করিয়া স্থান দেখে নারায়ণ ।
 সনাকান নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 বাচানাথে তীর্থ যথা জন্মল বরাহ ।
 স্থান কৈল মুক্ত হয় পাপ শূন্য দেহ ॥
 রাশ্মি নামে মহা তীর্থ ঞ্চনধর ।
 বাহাতে করিলে স্থান ধন্য কলেবর ॥
 পুণ্ড্রিতে পরশুৰাম মারি ক্ষত্রগণ ।
 ক্ষত্রিয় ব্রহ্মতে সেই করিল তপণ ॥
 তুষ্টি হয়ে পিতৃগণ নাচে নিরন্তর ।
 পুণ্ড্রাতীর্থে হউক বলিল ভৃগুবর ॥
 এতে যে করিবে পিতৃলোকের তপণ ।
 ব্রহ্মলোকে বসাত তাহার পিতৃগণ ॥

কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর ।
 সমুদ্রে স্থানে সুর্য্যলোকে যায় নর ॥
 স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ নার ।
 মণ্ডপাশ্রয় মহাসরযু কেদার ॥
 গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী ।
 জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্বদাতা বারি ॥
 অশ্বমেধ বাজপেয় বাজসুয় আদি ।
 যত যত যজ্ঞ বেদ করিয়াছে বিধি ॥
 সর্বযজ্ঞ ফল লভে তীর্থগণ স্থানে ।
 সর্বপাপ ধোত হয়ে বৈদে দেবাসনে ॥
 এত বলি চলিল নারদ তপোধন ।
 তীর্থ বাত্মা ইচ্ছিলেম ধর্ম্মের নন্দন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত লহ ॥
 কাহার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
 কহে কাশীদাস প্রভু নীল শৈলাঙ্গত ।
 দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গঙ্কর ॥

ক্ষেত্রতীর্থের মাহাত্ম্য ।

বামে যীজু তনয়া নিকটে সুদর্শন ।
 জলদ অন্ধেতে শোভে তড়িত বসন ॥
 বদন নয়ন শোভা জগমুনফান্দ ।
 নির্ম্মল গগণে বেন শোভা পূর্ণচান্দ ॥
 যে মুখ দেখিবামাত্র আঁখির নিমিষে ।
 সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্মপাশে ॥
 অশ্বৈর তপোব্রত ক্রেশ করে যায় ।
 দ্বিতী প্রদক্ষিণ করে সর্ব তীর্থে যায় ॥
 বাহাতে না পায় বৃজ্ঞানে সেবি বেদে ।
 নির্ম্মলেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে ॥
 ব্রহ্ম শিব শচিপতি আদি দেবগণ ॥
 নিত্য নিত্য যান মুখ দর্শনে কারণ ॥
 যে লোকে দেখায় তাহা গচ্ছাতে থাকিয়া ।
 বেত্রের প্রহারে লোক অজ্জর হইয়া ॥
 যার অংশে অবতার হন পৃথিবীতে ।
 যুগেব তুষ্টি নাশে শিক্তেরে পালিতে ॥
 অজ ভব অগোচর বাহার মহিমা ।
 দেবগণ পুরাণে ন্য পান যার সীমা ॥
 ব্রহ্মাণ্ডে ডুবায় ব্রহ্ম প্রলয়ের কালে ।
 সপ্ত কম্পজীবিনি ভাসি সিদ্ধ লে ॥
 বিশ্রাম পাইল যিনি প্রভুর নিকটে ।
 সেই হাতে রহিল আপন ব্রহ্ম বাটে ॥
 কে বলিতে পারে মর্কণ্ডের হৃদ ঞ্চন ।
 যার জলে স্থানে ভূমে জন্ম নাহি পুনঃ ॥

মক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা বাধব সমীপে ।
 যাতে স্নানে স্বর্গে নব বৈসে দেবরূপে ॥
 রোহিণী কুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি ।
 ভূমায় পীড়িত হরে পীয়ে বার বারি ॥
 গরুড় আকট কাক হৈকু ঠাত হেল ।
 সেই হতে কুম্ভাকৈ পথ ভাগ হৈল ॥
 কোটি তীর্থ লৈয়া যত মহানদী ।
 নানা শব্দে রান্না শুভু সেবে নিরবধি ॥
 বার ব্যারে সকল দেহের পাপ খণ্ডে ।
 বার নাম শুনিলে এতায় বমনশু ॥
 সর্ব পাপ যায় ফল হয় দূরশনে ।
 সমাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে ।
 সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পুজা দেখে ।
 চতুর্ভুজ হয়ে বৈসে ইন্দের সম্মুখে ॥
 ইন্দ্রদুম সর্বোবরে যদি কর স্নান ।
 পুনর্জন্ম নহে তার দেবতা সমান ॥
 অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি ।
 কোটি ধেনু ফুরে ক্ষুধা বনুমতি ॥
 এই সর্ব তীর্থ নীলাচল মধ্যে বৈসে ।
 পাপ লেশ নাহি থাকে যাহার পরশে ॥
 ভাগ্যবন্ত লোক যেই সন্না করে স্নান ।
 কালীদাস তার পদ ককক সন্ধান ॥

ইন্দ্রদেশে লোমশ মুনির কামাবনে
 আগমন ।

মুনি বলিলেন শুন রাজবংশ ধর ।
 কামাবনে নিবসেন চারি সহোদর ॥
 হেনকালে আইলা লোমশ মুনিবর ।
 দীপ্তিমান ডেজ যেন দীপ্ত বৈদ্যনর ।
 মুনি দোষ যুধিষ্ঠীর সহ ভ্রাতৃগণ ।
 দিলেন প্রণাম কর বসিতে আসন ॥
 জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মুনিবর
 আশীষ করিয়া মুনি করিল উত্তর ॥
 ইচ্ছা অনুমারে আর্ম করি পর্যটন ।
 এক দিন হরপুরে করি গমন ॥
 দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে ।
 ইন্দ্রসহ অর্জুন বসিয়া একাসনে ॥
 আমাদের কহিলা পুনঃ সহস্র লাচন ।
 যুধিষ্ঠীর স্থানে তুমি করহ গমন ॥
 কহিবা সম্বাদ এই তাহার গোচর ।
 কুশলে নিবসে পার্থ অমর নগরে ॥
 দেবকার্য্য সাধি অস্ত্র পারগ হইলে ।
 আসিবেন ধনঞ্জয় কত দিন গেলে ॥

ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান ।
 তপ আচরণ কর হিঁজ দাও দান ॥
 তপের উপরে আর অন্য ধর্ম্য নাই ।
 যাহা ইচ্ছা হয় তাহা তপোবলে পাই ॥
 কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি ।
 অর্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গনি ॥
 তার ভয় অনুরে যে আছে ধর্ম্যরায় ।
 তাগ তাজ ধর্ম্য তার করায় উপায় ॥
 ভব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার ।
 নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার ॥
 হিমালয়ে শিব দুর্গা করিয়া সেবন ।
 সুরাসুর অগোচর পাইয়াছি ধন ॥
 সমুদ্রে মথনে অস্ত্র উপজিল যাহা ।
 মন্ত্রসহ পশুপতি দিয়াছেন তাহা ॥
 যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য অজিত ।
 হেন অস্ত্র দিলা যম হয় হরষিত ॥
 কুবের বকণ যম দিল অস্ত্রগণ ।
 সম্প্রীতে আছে যে স্থখে ইন্দের ভবন ॥
 নৃত্য গীত বিশ্বাসু তনয়া শিষ্য ।
 তাঁর হেতু তাপনা ভাবিয়া সর্বদায় ॥
 আমাদের বলিল পুন বিনয় বচন ।
 আপনি থাকিয়া তীর্থে করাবে ভ্রমণ ।
 তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জয় ।
 তুমি রক্ষা করিবা আমার ভ্রাতৃগণ ।
 রাখিল দধীচি যেন দেব পুরুন্দরে ॥
 অর্জুনা রাখিলা যেন দেব দিবাকরে ॥
 ইন্দের বচনে তব অনুজ সম্মতি ।
 তীর্থ স্নানে নরপতি চল শীঘ্রগতি ॥
 ছুই বার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা ।
 তব সহ বাইব তৃতীয় বারে তথা ॥
 বিবম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ ।
 বাইতে না পারে পার্থ বিনা অন্য জন ॥
 তুমিও বাইতে পার রাজধর্ম্যবলে ।
 পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ মিলে ॥
 হটবে বিপুল ধর্ম্য অধর্ম্মের ক্ষয় ।
 নিজ রাজ্য পাইবা হইবে শত্রু জয় ॥
 লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির ।
 আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর ॥
 কহিলেন বিনয় পূর্বক সদ্ভক্তর ।
 কথা কয়ে শুধারি কৈলে মুনিবর ॥
 কি বলিব প্রভাত্তর মুখে না আইসে ।
 বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল মন তব কৃপাবশে ॥

যে অর্জুন লাগিয়া কণেক নাহি সুখ ।
চক্ষু মেলি নাহি চাই ভ্রাতৃগণ সুখ ॥
পাইল'ম তাহার কুসল সমাচার ।
ইহার অধিক লাভ কি আছে আমার ॥
সবার ঈশ্বর যেই উল্লস দেবরাজ ।
আপনি করেন বাঞ্ছা অর্জুনের কায ॥
যে আশ্রয় করিলে মুনি তীর্থের কারণ ।
পূর্বক হৈতে আমি করিয়াছি এই গণ ॥
বিশেষ আমার সঙ্গ্যে যাবেন আপনি ।
তীর্থযাত্রা আগার পরম লাভ গনি ॥
লোমশ বলেন রাজা যাইবে কি মতে ।
এই দ্বিজগণ সর্ব্ব ভোগ্যর সঙ্গ্যে ত ॥
বিষম দুর্গম পথ পর্ব্বত সমান ।
ফল মূল নাহি মিলে দূরে জঙ্গল ॥
খাইতে নারিবা সবে থাকিতে সংহতি ।
ইহা সবার বিদায় করহ নরপতি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন শুনহ দ্বিজগণ ॥
হস্তিনা নগরে সবে করহ গমন ॥
যেই বাহা বাঞ্ছা পুত্রপাত্রে যে মাগিবা ।
নিজ নিজ বৃত্তি যদি তথা না পাইবা ॥
পঞ্চাল দেশেতে সবে করিয়া গমন ।
যথোচিত পূজা তথা পাবে সর্ব্বজন ॥
এত বলি সবারে পাঠান হস্তিনায় ।
যথোচিত পূজা কৈল অনুরাজ তায় ॥
অপ্প দ্বিজ সঙ্গে নিয়া ধর্ম্মনরপতি ।
তিন রাত্রি কাম্যবনে লোমশ সংহতি ।
চারি ভাই কৃষ্ণ সহ ধোমা পুরোহিত ।
তীর্থ করিবারে যাত্রা করিল ত্বরিত ॥
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ।
নারদ পবন আর বহু মুনিগণ ॥
যথোচিত পূজিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
কহিলেন আশীষ করিয়া মুনিগণ ॥
তীর্থযাত্রা করিবারে যদি আছে মন ।
মন শুদ্ধ কর রাজা করিয়া বচন ॥
নিরমী সুবুদ্ধি হৈলে তীর্থ ফল পায় ।
মন শুদ্ধ নাহিলে ভ্রমণ মিথ্যা ধায় ॥
চারি ভাই কৃষ্ণ সহ করিল স্বাকার ।
মুনিগণ চরণে করিল নমস্কার ॥
অভেদ্য কবচ সবে সঙ্গ্যেতে করিল ।
দ্রোণদী সহিতে রাজা রথে আরোহিল ॥
পুরোহিত আদি আর যত ভ্রাতৃগণ ।
আরোহিল চতুর্দশ রথ সর্ব্বজন ॥

মাণীর্ষ্য নাস শেষ পূর্ব্বযুগে গতি ।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব যুধিষ্ঠি ॥
মহাভারতের কথা ক্রমত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম যন্তে পরলোকে ভরি ॥
রণে বনে শত্রু স্থানে সর্ব্বত্র বিজয় ।
সর্ব্বধর্ম্ম ফল লভে না হয় সংশয় ॥
বনপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব উপাখ্যান ।
এক চিন্তে এক ভাবে শুন সর্ব্বজন ॥
অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন ।
না হয় সংশয় এতে বাসের বচন ॥
কাশীরাম দাস কহে পীতালীর সার ।
এক চিন্তে শুন ভবদ্বন্দ্বী হবে পার ॥
যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্য-
পাখ্যান ।

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে ।
কত দিনে উপনীত নৈমিষ কাননে ॥
গোমতীতে স্নান করি করি বস্ত্রদান ।
তথা হৈতে পরতীর্থে করেন পয়ান ॥
যে স্থানে প্রয়াগ তীর্থ যমুনা সঙ্গমে ।
এক দিনে উপনীত অগস্ত্য আশ্রমে ।
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ ।
দৈতামারি আশ্রম করিলা তপোধন ॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথী করিল ভ্রমণ ।
এক দিন শুন রাজা তার বিবরণ ॥
এক দিন সেই গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ ।
পিতৃগণ অধোমুখে ছিল তার মাঝ ॥
দেখিয়া হইল শঙ্কা অজ্ঞামিল পরে ।
কি হেতু পড়িল সে গর্ত্তে ততরে ॥
বলিলেন না করিলা বংশ উপার্জন ।
এই হেতু হইয়াছে বর্ত্তেতে পতন ॥
যদি শ্রেয় চাহ তুমি আমা সৎকার ॥
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার ॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ ।
বংশ হেতু চিন্তিত হইলা হৃদমাঝ ॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা অতি অল্পমণা ।
রূপে গুণে মনোহরা লোপামুদ্রা নামা ॥
যৌবন সময় তার দেখিয়া রাজন ।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে মন ॥
হেনকালে আইল অগস্ত্য তপোধন ।
পূজা করি জিজ্ঞাসিল তাঁহাকে রাজন ॥
কি হেতু আইলা আশ্রয় কর মুনিবর ।
শুন মুনিরাজ তবে করিল উত্তর ॥

গিতুগণ আদেশেতে জন্মাব সন্ততি ।
 তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি ॥
 এত বলি নরপতি হৈলা অচেতন ।
 প্রভাত্তর দিতে মুখে না সরে বচন ॥
 উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থানে ।
 রাণীকে কহেন রাজা করুণা বচনে ॥
 মাগিলেন দুহিতা অগস্ত্যা মহাঋষি ।
 নাহি দিলে কোপেতে করিবে ভয়বাশি ॥
 এত বিচারিয়া সবে সন্ধ্যাপিত শোকে ।
 লোপামুদ্রা কহিলেন জননী জনকে ॥
 মম হেতু তাপ কেন ভাবহ জনয় ।
 আবারে অগস্ত্যা দিয়া থলিও এ ছয় ॥
 বুঝিয়া কন্যার চিত্ত নৃপতি সত্ত্বর ।
 বিধিমাতে মুনিরে দিলেন নরবর ॥
 লোপামুদ্রা চাহিয়া বলেন তপোধন ।
 মম ভার্য্যা হৈলা কর মম আচরণ ॥
 দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল ।
 শিরেতে ধরহু জট গিন্ধহ বাকল ॥
 মুনিবাক্যে সেইক্ষণে মকল ত্যজিল ।
 জটাতীর লোপামুদ্রা ভূষণ করিল ॥
 গারেতে অগস্ত্যা মুনি ভার্য্যারে লইয়া ।
 গজাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া ॥
 সর্বদা করয়ে কন্যা মুনির সেবন ।
 তপ শৌচ আচমন মুনি আচরণ ॥
 ছেনমতে তথায় অনেক দিন যায় ।
 এক দিন মুনিরাজ কহিলা ভার্য্যায় ॥
 পুত্র হেতু করিয়াছি তোমার গ্রহণ ।
 বংশ না হইল তবে কিসের কারণ ॥
 এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর ।
 লবিনয়ে কহিলেন মুনির গোচর ॥
 কামদেব খাড়া সৃষ্টি শৃষ্টির কারণ ।
 বিনা কামে নাহি হয় বংশের স্বজন ॥
 জটাতীর ফলাহার ধূশাতে ধুসর ।
 এতে কাম কি মতে জন্মিবে মুনিবর ॥
 আপনি না জাহ এই মুনি বংশ কাষ ।
 বংশ হেতু ইচ্ছা যদি কর মুনিরাজ ॥
 পুকে বেন ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার ।
 দিব্য গৃহে দাসগণ ভজ্য উপহার ॥
 সে সকল বস্ত্র যদ পাই পুনরীকার ।
 তবেত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার ॥
 এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হৈল মনে ।
 উপায় চিন্তিল পুন কন্যার বচনে ॥

শ্রুতবা নাশেতে রাজা ইকাকুনন্দন ।
 ভার্য্যা সহ তার কাছে গেল তপোধন ॥
 দেখিয়া শ্রুতবা রাজা পুজি বহুতর ।
 জিজ্ঞাসিলা কি হেতু আইলা মুনিবর ॥
 মুনিবর বলিলেন বৃত্তি হেতু আমি ।
 আসিলাম বৃত্তি অর্থ দেও মোরে ভূমি ॥
 যে কিছু মাগিলা মুনি সব দিল রাজা ।
 পাত্রমিত্র সহিত করিল বহু পূজা ॥
 দিবা গৃহ আসন ভূষণ দাসগণ ।
 বাগ্ম মত পাইয়া রহিল তপোধন ॥
 তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি ।
 অগস্ত্যেরে কহিলেন করিয়া নিনতা ॥
 ইল্লল নামেতে দৈত্য মায়াব সাগর ।
 বাতাপি নায়েতে আছে তার সহোদর ॥
 মায়া বলে ধরে দুই গাড়র আকৃতি ॥
 কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভূঞ্জায় অতিথি ॥
 কতক্ষণে ইল্লল বাতাপি বলে ডাকে ।
 পেট চির বাহিরায় ভূঞ্জিয়া বে থাকে ॥
 এইমত মারিল অনেক দ্বিজগণ ।
 অদ্যাপিও হিংসা করে পাণ্ডিত্য দুজ্ঞান ॥
 ইল্লল দৈত্যের ভয়ে ভাপিত নগর ।
 শুনিয়া অগস্ত্যা মুনি চিন্তিত অন্তর ॥
 আশ্বাসিয়া সুবাক্যে করিলা নিভয় ।
 একাকী চলিলা মুনি ইল্লল আশয় ॥
 মুনি দেখি ইল্লল গুঞ্জিল বহুতর ।
 জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আশর ॥
 কি হেতু আইলা আজ্ঞা কর তপোধন ।
 শুনিয়া উত্তর দিলা কুন্তকনন্দন ॥
 আইলাম বহু পরিশ্রমে তব পুর ।
 বহুদিন উপবাস ভূঞ্জাহ প্রচুর ॥
 সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাও ভোজন ।
 হাসিয়া ইল্লল বলে শুন তপোধন ॥
 কাটিয়া মায়াবি মেঘ করিয়া রন্ধন ।
 অগস্ত্যা মুনিরে দিল করিতে ভোজন ॥
 মুনি বলিলেন এতে কি হবে আমার ।
 সকল আনিয়া দেহ যত আছে আর ॥
 শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেঘ ।
 তাবৎ খাইব আমি না করিব শেষ ॥
 মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্লল আনি দিল ।
 অস্থি সহ মুনির উদরে সব গেল ॥
 কতক্ষণে ইল্লল ডাকিল সহোদরে ।
 বাহিরাও বাতাপি বলিল বারে বারে ॥

হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাণী ।
 অগস্ত্য ঠাই কোথা পাইবা বাতাপি ॥
 বাতাপি পাইবা আর না করিবা আশ ।
 এত দিনে তাহার হইল আশ নাশ ॥
 এত শুনি ইল্লল মুড়ি দুই কর ।
 স্তুতি করি কহিলেন মুনির গোচর ॥
 কি করিব প্রিয় তব কহ মুনিবর ।
 মূনি বলিলেন হিংসা কবিল বিস্তর ॥
 যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ ভায় ।
 সকল আশায় দিয়া রাখ আপনায় ॥
 সেইক্ষেণে ইল্লল আনিয়া সব মিল ।
 ত্রযা লয়ে মুনিরাজ আশ্রম চলিল ॥
 বসন ভূষণ দিবা রত্ন অলঙ্কার ।
 দেখি লোপামুদ্রা হৈল আনন্দ অপার ॥
 সন্দেহ হইয়া কন্যা ভাবিলেন মন ।
 বংশ হেতু মুনির করিয়া নিবেদন ॥
 মুনি বলিলেন পুত্র কত চাহ মন ।
 লোপামুদ্রা বলিলেন বাপ্তা এক জনে ॥
 গুণবান এক পুত্র দেহ তপোধন ।
 অকুতী সহশ পুত্রে নাহি প্রয়োজন ॥
 তবে প্রীত হৈয়া কাম বাঞ্ছিল দৌহার ।
 মুনির ঔরসে পরে জন্মিল কুমার ॥
 তাহা হৈতে পুত্র তার হইল পশ্চিত ।
 শুনিল পুত্রের কথা অগস্ত্য রচিত ॥
 অগস্ত্য মুনির কথা শুনি মাহুষে ।
 হেলায় সমুদ্র পান করল গল্লুযে ॥
 কবিলেন প্রপঞ্চ কল্প বিদ্যাচল ।
 অন্ধকারে ব্যাপিলেক পৃথিবী গুল ॥
 অগস্ত্য প্রভাবে লোকে সে মুচিল ।
 অন্ধকার ছুরে গেল সূর্য্য পথ হৈল ॥
 এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
 কহ মুনিরাজ সে অগস্ত্য বিশ্বরণ ॥
 কি কারণে মুনিরাজ শুধিল অন্ধ ।
 কোন হেতু অন্ধকার ধংশিল কি বিধি ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীদাস কহে নরেন্দ্রের দ্বিধা জান ॥
 অগস্ত্য স্বাভার বিবরণ এবৎ বিদ্ব-
 গর্ভভের মর্পচূর্ণ
 লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের কুমার ।
 যেমতে ধংশিল প্রাজ্ঞা ঘোর অন্ধকার ॥
 গিরি মধ্যে নগেন্দ্র সুমেক গিরিবর ।
 প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমেন দিনকর ॥

তাহা দেখি বিদ্বাগিরি সক্রোধ হইয়া ।
 দিনমণি প্রাতি তবে বলিল ডাকিয়া ॥
 যেখন আবর্ত কর সুমেক শিখরে ।
 সেইমত প্রদক্ষিণ কর মমোপরে ॥
 সূর্য্য বলিলেন রথে আবর্তন তারি ।
 শৃষ্টি শৃঙ্খলেন যেই শৃষ্টি অধিকারী ॥
 তার নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ ।
 শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন ॥
 এত শুনি বিদ্ব বাল সক্রোধ বচনে ।
 দেখি মেক প্রদক্ষিণ করিবা কেমনে ॥
 বাঞ্ছিল বিষম বিদ্যা করিয়া আক্রোশ ।
 না হয় রবির গতি না হয় দিবস ॥
 ক্রোধ করি কামরূপা বাড়াইল অঙ্গ ।
 ব্যাপিল আকাশপথ না চলে বিদ্ব ॥
 ঢাকিল সূর্য্যের তেজ হৈল অন্ধকার ।
 প্রলয় হইল যেন নাশিল সংসার ॥
 দেবগণ মিলিয়া করিল নিবেদন ।
 না শুনিল বিদ্বাগিরি কাহার বচন ॥
 তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া ।
 অগস্ত্য মুনির আশ্রমে নিবেদিল গিয়া ॥
 চক্ষ সূর্য্য পথ কল্প বিদ্বাগিরি করে ।
 ভোমা বিনা নাহি মোখ তাহারে নিবারে ॥
 রক্ষা কর মুনিরাজ শৃষ্টি হৈল নাশ ।
 শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস ॥
 বিদ্বাগিরি সমীপে চলিল তপোধন ।
 মূন দেখি প্রণাম করল সর্বজন ॥
 নাগ নর পশু পক্ষী স্থাবর জন্ম ।
 কে সহিবে অগস্ত্য মুনির পরাক্রম ॥
 মুনি দেখি প্রণাম করিল বিদ্বাগিরি ।
 ঈষৎ হাসিয়া মুনি আশীর্বাদ করি ॥
 ধাবৎ না আসি আনি দক্ষিণ হইতে ।
 তাবৎ পর্ব্বত ভূমি থাক এই রীতে ॥
 এত বলি মুনিরাজ করিল গমন ।
 পুনশ্চ উত্তরে না আসিল কদাচন ॥
 তার আত্মা লজিয়া পর্ব্বত নারি উঠে ।
 শৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কণাটে ।
 পুন জিজ্ঞাসেন পরে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 কি রূপে শুধিল মূনি সাগর গভীর ॥
 লোমশ বলেন পূর্ব্বৈ বৈতা বেদ্রাহুর ।
 পরাক্রমে জিনিয়া বেডার তিনপুর ॥
 কান্কেয় আদি যত দ্বিতীয় মানব ।
 বেদ্রাহুর সহিত থাকয়ে দুই সব ॥

দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল ।
 ইন্দ্র অগ্রে করিয়া ব্রহ্মার নিবেদন ॥
 ব্রহ্মা কহিলেন কেন বল আগমন ।
 পূর্বে চিহ্নিয়াছি আমি ইহার কারণ ॥
 লৌহ দাক্ষ মেঘ যত আছে অন্তঃসার ।
 কোনমতে নহে ব্রহ্মাসুরের সহসার ॥
 দধিচী মুনির স্থানে করহ গমন ।
 সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ ॥
 প্রসন্ন হইলে সবে মাগ এই দান ।
 নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিজ্ঞান ॥
 শরীর তাজ্জিবে মূর্নি লোকের কারণ ।
 তাঁর অস্থি লয়ে কর অন্ত্রের শৃঙ্খন ॥
 বজ্র অন্ত্র ইন্দ্র তাঁর করিবে প্রহার ।
 বজ্র ঘাতে ব্রহ্মাসুর হইবে সংহার ॥
 এত শুনি দেবগণ করিল গমন ।
 সরস্বতী নদী তীরে আইলা তখন ॥
 মহাতেজোময় মূর্তি দেখি দধিচির ।
 চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জলন্ত শরীর ॥
 মূর্নিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
 দম্বৎ প্রণাম করিলা অগণন ॥
 দেবতা সমূহ সর্ব্ব দিকপালগণে ।
 দেখিয়া দধিচী মুনি ভাবিলেন মনে ॥
 জিজ্ঞাসিল তত্ত্ব জানিবারে মূনিবর ।
 কি হেতু আইলা আজি সকল অমর ॥
 সবাকার হেতু আমি তাজ্জিব শরীর ।
 অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে অচির ॥
 হয় হক ইহাতে লোকের উপকার ।
 উপকারী হীন ব্যর্থ হবে তনু ছার ॥
 পূর্বে ভাগ্যে লোক কার্য্যে লাগিল শরীর ।
 এত বলি তনু ভাগ হৈল দধিচির ॥
 হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ ।
 পরোপকারের জন্যে তাজ্জিলেন মেহ ॥
 দধিচী মুনির গুণ বর্ণন না যায় ।
 হেন উপকার বল কে করে কোথায় ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন বল অতপর ।
 অস্থি নয়া কি কর্ম্ম করিলা পুরন্দর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ব্রহ্মাসুর সহিত দেবগণের যুদ্ধ ।
 লৌমশ বলেন রাজা কর অবধান ।
 ব্রহ্মাসুরে যেমতে মারেন মকুতান ॥

বহু লয়ে দেবগণ করিলা গমন ।
 দেবশিল্পী স্থানে দিয়া করিলা রচন ॥
 অত্যাণ্ড প্রকারে বজ্র করিয়া নির্মাণ ।
 বিশ্বকর্মা আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান ॥
 বজ্র নিয়া জাগিয়া রহিল পুরন্দর ।
 হেনকালে আসে ব্রহ্মাসুর দৈত্যবর ॥
 প্রলয় দানব দৈত্য সংঘটিত করিয়া ।
 সূর্য্যে শিখর যেন পর্ব্বত ঘেরিয়া ॥
 মার মার শব্দে করিয়া কলরব ।
 প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব ॥
 পর্ব্বত আয়ুধ কেহ পারে দৈত্যগণ ।
 নানা অস্ত্র চতুর্দিকে ক'র বরিষণ ॥
 গজেন্দ্র চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লৈয়া হাতে ।
 দেবগণ সহ যান ব্রহ্মকে মারিতে ॥
 ইন্দ্র দেখি ঘোর নামে গজেন্দ্র নৈত্যেশ্বর ।
 ভয়ঙ্কর নামেতে কম্পিত চরাচর ॥
 আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধার ।
 দেখিয়া অমররাগ্রে ভয় লাগে তার ॥
 দেবগণ সহ ইন্দ্রবান রডারডি ।
 পাছু দৈত্যগণ যায় তাড়াওঁড়ি ॥
 কোথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান ।
 বিষ্ণুর সমনে গিয়া রাখিলেন প্রাণ ॥
 ভয়ার্ত্ত দেখিয়া অশ্বাসিয়া নারায়ণ ।
 উপায় চিন্তেন দৈত্য নিধন কারণ ॥
 দিলেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে ।
 বিষ্ণুতেজ পায়ে পুন চলিলা সমরে ॥
 অন্য দেবগণে তেজ দিলা ঋষিগণ ।
 পুন দেবাসুরেতে হইল মহারণ ॥
 হইল অনেক যুদ্ধ লিখন না যায় ।
 প্রহারিলা ব্রহ্মাসুরে বজ্র দেবরায় ॥
 বজ্রের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গজ্জন ।
 ত্রৈলোক্যের লোক যত হৈল অচেতন ॥
 বজ্র ঘাতে অমরের মুণ্ড হৈল চূর্ণ ।
 আর যত ছিল সবে পলাইল তুর্ণ ॥
 যতক দানব দৈত্য কলকেষয়গণ ।
 প্রবেশিল সমুদ্র তিতরে সর্ব্বজন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 শ্রবণে পরম মুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥
 কাশীরাম দাস কহে বৈষ্ণব চরণে ।
 ভারত অমৃত প্রায় পীর অরুণে ॥

অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপান এবং দেবগণের
যুদ্ধে অশুরদিগের নিধন ।

লোমশ বলেন শুন ধর্মের নন্দন ।

সমুদ্র আশ্রয় নিল কালকেয়গণ ॥

সমস্ত দিবস থাকি জলের ভিতর ।

রাতিতে উঠিয়া থায় যত মুনিবর ॥

বশিষ্ঠ আশ্রমে থায় সপ্তশত বর্ষ ।

তিন শত খাইল অশ্বনাশ্রমে বসি ॥

ভরদ্বাজ আশ্রমে অনেক মুন ছিল ।

রজনীর মধ্যে গিয়া সকল খাইল ॥

হেনমতে খাইল অনেক মুনগণ ।

অনাচারী বাতহারী মহাতপোধন ॥

ভয়ে গৃহ ত্যজি সব গেল পলাইয়া ।

পর্বত গঙ্ধর্বে রহে কোটোরে বসিয়া ॥

জাঙ্গল মুনর মেলা কেহ নাহি আর ।

যাগ যজ্ঞহীন হৈল সকল সংসার ॥

উপায় করিল বহু তার দেবগণ ।

লক্ষিতে না পারে তারা আইসে কখন ।

উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া ।

নারায়ণ স্থানে সব জানাইল গিয়া ॥

শ্রুতিকর্তা হস্তা কর্তা তুমি শ্রীনিবাস ।

তুমি উদ্ধারিবা মোরা করিয়াছি আশ ॥

ব্রহ্মহর মৈল কিছু কালকেয়গণ ।

লক্ষিতে না পারি তারা আইসে কখন ॥

করিল দ্বিচ্ছের নাশ না দেখি নিস্তার ।

আমরা উপায় বহু করিনু তাহার ॥

না পারিয়া তব পায় কার নিবেদন ।

তোমা বিনা শ্রদ্ধি রাখে নাহি হেন জন ॥

এত শুনি কশিয়া বলেন গীতাবর ।

ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর ॥

বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুই জন ।

সিদ্ধু শুকাইতে হবে করহ যতন ॥

পান্ডা বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ ।

ব্রহ্মার সাহায্যে গেল অগস্ত্য সদন ॥

দেবগণ তাঁরে স্তুতি করি বোধ কুরে ।

সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারে ॥

নহকের ভয়ে পূর্বের করিলা নিস্তার ।

বিক্রান্তয়ে ক্ষিতির খণ্ডিলা অন্ধকার ॥

রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয় ।

এবারে করহ রক্ষা হইয়া সদয় ॥

মুনি বলিলেন কিবা করিব সবার ।

বল করি তাহা করি অঙ্গীকার ॥

এত বলি চলিল অগস্ত্য মুনিবর ।

সঙ্কটে চলিল সর্ব অমর কিন্নর ॥

অগস্ত্য সমুদ্রপান অস্তুত কথন ।

দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন ॥

বলিলেন সমুদ্র নিকটে তপোধন ।

তোমায় শুবির আমি লোকের কারণ ॥

দেবতা গন্ধর্ব নাগ দেখিবে কোতুকে ।

নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুম্বক ॥

তবেত অগস্ত্য এক গণ্ডুমে তখন ।

ক্ষণমাত্রে সিদ্ধু জল করিল শোষণ ॥

কোথা গেল সমুদ্র গজ্জন জুড়াছড়ী ।

জল জন্তু ছটকটি শুষ্কস্থলে পড়ি ।

বিশ্ময় মানিল তাহে ত্রৈলোক্যের জন ।

অগস্ত্য মুনিরে তবে করিল স্তবন ॥

গন্ধর্ব কিন্নর যত অপমরা অপমরী ।

মুনির সম্মুখে তারা দেখয়ে মাধুরী ॥

করিলা কুম্ভম বুজী মুনর উপরে ।

সাপুং বলি শব্দ হৈল মিগুনরে ॥

জলহীন সিদ্ধু দেখি যত দেবগণ ।

যে যাহার অস্ত্র লয়ে ধাইল তখন ॥

যতেক অশুরগণ তথায় মরিল ।

কত দৈত্য ক্ষিতি বিনারিয়া প্রবেশিল ॥

হত দৈত্য দেখিয়া নিরস্ত দেবগণ ॥

পুনরপি অগস্ত্যের করিলা স্তবন ॥

তোমার প্রসাদ রক্ষা পাইল সংসার ।

লোকের কলক দৈত্য হইল সংহার ॥

সমুদ্রের জল যে শুবিলা মুনিবর ।

পুনরপি মৈত জলে পূরু রত্নাকর ॥

মুনি বলিলেন হে উপায় কর হবে ।

জল পান করিলাম আর কোথা পাবে ॥

এত শুনি দেবগণ বিষম বদন ।

শীঘ্রগতি গেলা তবে ব্রহ্মার সদন ॥

দৈত্য নাগ হেতু সিদ্ধু শুবিলা ব্যকণি ।

কি মতে পুরিবে সিদ্ধু কহ পদ্মধোনি ॥

ব্রহ্মা বলিলেন দেব যাও সর্ধজন ।

উপায় না কর সিদ্ধু পুরিতে এখন ॥

শুষ্ক সিদ্ধু রহিবেক জলেতে পুরিবে ।

জাতি হেতু ভগীরথ গন্ধাকে আনিবে ॥

ভগীরথ হইতে পুরিবে জলনিধি ।

শুষ্ক রহিবেক সিদ্ধু তাবৎ অবধি ॥

ব্রহ্মার বচনে হবে গেল নিজালয় ।

এই শুন পূর্ব কথা ধর্মের তনয় ॥

অস্বাভাবের কথা অমৃত লহরী।
কহার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি।
কিছু বলিল। আমি রচিয়া পয়ার।
ইহলোকে পরলোকে দিত উপকার।।
শিরেতে বন্ধিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কানীদাস গদাধরের আশ্রয়।।

সগর বংশোপাখ্যাম এবং কণিলের
শাপে সগর সন্তান কন্য।

শুনি জিজ্ঞাসিলে পরে ধর্ম্যব নন্দন।
কহ শুনি মুনি সিদ্ধু পুরণ কথন।।
পিতৃগণ হেতু ভগীরথের উপায়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ জানাও আশায়।।
লোমশ বলেন শুনি ধর্ম্যিক রাজন।
সগর নামেতে রাজ্য বাহুর নন্দন।
তালজঙ্ঘা হৈহয়াদি রাজ্য করি।
পৃথিবী পালন করে ছুটজন অরি।।
পুত্র রাজ্য করি রাজ্য হইল চিস্তিত।
তপস্যা করিতে গেল। তর্ক্যার সহিত।।
শৈব্যা আর বৈদভী যুগল তর্ক্যার তাঁর।
কৈলাস পর্বতে তপ করি বহুতর।
তপোবলে সাক্ষাৎ হইল। মহেশ্বর।
বলিলেন সগর মাগিয়। লও বর।
বংশ হেতু এই বর মাগিল রাজন।
দেও বাঞ্ছি সহস্র তনয় ত্রিলোচন।।
হর বলিলেন বর শাগিলা রাজন।
হইবে তোমার বাটি সহস্র নন্দন।।
সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয়।
বংশ রক্ষা করিবেন। একই তনয়।।
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাঁহাতে ইচ্ছাকু বংশ উন্নতি হইবে।।
এত বলি অন্তর্জান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর।।
ছুই তর্ক্যার সহ বাস করি সতিমান।
কত দিনে দোহার হইল গর্তাধান।।
সময়েতে প্রসব হইল দুই জন।
বৈশ্য প্রসবিলা এক সুন্দর নন্দন।।
বৈদভীর গর্ভে এক অলাবু কন্যায়।
দেখিয়া ফেলিয়া দিতে নৃপ আজ্ঞা হয়।।
হেনকালে ঘোর রূয়ে হৈল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশ ত্যাগ কর নৃপমণি।।
বত বীচি আছে এই লাউর ভিতর।
বৃত্ত পূর্ণ হাড়িতে রাখহ নরবর।।

ইহাতে পাইবে বাটি সহস্র নন্দন।
এত শুনি নৃপমণি করিল সেক্ষণ।
যত হাড়ি প্রাপ্তি এক দাত্রী নিয়োজিল।
পুত্র বাটি সহস্র তাঁহাতে জন্মাইল।।
ভেজ বীচ্য রূপে সবে সগর সমান।
নন্দগর্ভে সবাকারে করে অঙ্গ জ্ঞান।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যম নাগ নরগণ।
সবারে পীড়িত করে সগর নন্দন।।
দেবগণ আনাইল ব্রহ্মার গোচরে।
সৃষ্টি লাশ কৈল প্রভু সগর কুখারে।।
ব্রহ্মা বলিলেন না চিস্তিবা দেবগণে।
কর্ম্মদোষে সকল মরিবে অঙ্গ দিনে।।
এত শুনি চল গেল যতক অমর।
কত দিনে যজ্ঞ দীক্ষা হইল সগর।।
অশ্বমেধ আরস্তিল বাহুর নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ।।
সটেনো তাহার বাটি সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে গেল। পর্ব্বত কানন।।
জলহীন সিদ্ধু মধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে সবে থাকে সর্ব্বক্ষণ।।
ইচ্ছ বলিলেন পরে রাজ্য পাছে যায়।
শত যজ্ঞ সাদ্ধ হবে কি হবে উপায়।।
যজ্ঞ বিঘ্ন না করিলে রাজ্য ইচ্ছ হয়।
মন্ত্রণা করিয়া ইচ্ছ চুরি করে হয়।।
স্বপ্নে রাখিতে ইচ্ছ করিল চাতুরী।
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি।
চুরি করি লয়ে ঘোড়া চলিল পাতালে।
যে স্থানে কোপিল মুনি ছিল। ষোগবলে।।
সে স্থানে রাখিয়া ঘোড়া শত্রু পলায়ন।
প্রভাতে সে জাগিয়া উঠিল সেনাগণ।।
সিদ্ধু মধ্যে ঘোড়া নাহি দেখি আচম্বিত।
কেহ না জানিল ঘোড়া গেল কোন ভিত।।
সকল সমুদ্রে ঘোড়া করি আরষণ।
নদ নদী গিরি গুহা নগর কানন।।
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিস্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে আনাইল গিয়া।।
শুনি রাজ্য দেব বশে করিলা উত্তর।
ঘোড়া না আনল। কেন আনিলে ঘর।।
খুঁজিয়া না পাও যদি পৃথিবী ভিতর।
তবে সিদ্ধু মধ্যে ঘোড়া হইল অন্তর।।
খান করি সেই স্থল সকলে গুজিবে।
ঘোড়া না পাইলে বাহুড়িয়া না আসিবে।।

পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্বজন ।
কোনালি ধরিয়া পৃথী করিল খনন ।
জলহীন জন্তুগণ মৃত্তিকাতে ছিল ।
কোনালি প্রহারে তাহা অনেক মরিল ॥
কুদ্ধ শির হস্ত কার কাটা গেল পাদ ।
প্রহারে সকল ক্রুদ্ধ করে ঘোরনাদ ॥
পার্বত প্রমাণ যত জন্তুগণ মৈল ।
পুঞ্জ অস্থি সব স্থানে স্থানে চৈল ॥
এইমত বারিনিধি খনিতে খনিতে ।
অস্থি অংশুনে গেল পৃথী পূর্বভিতে ॥
তথায় খনিয়া পৃথি বিদার করিল ।
পাতাল পুরতে গিয়া সব প্রবেশিল ॥
তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি ।
দিনমণি ভেজ যেন জলন্ত অঙ্গুনি ॥
আশ্রমতে তাহার দেখিয়া অশ্ববর ।
কষ্ট হয়ে গিয়ে ষোড়া ধরিল সম্বর ॥
অহঙ্কারে মূনিরে করিল অনাদর ।
দেখিয়া কপিল মূনি কপিল অন্তর ॥
বহির্গত দুই চক্ষু হইতে অনল ।
অশ্বরশি করিলেন কুমার সকল ॥
নারদের মুখে বার্তা পাইল সগর ।
শোকাকুল হৈল রাজা বিরস অন্তর ॥
কষ্ট হয়ে শোকাকুল চিন্তি নরপতি ।
শিববাক্য শ্রবণ করিল মহামতি ॥
অংশুমান পুত্র অসমঞ্জের নন্দন ।
তাহারে ডাকিয়া রাজা বলিল বচন ॥
কপিলের কোপে ভঙ্খ হৈল পুত্রগণ ।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের কারণ ॥
পূর্বে ভাগ করিয়াছি তোমার পিতায় ।
তোমা বিনা অন্য নাহি যজ্ঞের উপায় ॥
যুদ্ধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ মূনিবর ।
কি হেতু অতাজ্ঞা পুত্রে তাজিল সগর ॥
মূনি বলিলেন পুত্র বৈশাগতে হয় ।
যৌবন সময়ে বড় কুসুম্য করয় ॥
দুষ্কৃত্য শিশুগণে ধবে হস্ত গলে ।
উপরে তুলিয়া ভ্রুমে আভাড়িয়া ফেলে ॥
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন ॥
তাত রূপে আশা মবে করহ পালন ।
দুষ্ট দৈত্য পবচক্র করহ নিধন ॥
অসমঞ্জস ভয় হৈতে কর রাজা পার ।
প্রজা দুখ শুনি দুখ হইল রাজার ॥

ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে ।
গ্রাম হইতে বাহির করহ এইরূপে ॥
এই রূপে নিজ পুত্রে তাজিল সগর ।
পৌত্রে যে করিল আত্মা শূন নরবর ॥
তোমা বিনা কুলাকুর নাহি হেন আর ।
যজ্ঞ বিঘ্ন নরক হইতে কর পার ॥
পিতামহ বচন শুনিয়া অংশুমান ।
যথায় কোপিল মূনি গেল সেই স্থান ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল জ্বনন ।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন কি চাহ রাজন ॥
এত শুনি অংশুমান কাহ ষোড়করে ।
কৃপা যদি কর প্রভু দেহ অশ্ববরে ॥
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সঙ্গতি ।
বাণ্ধু পূর্ণ হটক বলিল মহামতি ॥
সতানীল কমানীল ধর্ম্যে তব জ্ঞান ।
তব পিতা হইতে সগর পূর্ববান ॥
মম ক্রোধে বধু যত সগর কুমার ।
তব পৌত্রে করিবেক সবার উদ্ধার ॥
শিবে তুষ্ট করবে আনিবে সুরধনী ।
যজ্ঞ সাজ কর অশ্ব লইয়া এখন ॥
মূনিরে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর ।
অংশুমান দিলা পিতামহের গোচর ॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সন্মান ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজ্য কৈল সমাধান ॥
পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন ।
অংশুমান শাসিলেন সকল ভুবন ॥
হইল দিলীপ নামে তাহার নন্দন ।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন ॥
বহু দিন রাজ্য করি অংশুমান ধীর ।
পুত্রে রাজ্যভার দিয়া হইলা বাহির ॥
দিলীপ পাটলা নিজ পিতৃ সিংহাসন ।
শুনিল কোপিল কোপে দক্ষ পিতৃগণ ॥
গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল বহুকাল ।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল ॥
তাহার নন্দন মহারথ ভগীরথ ।
যাঃ বশ কপূর পুরিল ত্রিজগৎ ॥
মরিলেক কোপানলে পূর্ব পিতৃগণ ।
লোক মুখে শুনিয়া সুচিন্তিত রাজন ॥
মন্ত্রিগণে করিয়া রাজ্য সমর্পণ ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

গজ্জার আগমন ও সগর সম্বান
উদ্ধার।

হিমালয়ে গিয়া মহাভূপ অ'রাস্ত্রনা।
কঠোর ভূপতে সব ভগবতী ভাশিল।
ফলাহার পত্রাহার কৈলা বাতাহার।
অনাহার করি তুই অস্থি চর্যসার।
দেব মানে তপ কৈলা সঙ্কল্প বৎসর।
তপে ভুট্টা গজ্জা দিতে আভিলেখ বব।
গজ্জা বলিলেন তপ কেন রাজা কর।
প্রীত হইলাম আমি মাগ ইন্দ্ৰবর।
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হৈলা স্তম্ভমন।
কর যোড়ে মাগিলেন দিলীপ নন্দন।
কপিলের কোপানলে পুড়ে পিতৃগণ।
তাসবার মুক্ত হেতু করি আরাধন।
যাবৎ তোমার জল না হয় সেবন।
তাবৎ সম্ভতি না পাইবে পিতৃগণ।
তোমার চরণে ওই করি নিবেদন।
উদ্ধার করহ মাতা মম পিতৃগণ।
যদি কুপা করিলা গো সর্গি তব পায়।
আপনি ভুখায় গিয়া উদ্ধার সবায়।
গজ্জা বলিলেন পুত্র যাইব তথায়।
মম বেগ সহ্যে ছেন করহ উপায়।
গগণ হইতে চূত হইব যখন।
মম বেগ সহ্যে ছেন নাহি অন্য জন।
বিনা নীলকণ্ঠ কারো শক্তি নাহি লোকে।
ভগমায়া বশ করি আনহ ত্রাস্তাক।
এত শুনি ভগীরথ ক'রল গমন।
কৈলাস শিখরে শিবৈকরিল ভজন।
ভগম্যাতে হইলেন তুঁট দিগম্বর।
গজ্জা ধরিবারে মৃগ মাগিলেন বর।
নিজ ইন্দ্ৰ জ্ঞান প্রভু দেব মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন চল যাব মৃগবর।
হিমালয় পর্বতে বসিলা উষাপতি।
আনহ কোথায় আছে তব কৈমবতী।
ভববাক্যে ভগীরথ গজ্জা চিন্তা করে।
জানিলেন ব্রহ্মলোকে গজ্জা তা অন্তরে।
আকাশ হতে গজ্জা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হর শিরে করি ঘোরধনি।
যকব কুন্তীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তমালা শোভে যেন চক্ৰ হুত গলে।
শিবশির হৈতে গজ্জা হৈলেন ত্রিধারী।
এক দ্বারা আসিয়া পড়িল বমুদ্বারী।

স্বর্গেতে দে ধারা তার মন্দাকিনী ব্যাতি।
মর্ত্যেতে অলকানন্দা নীচে ভোগবতী।
বলিলেন ভগীরথে প্রতি ভাগীরথী।
তোমার কারণ আমি আইলাম ক্ষতি।
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন দিগে।
কোন পথে যাইব চলহ মম আগে।
আজ্ঞা মাত্র আগে যান দিল প নন্দন।
কল কল শব্দে গজ্জা চলিল। তখন।
হিমালয় পর্বতে হইলা উপনীতা।
পথ না পাইয়া গজ্জা ভাহাতে ভাবিতা।
অতপর ঐরাবতে কর রাজা ধান।
নতুবা কেমনে বল হইবে প্রয়াণ।
গজ্জা বাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি।
স্তব তুট হইয়া আইল গজপতি।
রাজা বলিলেন ত্রাণ কর এই দায়।
গিরি বিদারিয়া পথ দেও গজমায়া।
শুনি করী ভূম্মতী বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজ্ঞে মোরে।
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইলা সম্বরে।
ছলেতে জানেন গজ্জা পশুর উত্তর।
যাও বাছা ভগীরথ কহিরা করীরে।
বেগে দাঙাইল আমি ভজিব অচিরে।
দেখিবে দুর্গতি তার কিবা দশা ঘটে।
শীত্ৰগতি আন ভারে জিনিয়া কপটে।
বলিলেন মাতঙ্গ নিকটে ভগীরথ।
শুনি করি শীত্ৰগতি করি দিল পথ।
গিরি থণ্ড ধরি দস্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল।
সন্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল।
আছায়ে বিছারে তার প্রাণ মাত্র ছিল।
শুব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে মাগো পশু আমি কি চিনি তোমাকে।
দয়াময়ী দয়া করি রাখিলা জ বন।
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন।
বেগেতে চলি গজ্জা আনন্দিত মনে।
উপনীতা হৈল জঙ্ঘ মুনির সদনে।
দেখিয়া গজ্জারে মুনি করিলেন পান।
গজ্জা না দেখিয়া রাজা হৈল হতজ্ঞান।
মুনিবরে শুব করে কাতর অন্তরে।
তুট হইয় মুনিবর গজ্জা দিলা পরে।
কল কল শব্দে হয় গজ্জার পয়ান।
কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ।

ভাষা দেখি হর্ষাখিত দিলীপ নন্দন ।
 বেগেতে আইলা গঙ্গা কপিল সন্দন ॥
 যথায় আছিল তথ্য সগর সন্তান ।
 পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠ পয়ান ॥
 চতুর্ভুজ হয়ে সর্গপথে আরোহিল ।
 উল্লীরাহু করি সবে আশীর্ব্বাদ দিল ।
 শিছুগণ মুক্তি দেখি আসন্দ অপার ॥
 প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপ কুমার ॥
 ভগীরথ হইতে সমুজ্রে হৈল জল ।
 বাহা জিজ্ঞাসিল রাজা কহিলু সকল ॥
 শুনিম পৃথবী পাল সগরোপাখ্যাম ।
 ভগীরথ ভূলা আর নাহি পুণ্যবান ।
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীদাস বিরচিত সগর আখ্যান ॥

—
 রামারণ বর্ণন ।

লোমশ বলিল এই মহাতীর্থ স্থান ।
 পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ ॥
 পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিম্বর নাম ।
 যেই স্থানে মভবীর্ষ্য হইলেন রাম ॥
 সুধীতার কহিলেন কহ তপোধন ।
 হইলেন হতবীর্ষ্য রাম কি কারণ ॥
 লোমশ বলিল পূর্বে রাম দাশরাথি ।
 বিষ্ণু অংশে চারি ভাই রত্নকুল পতি ॥
 লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনক নন্দিনী ।
 তাঁহার বিবাহে গণ কৈলা নৃপমণি ॥
 ধৃজ্জটির ধনুভঙ্গ বে জন করিবে ।
 তাহারে আমার কন্যা জানকী করিবে ॥
 দেশেই বার্ত্তা দিল জনক রাজন ।
 বিশ্বামিত্র স্থানে রাম করিল প্রবণ ॥
 যজ্ঞ রক্ষ করিলেন রাক্ষস মারিয়া ।
 সীতা লভিলেন রাম ধনুক জায়া ॥
 সীতা লয়ে যান পরে অযোধ্যানগর ।
 পথেতে ছেটিল কালাস্তক ভৃগুবর ॥
 ভৃজ্জয় ধনুক রামের দক্ষিণে কুঠার ।
 পৃষ্ঠ শরতুণ তার শিবে জটীভার ॥
 দুই চক্ষুর ভবন একান্ত শরীর ।
 করুণ কহিল পরে চাহি বধুরীর ॥
 জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তব এত অহঙ্কার ।
 সীতারে লইয়া যাও অথোতে আমার ॥
 না জন্মিল ভৃগুরাম কত্রিয় কুমার ।
 কণে থাক বুঝি কিবা বিক্রম ভোমার ॥

এত বলি ভৃজ্জয় ধনুক দিল ফেলি ।
 দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলি ॥
 রাম বলিলেন জন্মদায়িক নন্দন ।
 যধুকেতে গুণ দেখ কি করি এখন ॥
 ইহা শুনি ভৃগুপতি দিলা দিব্য শর ।
 শরসহ বিষ্ণুভেজ নিলা রত্নবর ॥
 পুরি ধনু আকর্ণ কহেন দাশরাথি ।
 কোথায় মারিব তন্তু কহ ভৃগুপতি ॥
 ব্রাহ্মণ বর্ণের শুক মম বধা নহ ।
 অব্যর্থ আমার তন্তু কোথা মারি কহ ॥
 জ্ঞতি করি কহিলেন ভৃগুর কুমার ।
 তন্তু মারি স্বর্গপথ কছহ আমার ॥
 এক বাণে স্বর্গ রোধ করেন তাহার ॥
 পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার ॥
 এই রাজা কহিলাম রামের আখ্যানি ।
 কাশীদাস বিরচিত শুনে পুণ্যবান ॥

ভীষ্মের গদ্যাদ্বেষে গণন এবং হতু-

মানের সাহিত্য সাক্ষ্য ৭ ।

অশ্বমেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর ।
 চারি ভাই কি কর্ম করিল অশ্বমেজর ॥
 স্বর্গেতে রহিয়া কি করিল ধনঞ্জয় ॥
 কত দিনে একজে সবার মিল হয় ।
 আনায়ে বিশেষ কারি কহ মুনিরাজি ॥
 শুনিতে উল্লাস বড় হয় জন্মিয়ার ॥
 বলিল বৈশম্পায়ন শুন কুব্জবর ।
 কৃষ্ণসহ কাম্যবনে চারি সহোদর ॥
 যত দ্বিজবর ধোম্য লোমশ সংহতি ।
 ছয় রাজি তথায় রহিল ধর্ম্মপতি ॥
 এক দিন দেখ তথা দৈবের ঘটন ।
 বহিল উত্তরদিকে মন্দ মমোরণ ॥
 সুগন্ধি মল্লুর বায়ু অতি মৃণালিন ।
 পদ্মগন্ধে পুরিল সকল বনজল ॥
 আমোদে করিল মুগ্ধ সবার মন ।
 পুনঃ প্রাশংসা করিল সর্ব্ব জন ॥
 উত্তর মুখেতে হয় গন্ধ অনুমান ।
 যোগেতে সাধের ঘন যোগিবর স্থান ॥
 কেহ কহে স্বর্গ হৈতে আসিতেছে গন্ধ ।
 কেহ কহে পৃথিবীতে কে কহে আনন্দ ॥
 কোনমতে কেহ না জানিল নিরূপণ ।
 লোমশেরে জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন ॥
 জানহ ব্রহ্মাস্ত্র যদি কহ মুনিবর ।
 কোথা হৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর ॥

কিবা নাম পুষ্প কাহার উপবন ।
চেটায় পাইব কিবা অসাধা সাধন ॥
মুখি বলিলেন গন্ধবাদন পর্বতে ।
সরোবর আছে তাহে পুষ্প শতে শতে ॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর ।
রক্ষক আছে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥
সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি ।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা কর যদি ॥
এতেক বুজান্ত যদি কহিলেন মুনি ।
বাঞ্ছা হইয়া ভীমের কহিলা যাজ্ঞসেনী ॥
আমাত্যতি প্রজ্ঞা যদি তোমার আছয় ।
অষ্টভর শত পুষ্প দেও মহাশয় ॥
ঈশ্বরে পুজিব আমি করি এ বাসনা ।
তোমার কুপার যদি পুরে সে কামনা ॥
তোমার অসাধা নাহি এ ভিন ভুবনে ।
মনোযোগ করহ আমার নিবেদন ॥
জ্যোতীকে ব্যাকুল দেখিয়া বৃকোদর ।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর ॥
বন্দনা করিয়া যত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ।
ধর্ম্মেরে ঈশাম করি করি কৃষ্ণাঞ্জলি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে দেবের আলয় ।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় ॥
যাও শীঘ্র গমনে আসিও ভ্রাতৃবর ।
শুনিয়া উত্তরৈ যান বীর বৃকোদর ॥
দেখিলা সুন্দর বন ছায়া সুশীতল ।
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল ॥
মধুর আশ্বাস ফল মান্না চিত্র ফুল ।
মকরন্দ লোভে উড়ে ঈশ্বর আকুল ॥
কোনস্থানে শোভিত ঐবাক নারিকেল ।
পলাশ রমাল পূর্ণ বন কল ফুল ॥
বিবিধ কুমুমে দেখি বিচিত্র উন্মাদ ।
দেবের আশ্রম এই করি অনুমান ॥
কোকিলের কলরব বিনা নাহি আর ।
মধুপানে মত্ত করে ভ্রমর বাজার ॥
সর্বকাল বসন্ত নিবসে এই বনে ।
বিহার করয়ে তাহে আনন্দিত মনে ॥
পাসরিল পূর্বকথা দেখি বন স্থল ।
প্রাণভয়ে পশুপক্ষী পলায় সকল ॥
বৃক্ষাঘাতে নারিলেক মৃগ রাশি ।
প্রমাদ গণিল বড় কামন নিবাসী ॥
বারণে বারণ মারে মৃগেন্দ্র মৃগেন্দ্র ।
হরিণে হরিণ মারে কম্পিত নগেন্দ্র ॥

সিংহনাদ ছাড়ি করে ছত্কার ধনি ।
গগণে গজেন যেন ঘোর কাদম্বিনী ॥
বহাশব্দে পুরিল সকল বনস্থল ।
প্রাণভয়ে পশুপক্ষী পলায় সকল ॥
ক্ষুদ্র মৃগ বরাহ ব্যাঘ্রাদি বনচরে ॥
পলায় মহিষ ব্যাঘ্র মৃগেন্দ্রের ডরে ॥
গজেন্দ্র পলায় ভরে মৃগেন্দ্রের ডরে ॥
মৃগেন্দ্র পলায় বনে মানিয়া সংশয় ॥
এতেক অনোর ভয় যত মৃগ পশু ।
বিকল হইয়া ধায় যুব। বৃদ্ধ শিশু ॥
পবননন্দন ভীম অতি পরাক্রম ।
বিহরয়ে তিলেক না হয় মনে ভ্রম ॥
হেমমতে কত দিন পরম কৌতুকে ।
স্বচ্ছন্দে গমনে বীর ভ্রমিলেন সুখে ॥
চলিতে উত্তর পথে পবননন্দন ।
কড়মূরে দেখিলেন কদলির বন ॥
পরম সুন্দর বন দূরেতে আছয় ।
যেমন মেঘের যট। গগণে উদয় ॥
দেখি আনন্দিত হৈল ভীম মহাবল ॥
ত্বরান্বিত হয়ে বীর গেলেন সে স্থল ॥
নানা পুঙ্খ আলিগণ গীয়ে মকরন্দ ।
শীতল সৌরভ অতি বাড়িল আনন্দ ॥
প্রবেশিয়া দেখিলেন সুপর্ণ কদলী ।
করিয়া উদর পূর্ণ ভীম মহাবলী ॥
গতায়তে ভাদ্রিলেন কদলীর বন ।
কড়মড়ী শব্দেতে চমকে সর্বজন ॥
মরিল যতেক পশু নাহি তার অন্ত ।
সেই বনে আছিল তুরন্ত হনুমন্ত ॥
ভাদ্রিল কদলি বন করি অনুমান ।
ক্রোধভরে শীতগতি করিল পশ্যান ॥
কুরুক্তি পাইল আজি কোন দেবভায় ।
আপনারে না জানিয়া আমারে ঘাটায় ॥
এতেক বলিয়া বীর যাইতে সজ্জরে ।
আসিতে ছিলেন ভীম দেখিলেন দূরে ॥
দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর ।
নতুবা এমন দর্প করে কোম নর ॥
জানি ছদ্ম করিলা পবন অঙ্গজর ।
হইলা সত্ত্বর জীর্ণ অতি ক্ষীণ তরু ॥
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ আস্থি নাত্র সার ।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম অপ্রসার ॥
তুই দিকে কটকীয় নাহি পরিষণ ।
মধ্য পথ বুড়িয়া রহিলা হনুমান ॥

হেরকালে উপনীত ভীম মহাবল ।
 দেখিলেন গুণে পড়ে বানর দুর্বল ॥
 ভীম বলিলেন পথ ছাড়য়ে বানর ।
 আশ্রয় কার্য আছে বাইব সম্বর ।
 শুনিয়া ভীমের তবে এতক বচন ।
 মায়া করি অতি কষ্টে মেলিয়া নয়ন ॥
 ধীরে কহিলেন বিনয় আচরি ।
 জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরী ॥
 কে তুমি কোথায় যাবে বীর মহাবল ।
 জরায়ুজ্ঞ অঙ্গ মম ব্যাধায় বিকল ॥
 নাড়িতে না পাই শক্তি অবশ শরীর ।
 লজিয়া গমন কর শূন্যে মহাবীর ॥
 এতক শুনিয়া ভীম চিস্তে মনোমন ।
 সকল শরীরে অস্মারূপে নারায়ণ ॥
 ইহারে লজিয়া আমি বাইব কেমনে ।
 বিচারিয়া কহিলেন তবে হনুমনে ॥
 ধার্মিক বানর তুমি বুদ্ধ পুরাতন ।
 অনীতি করিতে যুক্তি দেও কি কারণ ॥
 শুনিয়াছি শাস্ত্রে হেন আছে বিবরণ ।
 বত্র জীব তত্ত্ব শিব রূপে নারায়ণ ॥
 দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব কুনীতি ।
 লজিয়া বাইতে বল নাহি ধর্ম্মমতি ॥
 হনুমান বলিলেন আমি যে কাতর ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর ॥
 ব্যাধায় কাতর অঙ্গ দেখ মহাশয় ।
 কহিলাম বাক্যমাত্র মনে নাহি লয় ॥
 তুমি ধর্ম্মবান বড় হও সত্যবাদী ।
 পরম সুন্দর অতি দয়া গুণ নিধি ॥
 অভিপ্রায়ে বুঝিলাম বড় বংশজাত ।
 পথ ছাড়িয়া রাখ হইবে সুখাত ॥
 তবে ভীম অবজ্ঞা করিয়া বাম হাত ।
 ধরিয়া তুলিতে ঝান নারিল তুলিতে ॥
 বিশ্বাস মানিয়া তবে বীর ব্রুকাদর ।
 শত্রু করি ধরিলেন দিয়া ছুই কর ॥
 আপনায় বত শক্তি কৈল প্রাণপণ ।
 মহাশমে নাড়িতে নারিল কমচন ॥
 বাহল অঙ্গের ঘাম হইল ফাকর ।
 জিজ্ঞাসিল বিনয়ে বুড়িয়া ছুই কর ॥
 কে তুমি দেবতা বাক্য গদ্যকবিকল্পর ।
 বাক্য মনুষ্য কিবা হবে নাগেশ্বর ॥
 জানিলাম মম দর্পনাশিতে বিশেষে ।
 ছলিতে আইলে বুদ্ধ বানরের বেশে ॥

অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয় ।
 অবধানে শুনহ আমার পরিচয় ॥
 চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি ।
 তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম আমি পবন সমৃতি ॥
 ভীমসেন নাম মম জ্ঞান মহাশয় ।
 মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
 রাজাধন দয়া শত্রু পাঠাইল বনে ।
 তপস্বীর বেশে ভ্রমি আই পঞ্চজনে ॥
 কহিলাম নিজ কথা ভোমার অগ্রেতে ॥
 সংপ্রক্তি বাইব গন্ধমাদন পর্বতে ॥
 আনিব সুবর্ণ পদ্ম ঈশ্বরের ছেতু ।
 পাঠাইয়া দিল মোরে তাই ধর্ম্মসেতু ॥
 যে কিছু ব্রহ্মাস্ত্র কহিলাম মহাশয় ।
 রূপাকরি দেও মোরে নিজ পরিচয় ॥
 এতক কহিল; যদি ভীম মহামতি ।
 প্রসন্ন হইয়া তবে কহিলা মাকতি ॥
 জিজ্ঞাশিলা শুনহ আমার বিবরণ ।
 কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবননন্দন ॥
 রাজকার্য্য ছেতু মোরে সজ্জিল বিধাতা ।
 হনুমান মাম মম রাখলেন পিতা ॥
 রাবণ রামের সীতা হরিল। যখন ।
 প্রাণপণে সারিলাম রাম প্রয়োজন ॥
 সাগর লজিয়া; কৈনু সীতার উদ্দেশ ।
 যবে রাম কারলেন সৈন্য সমাবেশ ॥
 সমুদ্রে বাঙ্কিয়া সেতু তৈন্য হৈল শত্রু ।
 হইল রাবণ রাজা সবংশে সংহার ॥
 সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজবাস ।
 আমারে করিয়া রূপ্য করিলেন দাস ॥
 তুটী হৈয়া জনকনন্দিনী দিল। বর ।
 এই ছেতু চারি যুগে হইল অমর ॥
 এই কদলীর খণ্ড মোরে দিলা দান ।
 রামের সেবক আমি নাম হনুমান ॥
 এতক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল ।
 দম্ববৎ হইয়া পড়িল ভূমিতল ॥
 বলিলেন অপরাধ ক্ষমহ গোমাণ্ডি ।
 যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
 হনুমান বলিলেন তাই কেন কহ ।
 প্রাণের সমান তুমি কতু দোষী নহ ॥
 পূর্বক দেখিয়াছি আমি জেনোছি কারণ ।
 করিলাম এত ছল আনিবারে মন ॥
 ভীমসেন বলে যদি রূপ্য হৈল ধোরে ।
 এক নিবেদন করি ভোমার গোচরে ॥

নিজমুষ্টি মহাশয় করিয়া প্রকাশ ।
 পুরাও আমার যে মনের অভিলষ ।
 শুনিয়া হাসিয়া তবে হনুমান বীর ।
 দেখিতে দেখিতে হৈলা পূর্বের শরীর ।
 অতি বড় সুবর্ণ জিনিয়া অঙ্গ শোভা ।
 বাল সূর্য্যের সম চমৎকার শ্রোতা ॥
 আবেশেতে বাড়িলেন বীর হনুমান ।
 কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জলন্ত ॥
 চক্ষুযুগি কহিলেন ভীম পরিব্রাহ্মি ।
 অশ্রুক্ষা হইল অঙ্গ আর নাহি চাহি ॥
 মুচ্ছাগত হইয়া পাড়িল ভূমিতলে ।
 তথাপিও বীর দেহ বাড়ে কুতুহলে ॥
 ডাকি লক্ষ ঘোড়ন হইল পদনথ ।
 ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মল্লক ॥
 গিগেশে দেখিয়া দুঃখী বীর ব্রহ্মোদর ।
 পূর্ব্বমত শরীর হইল মায়াধর ॥
 অশ্বাসিয়া ভীমেরে করিলা সন্তোষন ।
 মৃত নেহে সঞ্চারিউ যেমন জীরন ॥
 ব্রহ্মোদর কহিল দাঁড়ারে ঘোড় করে ।
 বিস্তর বিনয় করি বামর জঁয়রে ॥
 তাগোতে দেখিহু ভোমা পূর্ব্ব পূণাকলে ।
 মনের মানস পূর্ণ হৈল এত কালে ॥
 তোমার চরণে মম এই নিবেশ ।
 আমার পরম শত্রু আছে দুঃখাধন ॥
 বনবাস অন্তেষ্টে যদ্যপি যুক্তি হয় ।
 সেই কালে সাহায্য করিবা মহাশয় ।
 হাসিয়া কহিলা তবে পবন সন্তান ।
 কাল বেশ যাত্র বুঝি করিবা বিধান ॥
 যখন সাহায্য সঙ্গ করিবে বিবাদ ।
 সম্মুখেতে হবে তব ঘোর সিংহনাদ ॥
 অজ্ঞানের কপিধ্বজে হয়ে অধিষ্ঠান ।
 দুই স্থানে নিজ শক্তি করিব বিধান ॥
 দুই শব্দে যেমন একত্র বজ্রাঘাত ।
 শুনিয়া অনেক মৈন্যা হইবে নিপাত ॥
 বাও গন্ধমাদনেতে পুষ্প আচ্ছাদন ।
 কারো সঙ্গে ছন্দ নাহি করিবা সর্ব্বধন ॥
 কুবেরের পুষ্প সেই রাখয়ে রক্ষক ।
 সাধিবা আপন কার্য্য বিনয় পূর্ব্বক ॥
 সবার বন্দিত দেহ বেদে হেন কর ।
 অনাদর করিলে পাণের রক্তি হয় ॥
 এতক কহিয়া বীর মধুর বচন ॥
 বিদায় করিলা ভীমে দিয়া আলিঙ্গন ॥

কত দূরে অগ্রসরি পথ দেখাইলা ।
 প্রণে পত্নী ভীম প্রণাম করিলা ॥
 পরম কৌতুকে পরে ব্রহ্মোদর বীর ।
 চলিলা উত্তর মুখে নভয় শরীর ॥
 ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাল ।
 পাচালী শব্দে রচে কাশীরাম দাস ॥
 ভীমের সহিত রক্ষকগণের যুদ্ধ ।
 লবু-ত্রিগদী ।
 অতপর ভীম- পরাক্রমে ভীম-
 চলিল উত্তর পথে ।
 দুই ভিতে যত- আছয়ে পর্ব্বত-
 নানাবর্ণ বৃক ভাতে ॥
 পরম কৌতুকে আপনার মুখে-
 স্বচ্ছন্দে গমন তায় ।
 মহাবলবান, কি কবে সন্ধান-
 কে বুঝিবে অতিপ্রায় ॥
 কত দিনান্তর- গন্ধ গিরিবর-
 বন উপবন শোভা ।
 উচ্চ সম শাখা- বিস্তারে অলেখ-
 নব জলধর আতা ॥
 মগ্ন শৃঙ্গ তথা- শোভা করে যথা-
 তাহে নানা ভক্ষণ ।
 পবননন্দন- আনন্দিত মন,
 হৃদে কৈলা আরোহণ ॥
 প্রতি শৃঙ্গ খণ্ড- লক্ষ লক্ষ মৃগ-
 পশুগণ অগণিত ।
 নানা পুষ্প বনে- মধুকরগণে,
 মধুপানে আনন্দিত ॥
 কোকিল কোকিল-শৃঙ্গুরিছে অলি-
 বিবিধ বিহঙ্গমব ।
 আছে নানা স্থানে- সকল সোপানে
 দোবর আশ্রম সব ॥
 তাহার উত্তর- রম্য সরোবর,
 সুবর্ণ পঙ্কজ বন ।
 দক্ষিণে পবন- বহে অনুক্ষণ-
 আমোদে মোহিত ॥
 গন্ধ অহুসার- চলিলা উত্তরে-
 পুষ্পভেদে মহাবুদ্ধি ।
 দেখি সরোবর- বীর ব্রহ্মোদর-
 জানিলা তে কার্য্য সিদ্ধি ॥
 সুবাসিত জলে- কনক কমলে-
 মধুপান করে ভূজ ।

তথা লাখে লাখ, হংস চক্রবাক-
বিহবে রমণী সঙ্গ ॥
ভাঙ্ক ডাঙ্কে- ভ্রমে নানা সুখে-
সারস সরসমতি ।
পুষ্প মকরজ- সদা বহে গজ-
বায়ু বহে মন্দগতি ॥
কায়ণ্ডব ব্রহ্ম, পরম আনন্দ-
সদাই আনন্দ হয় ।
মজি মনোভাবে- কেলি করে সবে
নিজ পরিবার লয়ে ॥
তথা লক্ষ লক্ষ- যক্ষরাজ পক্ষ-
আছয়ে রাক্ষস লক্ষ ।
মানিয়া বিশ্বয়- ভীমে লাগে ভয়-
কখন এ করে লজা ॥
নিভয় শরীর- ব্রহ্মকোদর বীর-
দেখিয়া নির্মূল জল ।
স্নান করি স্কট- পূজা কৈল ইষ্ট
কৌতুকে তুলে কমল ॥
দেখি পুরন্দর- কহে অনুচর-
কুবের কিঙ্কর যত ।
দেবের উদ্যানে- ভয় নাহি মনে-
দেখি যে অজান মত ॥
কেহ বলে উঠ- না করিহ হঠ-
কমল কনক কুল ।
অপ্যতর প্রাণ- মানুষ অজান-
কি জানে ইহার মূল ॥
কেহ সাধুজন, মধুর বচন-
কহে ভিমসেন প্রীতি ।
কহ মহামতি কাহার সন্ততি-
কি হেতু হেথা আগতি ॥
এই সরোবর- প্রভু বক্ষেধর-
ঈশ্বর ইহার হন ।
দেখি সাধু হেন- ভালমন্দ জান
ভারে নাহি একক্ষণ ॥
সাহস অসিম- নাম মম ভিম-
পাণ্ডুর নন্দন আমি ।
ভয় নাহি মনে- এতিন ভুবনে-
অচ্ছন্দে স্বর্গগামি ॥
ক্ষিতিপাল শ্রেষ্ঠ- মম ভাই জ্যেষ্ঠ-
যুধিষ্ঠির মহারাজা ।
পুষ্প অনুসারে- পাটান আমারে
করিবেন দেব পূজা ॥

পুষ্প লৈয়া আনি-যাব শিজগামি-
করিতে ঈশ্বর সেবা ।
অন্য কর্ম নয়- কি কারণে উয়-
এমত দুর্বল কেবা ॥
অনুচর কয়- যাও মহাশয়-
যক্ষরাজে গিয়া বল ।
নহিলে বলহ- করিব কলহ-
তবে কি হইবে কল ॥
হাসি ব্রহ্মকোদর- কহিল রে চর-
কি হেতু ঘাইব তথা ॥
আগিয়া পাণ্ডব- পুষ্প নিল সব-
কহ গিয়া এই কথা ॥
ভীম মহাবল- ভৌলয়ে কমল
না ঘানিল যদি মানা ।
কুবের কিঙ্কর- হানে ধনুঃশর-
কসিয়া সকল সেনা ॥
ভীমের উপর- সবে এড়ে শর-
বৃষ্টি যেন পড়ে গায়া ।
জ্যোৎস্না ব্রহ্মকোদর- উঠিয়া সত্তর-
মাঝিলা ব্রহ্মের যায় ॥
মারিল যতেক- কহিব কতেক-
যে কিছু আছিল শেষ ।
কান্দি উচ্চৈঃস্বরে, কহিল কুবেরে-
নিশ্চয় মজিল দেশ ॥
নর এক জন- বিকৃতি লক্ষণ-
মারিয়া বক্ষক কুল ।
কহিলেক হত- সরোবরে যত-
আছিল কর্মল কুল ॥
কহে নাগমোর- বীর ব্রহ্মকোদর-
পাণ্ডু নৃপতির সূত ।
শুন মহাশয়- কহিল নিশ্চয়
যক্ষ বল হৈল মত ।
কহিলেন রাজা- হৃদে নাহি কার্য-
তনয় অধিক হয় ।
আবার উত্তর- কহিয়া সত্তর-
পুষ্প দেও যত লয় ॥
আগি চরগণে- মধুর বচনে-
শান্ত করি ভিমসেনে ।
হেথা ধর্ম্যনাথ- বিবিধ উপাভ-
দেখিয়া শব্দরি দিনে ॥
উচাটন মতি- মুনিগণ প্রীতি-
করিলেন নিবেদন ॥

কহ মুনিবর, ডাই ব্রকোদর,
না আইল কি কাণ ॥

মুনিগণ কর, না করিবা ভয়,
ভীমে কে হিংসিতে পারে।

কহিলেন ধীর, প্রাণ নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে ॥

ভারতের কথা- অতি সুখদাতা
কহিলেন মুন বাস।

পাচাশীর ভ্রমে- মনে! আনন্দে-
বিরচিত কাশীদাস ॥

ভীমাধেয়গে যুদ্ধভীরের বাহা।

যুধীীর বলি লন কর অবধান।

ভীমের বিলম্ব মম ব্যাকুলিত প্রাণ ॥

কেমন কুবুদ্ধি প্রভু হৈল মম মনে।

ভীমেরে দিলাম আজ্ঞা পুষ্প আহারণে ॥

যখন বিগদ কাল হয় উপস্থিত।

পাণযুক্ত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন করে নীত ॥

কুর্কর্ম সকল বুঝে কুর্কর্মের প্রায়।

নহে কেন প্রবৃত্তি বগট পাশায় ॥

আশ্চর্য্য দেখহ আর বিবিধ কারণ।

পঞ্চ ভাই কৃষ্ণাসহ আইলাম বন ॥

অস্ত্রে শিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।

নিছা কার্য্য পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল ॥

বাস্ত প্রাণ না দেখিয়া দোহাকার যুথ।

বিধি দেয় ছুঃখের উপরে আরো দুখ ॥

এত বলি ঘটোৎকচে করেন স্মরণ।

স্মরণ করিবা মাত্র ভীমসেন নন্দন ॥

আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি।

আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল নরপতি ॥

ভাগ্যে আজি দেখিলান বদন তোমার।

মন দিয়া শুন বাণু কহি সমাচার।

পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার।

চারি দিন না পাই তাহার সমাচার ॥

এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার।

ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥

প্রাণের অধিক মম ব্রকোদর ডাই।

শীত্রগতি চল তথা যাইব সবাই ॥

আবারে লইয়া আর ডাই দুই জন।

সকল বর্ণের শুভ লইবা ব্রাহ্মণ ॥

দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।

এ কারণে লইতে আমার অঙ্গীকার ॥

ঘটোৎকচ বলিলেন তোমার আজ্ঞায়।

পৃথিবী বাহিতে পারি কত বড় দায় ॥

মম পুঠে আরোহণ কর সর্ব্বজনে।

তোমার প্রসাদে তথা যাইব একগণে ॥

এত শুনি ভুষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের নন্দন।

প্রসংসা করিয়া বহু দৈন আলিঙ্গন ॥

আরোহণ কৈল আগে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।

কৃষ্ণাসহ তিন ভাই বসি কুতুঙ্কলী ॥

চলিল ভীমের পুত্র ভীম পরাক্রম।

অনায়াসে গমন ভিলেক নাহি অম ॥

দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত সব।

কুমুদিত কাননে কোকিল কলরব ॥

মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমর বাক্যার।

অনঙ্গ মোহিত রজ্জ রঞ্জে সুরাকার ॥

গশপক্ষী স্রগেতে পূর্ণিত বনস্থল।

দিব্য সরোবর তাহে শোভিত কমল ॥

করয়ে কৌতুক রাজহংস চক্রবাক।

নানা বর্ণে বিহরে কচ্ছপ লাখেলাখ ॥

বিবিধ ভাঙ্গা কুণ বহু নদ নদী।

স্থাবর জঙ্গম যক্ষ কে করে অবধি ॥

প্রতি ডালে নানা গর্ক্ষী করে কলরব।

কৌতুক দেখিছে ঘেন মহামহোৎসব ॥

লজ্জিল উদ্যান সব উপবন যত।

উদ্দেশ্য পাইয়া গন্ধমাদন পরিত ॥

নানা কথা কহিতে লাগিল মুনিগণ।

শুনিয়া মানন্দ বড় ধর্ম্মের নন্দন ॥

এইরূপে অঙ্গাদিনে রাজা যুধীীর।

উপনীত যথা ছিল ব্রকোদর বীর ॥

দেখিলা অনেক সৈন্য কুবেল কিঙ্কর।

যুদ্ধেতে লইলা প্রাণ বির ব্রকোদর ॥

দিব্য সরোবর দেখি অগাধ মলিল।

কমল কুমুদ রক্ত স্নেহ পিত নিল ॥

জলজন্তু বিহঙ্গম অতি মনোহর।

কুমুম উদ্যান চারি তটের উপর ॥

ক্রিড়ায় কৌতুক মন ভীম মহামতি।

হেয়কালে দেখিল আগত ধর্ম্মপতি ॥

লোমশ ধোমের কৈল চরণ বন্দন।

মাত্রোপুত্র দুই জনে কৈল আলিঙ্গন ॥

মধুর সম্ভাষে ভূতী কৈল যাজ্ঞসেনী ॥

ভীম সম্বোধনেতে কহিলা ধর্ম্মমণি ॥

শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম।

দেব দ্বিগু হিংসা নহে দ্রুপদের ধর্ম্ম ॥

হেম কথা কহু নাহি করিবা সর্বথা ।
 কিছু না কহিলা ভীম ছিল হেটবাধা ॥
 বিদায় হইয়া গেল ঘটোৎকচ বীর ।
 দিন কত তথায় রহিল যুধিষ্ঠির ॥
 সূবর্ণ পঙ্কজ পুষ্প তুলি সর্বজন ।
 ইষ্টোচ্চন করিলেন আনন্দিত মন ॥
 ছায়া মূশীতল ফল ফল মনোরম ।
 সহজে শ্রুতের স্থান দেবের আশ্রম ॥
 যুগয়া করেন নিত্য ভীম মহাবল ।
 আনরে বনের কল ব্রাহ্মণ সকল ॥
 ভক্তিকাবে দ্রুপদনন্দিনী সাবধানা ।
 ব্রাহ্মণ পালনে রত জননী সমানা ॥
 এমনি কৌতুক যুক্ত ছিল সর্বজন ।
 এক দিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
 যুগয়া করিতে ভীম গেলা ছুরবনে ।
 ধৌম্য পুরোহিত গেলা সরোবর স্নানে ॥
 লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিলা বন ।
 নিঃসহায় আশ্রমে থাকেন চারিজন ॥
 হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব ।
 বন্ধুর পরম শত্রু আনিল পাণ্ডব ॥
 হিংসা হেতু আশ্রম করিল সেই বন ।
 ছিঞ চাহি সাবধানে থাকে অরুণ ॥
 না পারে লজ্জিতে ছুই ভীমে করি ভয় ।
 বিশেষ রক্ষণ মন্ত্র ব্রাহ্মণ পঠয় ॥
 দৈবযোগে এক দিব দেখি শূন্যলয় ।
 শীত্ৰগতি আসিয়া রাক্ষস দুবংশয় ॥
 ভয়ঙ্কর মূর্তি অতি গভীর গজ্জনে ।
 কহিতে লাগিল ছুই ধর্মের নন্দনে ॥
 আরে পাণ্ডবতি ছুই পাণ্ডিত পাণ্ডব ।
 হিডম্বক আদি নব বন্ধু ছিল সব ॥
 সবাকৈ মাঝিলা ছুই ভীম ভব জাই ।
 সেই অত্যাণে আমি নিত্রা নাহি যাই ॥
 নবাগ্নিত ফল আজি বিধি মিলাইল ।
 একারণে চারিজন একান্তে মিলিল ॥
 নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকৈ ।
 ভীমাজ্জন যাবিবেক এই মৃত্যু শোকে ॥
 নিপাত হইবে শত্রু কাম হবে পূর্ণ ।
 এতেক বলিয়া ছুই তুলিলেক তুর্ণ ॥
 পৃষ্ঠে আরোহণ করাইল শীত্ৰগতি ।
 ভীমে ভয় করিয়া পলায় ছুটনতি ॥
 মহাভাবতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের
 বদরিকাশ্রমে যাত্রা ।
 যুধিষ্ঠির বলিলেন রাক্ষস অশ্রম ।
 বুঝিলাম শ্রবণ করিল তোমারে বশ ॥
 অহিংসক জনে হিংসা করে যেই জন ।
 অপ্যকালে দশ তার করয়ে শমন ॥
 না বুঝিয়া কি কারণে করিস কুরুষ ।
 পাণ্ডপতে পড়িল ছুই মজাইয়া ধর্ম ॥
 ধর্ম নষ্ট করে যার মুখ অতিলাস ।
 সব ধর্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস ॥
 ফলিবেক এখনি রে তোর ছুটোচার ।
 হইবে ভীমের হাতে সবংশে সংহার ॥
 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা এত সব দেখি ।
 পরিত্রাহি ডাকিলেন মুদ্র দুই আখি ॥
 হা কৃষ্ণ কখনামিছু কৃপার নিধান ।
 করহ কমলাকাস্ত কষ্টে পরিত্রাণ ॥
 তোমায় পাণ্ডব বন্ধু লোকে বলি কয় ।
 সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয় ॥
 কোথা গেলে ভীমসেন করহ উজ্জয় ।
 তোমা বিনা ছুত্তরে তরিতে নাহি আর ॥
 কোথায় রহিলা গিয়া বীর ধনঞ্জয় ।
 রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ রাজিল নিশ্চয় ॥
 বিকলা হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উঠেঃশ্রবে ।
 ভীমসেন শূনিবারে পান কতদূরে ॥
 অজিপ্রায়ে বুঝিলা কান্দয়ে যাজ্ঞসেনী ।
 ব্যাঘ্র হইয়া বীরবর ধাইলা অরনি ॥
 দেখিলা পলায় ছুই লয়ে চারিজন ।
 ডাকিয়া বলিলা ভীম আশ্বাস বচন ॥
 তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাজসে ।
 এখনি মারিব ত্রুফ চক্ষুর নিমিষে ॥
 এত বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরবার ।
 বলিলেন রহ রে পাণ্ডিত নিশাচর ॥
 পাইয়া ভীমের শব বেগে ধায় জট ।
 গগনমণ্ডলে সেন ফলধের ঘট ॥
 অমুরের কন্য দেখি বেগে বীর ধায় ।
 ঘুরায় রক্তের বাড়ি মারিল মাথায় ॥
 রক্তাঘাতে ব্যথিত হইয়া ক্রোধ মনে ।
 ভীমেরে ধরিল ছুই ছাড়ি চারিজন ॥
 ধাইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান ।
 চালিতে নাহিলা ভীমে পায় অপমান ॥
 ক্রোধে কম্পমান তনু রক্ত লয়ে হাতে ।
 এহার করিল ছুই মাকতির মাথে ॥

পরশি ভীমের মাথে রুদ্ধ হৈল চুর।
বক্ষেতে চাপড ক্রোধে মারিল অমুর ॥
করাঘাতে কম্পমান বুকোমর বীর।
অঙ্গে বহে অশ্রুজল হউলা অশ্বির ॥
মারিল জটার বুক দৃঢ় মুঠাঘাত।
পর্বত উপরে যেন হৈল বজ্রপাত।
ভীমের ভৈরব নাদ অমুরের শব্দ।
কানন নিবাসী কত শুনি হৈল স্তব্দ ॥
রুক্ষাঘাত করাঘাত আদি পদাঘাতে।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেন মতে ॥
মল্লযুদ্ধে বিবারদ নোহে মহাবল।
সিংহসাদে পুরিল সকল বনস্থল ॥
ধরাধরি করি দোহে ক্ষতি মধ্যে পড়ি।
যুগল হস্তীর প্রায় দোহে গড়াগড়ি ॥
ক্লণেক উপরে ভীম ক্লণেক রাক্ষস।
সমান ভেজ্যদী দোহে সমান সাহস ॥
তবে বীর বুকোমর পায়ে অবসর।
সারিয়া উঠিল ক্ষতানুরের উপর ॥
বুকুর উপরে বসি পায়ে দাপি কর।
বামহাতে গলা চাপি ধরিল সত্ত্বর ॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর মুঠাঘাত মারি।
ভাজিয়া ফেলিল তার নস্ত দুই সারি ॥
পদাঘাত করিয়া নস্ত কৈল চুর।
ভাজিল পরাণ পাপ চুরন্ত অমুর ॥
দেখিয়া আনন্দযুক্ত ধর্মের নন্দন।
শিরেতে আশ্রয় লয়ে দিলা আলিঙ্গন ॥
কোতকে লোমশ ধোয়া দেন আশীর্বাদ।
মরিল অমুর দুই দ্বন্দ্বিল বিবাদ ॥
আমিয়া আশ্রমে সবে হরিষ বিধান।
করিলেম নিয়মিত কন্য মনে জন ॥
পরদিন প্রভাতেতে ধন্য অধিকারী।
কহিল লোমশ প্রতি কর ঘোড় করি।
মম এক নিবেদন শুন মহাশয়।
অতপর এখানে রহিতে যোগ্য নয় ॥
দেখ দুই জটাসুর মরিল পরাণ।
শুনিয়া হিংসিবে আসি তার বজ্রজনে ॥
এ কারণে এখানে রহিতে যোগ্য নয়।
বুঝিয়া করহ কন্য উচিত যে হয় ॥
লোমশ কহিল যে কহিলা ধন্যপতি।
কি মুক্তি সবার এই লয় মম মতি ॥
বাসেব আশ্রম বদরিকা পুণ্য স্থানে।
তথায় লহ সবে থাকি শ্রীত মনে ॥

এতক শুনিয়া সবে লোমশের স্থানে।
প্রশংসা করিয়া তথা যান সর্বজনে ॥
পর্বত উপরে রুদ্ধ ছায়া সুশীতল।
কমল শোভিত রম্য সরোবর জল ॥
দেখিয়া অনেক বিধি কৌতুক বিহিত।
বদরিকা আশ্রমে সকলে উপনীত ॥
আনন্দে রহেন তথা চারি সহোদর।
অর্জুন বিচ্ছেদে সবে কাতর অন্তর ॥
মহাতারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শ্রমে পুণ্যবান ॥
যুধিষ্ঠীরের বদরিকাশ্রম হইতে ধবল
পর্বতে গমন।

কহিলেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
বদরিকাশ্রম গিয়া পাশুর বন ৩ন ॥
কেমনে রহিলা তথা অর্জুন বিহনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব শ্রবণে ॥
মুনি বলিলেন তবে শুন নরবর।
বনবাস গত হয় চতুর্থ বৎসর ॥
পঞ্চবর্ষ প্রবেশ সমাপ্ত মাস যায়।
একদিন পঞ্চজন বসিলা তথায় ॥
অর্জুন বিহনে সবে নিঃশব্দ মন।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণা করিয়া রোদন ॥
দেখ মহারাজ এই দৈবের কারণ।
সর্বস্বত্ব বিলাসে বঞ্চিত এই জন ॥
যে হেতু অর্জুন গেল অস্ত্র শিখিবারে।
হইল বৎসর পঞ্চ না দেখি তাঁহারে ॥
প্রাণের বিহনে যেন শরীর ধারণ।
অর্জুন বিচ্ছেদে আমি হয়েছি ভেমন ॥
তোমার সবাকার মনে না জানি কি লয়।
পার্থের বিহনে মম আশ্রম স্থির নয় ॥
ভীম বলিলেন সত্য ভ্রূপদনন্দিনী।
শীর্ণ মম কলেবর এই সব গণি ॥
মুখ্যের সমান সেই সর্ব গুণধর।
শামিলাম মহা বাহুবলেতে যাহার ॥
যাহার ভেজ্যেতে হৈল সুরাসুর বশ।
এ তিন ভুবনে যার প্রকাশিল বশ ॥
তাহার বিহনে প্রাণ ধারণ কি হয়।
হেনকালে কহিলেন মাতীর তনয় ॥
যত দিন না হৈ দেখি পার্থ মহাবীর।
আহার অকটি চিত্ত সদাই অশ্বির ॥
কোথা দিব তুলনা সে অর্জুনের গুণ।
পাশুর কুলের চক্ষু কেবল অর্জুন ॥

তবে যদি পার্থ সহ নহে দরশন ।
 আমরা ভাঙ্গিব প্রাণ এই নিরুপণ ॥
 অনন্তরে কহিলেন ধন্য নৃপমণি ।
 কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি ॥
 অসাধ্য সাধন হেতু সেই ভাই মূল ।
 তাহার বিচ্ছেদ মম পরাগ আকুল ॥
 কিন্তু আমি শুনিয়াছি মুনির বচন ।
 অর্জুন অজৈয় হেন কহে সর্বজন ॥
 চিন্তা না করিবা কিছু তাহার কারণে ।
 পুরুষাশ্রয় হইল এত দিনে ॥
 কহিল আমারে পার্থ গমনের কালে ।
 আশীর্বাদ করিবা যে আসি ভালে ॥
 চিন্তা না করিবা কিছু আমার কারণে ।
 পঞ্চবর্ষে আসিব তোমার বিদ্যমানে ॥
 ধবল পর্বতে সবে করিবা গমন ।
 সেই স্থানে আসি আমি মিলিব তখন ॥
 চল তথায় শীত্র যাই সর্বজন ।
 অবশ্য অর্জুন সঙ্গে হবে দরশন ॥
 তবে সন্ধ্যা ভাবে ধনুঃ নন্দন ।
 করিলেন লোমশ মূনির নিবেদন ।
 কহিলেন মুনি আশ্বাশিয়া এই কথা ।
 চল শীত্র অরশ্য যাইব সবে তথা ॥
 চলিল লোমশ অগ্রে ধৌমের সহিত ।
 কৃষ্ণ সহ চারি ভাই যান হরষিত ॥
 ক্রমে ক্রমে লজ্জিয়া দুর্গম যত পথ ।
 উদ্দেশ্য করিয়া যান ধবল পর্বত ।
 নানাবিধ পর্বত অসংখ্য নদ নদী ।
 পশুপক্ষী বন বৃক্ষ কে করে অবধি ॥
 নানা বাকা আলাপে আনন্দ যুক্ত নন ।
 করিলেন ছাড়ি গন্ধমাদিন গমন ॥
 উত্তরেতে হিমালয় পর্বতের শ্রোষ্ঠ ।
 কতদূরে ধবল পর্বত হৈল দৃষ্ট ॥
 পরম সুন্দর শুক্ল ফটিক সঙ্কাশ ।
 দেখিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ॥
 যত্নে উঠিলেন তবে অতি উচ্চগিরি ।
 তথা থাকি দেখিলেন কুবেরের পুরী ॥
 অদূরেতে পুরীঘর অতি শোভা করে ।
 হইল অমর্যবতী ভ্রম সবাগারে ।
 বহুবিধ প্রাশংসা করিল সর্বজন ।
 কোতুকে দেখে সবে পর্বতোপবন ।
 কুবের শাসন সেই হয় গিরিবর ॥
 রক্ষা হেতু আছে লক্ষ লক্ষ অশুর ॥

এক দিন প্রভাতে উঠিয়া যুদ্ধজীর ।
 কৃষ্ণসহ চারি ভাই হইল বাহির ॥
 সহিতে লোমশ ধৌম্য আদি মূনিগণ ।
 প্রবেশেন পরম কোতুকে পুষ্পবন ॥
 শীতল সৌরভ বহে গন্ধ সমীরণ ।
 প্রফুল্ল হইল গজে সবাগার মন ॥
 নানা পুষ্পে মধুপান করয়ে ভ্রমর ।
 কোকিল বাক্য করি বসন্ত কঙ্কর ॥
 দেখিয়া প্রাশংসা করি সাধু বলি ।
 মনের মানসে সবে নানা পুষ্প তুলি ॥
 গভীরেতে ভাঙিল অনেক পুষ্পবন ।
 দেখিয়া কুপিত যত অশুরগণ ॥
 ডাকিয়া বলিল শুন মনুষ্য অধম ।
 এত দিনে সবাকৈ শ্রবণ কৈল বম ॥
 আরে মন্দমতি এই দেবের আলর ।
 দৈদৃশ করিলি নাহি মনে লাগে ভয় ॥
 ইহার উচিত কর্ন এইক্ষণে দিব ।
 মুহূর্ত্তেক শমন মদনে পাঠাইব ॥
 এত বলি চতুর্দিক বেড়ে সর্বজনে ।
 অন্ধকার করিলেন অস্ত্র বরিষণে ॥
 দেখিয়া কুপিল তবে ভীম মহাবল ।
 মুহূর্ত্তেক নিবারিলা রক্ষক সকল ॥
 মারিলা যতেক তাহা কে করে গণনা ।
 প্রাণতরে গলাইল শেষ বত জনা ॥
 অতি ত্রাসে উদ্ধ্বাসে ধীর অতি বেগে ।
 কান্দিয়া কহিল গিয়া কুবেরের আগে ॥
 অবধান মহারাজ কয় নিবেদন ।
 পুষ্পবনে আসিলা মনুষ্য কয়জন ॥
 ভাঙিয়া পুষ্পের বন মারিল রাক্ষসে ।
 কাহারে না করে ভয় অসীম সাহসে ॥
 বলেতে সনান তার নহে কোনজন ।
 বিনয় করিলে নাহি শুনয়ে বচন ॥
 যতেক রাক্ষসগণ মারিল সকল ।
 তাতে রক্ষা পাইয়াছি আমরা কেবল ॥
 বিরোধ তাহার সাথে বড়ই সংশয় ।
 বুঝিয়া করহ কর্ত্ত্ব উচিত যে হয় ॥
 শুনিয়া চরের শূন্য এতেক ভারতী ।
 জলন্ত অনল ত লা কোণে যক্ষপতি ॥
 মাজিল অনেক সৈন্য চতুর্দিক সেনা ।
 যক্ষ রক্ষ গিশাচ গন্ধর্ব্ব অগণনা ॥
 যথায় ধর্ম্মে সূত কুবের কাননে ।
 উত্তরিলা যক্ষপতি অতি ক্রোধ মনে ॥

দেখিয়া জানিল এই রাজ্য যুধিষ্ঠির ।
 মাজীপুত্র ছই সহ ব্রহ্মকোদর বীর ॥
 নিকটে হইলা যবে ধর্ম্য নরবর ।
 কহিতে লাগিল ক্রোধে গুহাক দৈবর ॥
 বড় বংশে জন্ম রাজ্য নহত অজ্ঞান ।
 কি কারণে কর কর্ম্য নীচের সমান ॥
 দেবতা ব্রাহ্মণ হেতু জন্ম ক্ষয় হয় ।
 পুন হিংসা কর কেন ভ্যাজ ধর্ম্যতর ॥
 ক্রমায় না কিছু ধর্ম্যভয় বাসি ।
 পুনঃ ক্রিপ্ত গত কর্ম্য কর আসি ॥
 নহি আমি হীন শক্তি না হই দুর্বল ।
 মুহূর্ত্তেকে দিতে পারি সমুচিত ফল ॥
 এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের উনয় ।
 যোড় করে কহিলেন করিয়া ধনয় ॥
 ক্রপার সাগর তুমি দয়ার নিধান ।
 বিশেষ বালক ভীম কিবা তার জ্ঞান ॥
 জনক না লয় যেন বালকের দোষ ।
 ক্রপা করি ছুর কর মনের আক্রোশ ॥
 ইত্যাদি অনেক মতে করিয়া জবন ।
 যক্ষরাজে তুলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
 তুচ্ছ হৈয়া বর দিয়া মধুর সম্ভাষণে ।
 মনুষ্য বাহনে গেল আপন নিবাসে ॥
 পরম কৌতুক মনে ধর্ম্ম্য নরপতি ।
 মনোরম্য দেখি তথা করিয়া বসতি ॥
 নানা সুখে আনন্দে রহেন সখজন ।
 অনুক্ষণ ধ্যান মনে পার্থ আগমন ॥
 ভারত পক্ষজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
 পঁচালী প্রসঙ্গে বিরক্তিল কাশীদাস ॥
 ইন্দ্রালয়ে অর্জুনের সপ্তস্বর্গ
 দর্শনে যাত্রা ।
 হেথায় ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয় ।
 ইন্দ্রের আদরে পান সর্বত্র বিজয় ॥
 নানা বিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ ।
 রূপে স্তম্ভে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ।
 আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাংপর ॥
 শিখাইল অস্ত্র সহ সবো নিজ স্বায় ।
 ইন্দ্রের নন্দন বলি সবে করে দয় ॥
 নৃত্য গীতে বিশারদ ক্রমাতে সুধীর ।
 শাস্ত্র মতে সমা সর্ব স্তম্ভেতে গভীর ॥
 হেনমতে সুখেতে আছেন কুন্তীমুখ ।
 দেখিয়া আনন্দযুত দের পুরহিত ॥

তবে ইন্দ্র জানিলা অর্জুন পরাংক্রম ।
 পুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম ॥
 বিপাত কবচ দৈত্য কালকেয় আদি ।
 অসাধ্য সাধন বত দেবের বিবাদী ॥
 বিনা পার্থ নাশিতে না পারে অন্যজন ।
 আনিলাম অর্জুন নৈরে এই সে কারণ ॥
 জ্ঞানর অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয় ।
 হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয় ॥
 নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতনে ।
 সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা জ্ঞান হয় মনে ॥
 এমত উদ্বিগ্ন চিত্ত অবরের গতি ।
 ডাকিয়া আনিলা শীত্র মাতলি সাংখ্যি ॥
 একে কহিল যতেক সমাচার ।
 পার্থ বিনা নাহিক এতে করিতে উদ্ধার ॥
 না করিয়া অর্জুনে এ সব বিবরণ ।
 ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ ॥
 সহিতে যাইয়া তুমি জানাবে সকল ।
 প্রথমে যাইবা যত দেবতার স্থল ॥
 সপ্ত স্বর্গ নিবাস করয়ে যত জন ।
 দেবতা গুহাক সিদ্ধি গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
 ক্রমে দেখাইবা তুমি সবার আলয় ।
 প্রফুল্ল দেখিবে তবে বীর ধনঞ্জয় ॥
 আমার পরম শত্রু কহিবা অমুর ।
 গভায়াতে পথক্রমে যাইবে সে পুর ॥
 জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে ।
 অর্জুনের বাণে ছুট সংহার হইবে ॥
 এমত হইলে তবে স্মৃতিবে অনর্থ ।
 এই রূপ সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ ॥
 শুনিয়া মাতলি কহে যে আজ্ঞা তোমার ।
 এরূপ হইলে হবে অমুর সংহার ॥
 মাতলিরে বিদায় করিলা সুরমাণি ।
 কোন মতে গেল দিন প্রভাতা রজনী ॥
 উঠিয়া আনন্দ মতি সহস্রলোচন ।
 নিত্য নিরোজিত কর্ম্ম করি সমাপন ॥
 বলিলা সত্যর হাসে সহস্রলোচন ।
 মাতলি আসিয়া অগ্রে করে নিবেদন ॥
 হেনকালে উপনিত পার্থ ধনুধর ।
 নিজ পাস্বে বসাইয়া শীত্র দৈবর ॥
 প্রশংসা করিয়া অগ্রে বলিলা হাত ।
 কহিলা পার্থেয় প্রতি জিনেশের নাথ ॥
 শুন পুত্র স্বকার্য্য সাধিলা নিজ স্তম্ভে ।
 চিরদিন বিলম্ব হইল এ কারণে ॥

না দেখি তোমার মুখ ধর্মের তনয় ।
 চিন্তাযুক্ত ধর্মিকবেন মম মনে লয় ।।
 অতপর বিলম্বিতে নাহি কিছু কার্য ।
 শত্রুগতি ভেটিতে উচিত ধর্মরাজ ॥
 রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি ॥
 স্বর্গের বিস্তর দেখি আইসহ শত্রুগতি ।।
 আজ্ঞা পায়ে আনে রথ মাতলি সজ্জা ।
 ইচ্ছা করে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্ধর ॥
 সুসজ্জ হইলা ধনুর্ধর লৈয়া হাতে ।
 গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥
 মাতলি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ ।
 পবন অধিক দেবরথের গমন ॥
 ক্রমে দেখিলেন অমর আলয় ।
 নন্দন কাননে যান বীর ধনঞ্জয় ॥
 সে অতি সুন্দর বসন মূনি মনোহরে ।
 প্রফুল্লিত কুহুম কানন শোভা করে ॥
 নিরস্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে চরিত্র ॥
 মত্ত হয়ে বিহার করয়ে ভীমকেতু ॥
 মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমর বাক্যর ।
 কোকিলের রব বিনা নাহি শুনি আর ॥
 প্রতি ডালে নানা পক্ষী করে কলরব ।
 মৃগ মৃগী মৃগেচ্ছ বিহার করে নর ॥
 নানা পক্ষী শোভিত সুন্দর ফল ফল ।
 মল্ল বায়ু সদাগতিবহে সুশীতল ॥
 দেখিয়া বনের শোভা পরম কোতুকে ।
 দিন কত তথায় বঞ্চিলা হেন মুখে ॥
 তথা হৈতে গেলা পার্থ গন্ধর্বেষের পুরী ।
 দেখিলা নিবাসে যত কোতুক বিহারী ॥
 নৃত্য গীত আনন্দিত সবাচার মন ।
 সমান বয়স বেশ বৈসে যত জন ॥
 হেনকালে কিম্বদ অসুর আদি যত ।
 ভ্রমণ করেন পার্থ চালাইয়া রথ ॥
 যথাক্রমে সপ্তস্বর্গ দেখিয়া সকল ।
 আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল ॥
 আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে ।
 ধন্য আমি এত সব দেখি নু নয়নে ॥
 তবেত মাতলি গেল যমের ভুবন ।
 নানা বাদ্য দেখিলেন কুলীর নন্দন ॥
 দেখেন ধর্মের সত্য ধর্মের বিচার ।
 পূণ্যবস্ত্র সুখে আছে দুঃখে পালাচায় ॥
 পূণ্যবস্ত্র লোক যত নিবাসি সিংহাসনে ।
 করয়ে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধান ॥

পাপীর কষ্টের কথা কহা নাহি যায় ।
 প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায় ॥
 মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে ।
 ক্রমির কারড়ে পাপী পরিভ্রাঙ্ক ডাকে ॥
 ঘোর অন্ধকার কুণে পাপী বারি যায় ।
 গোময় পোকায় তার মাথা খুলি খায় ॥
 দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন ।
 মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন ॥
 চোরের নিদ্রায় যেন নাহি প্রয়োজন ।
 ইচ্ছা কার্যে জাগে যেন মাতলির মন ॥
 সপ্তস্বর্গে ছিল যত কোতুক অশেষ ।
 অর্জুনে দেখায় আর দৈত্যগণ দেশ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 বিনাত কবচ দৈত্যের সহিত অর্জুনের
 যুদ্ধ এবং দৈত্যের সবংশে নিধন ।
 ইচ্ছাবাক্য বনে করি মাতলি সারণি ।
 দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥
 ঘাইতে দৈত্যের পুরি দেখি বারভাগে ।
 শত্রুগতি রথ তবে চালাইয়া বেগে ॥
 কালকেয় বিনাত কবচ যেই দেশে ।
 মাতলি চালায় রথ চক্ষুর নিমিষে ।
 জিমিয়া অমরাবতী পুরীর নির্মাণ ।
 বিশ্বায় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
 দেবের বসতি ন হইল অগচর ।
 ভুবন ভিতরে সার কাহার নগর ॥
 মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয় ।
 কহ মত্যা জান যদি কাহার আলয় ॥
 সর্বলোক সুখি আছে নানা পরিচ্ছদ ।
 ইচ্ছের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ ॥
 মাতলি কহিল পার্থ কর অবধান ।
 বিনাত কবচ নামে দৈত্যের প্রধান ॥
 দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে ।
 না দেখি সমান স্বর্গ মত্যা রসাতলে ॥
 ইচ্ছের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ ।
 ইচ্ছের সমান তেজ মৈন্য পরায়ণ ॥
 মহাবলবস্ত্র সব নিবাতের দেশে ।
 ইচ্ছা লইতে পারে চক্ষুর নিমিষে ॥
 নিদ্রা নাহি শতানুখে এত দৈত্যগণ ।
 এই দুই ইচ্ছের পরম শত্রু হয় ॥
 তোমার এ বধা বাটে জানিবা বিশেষ ।
 আনিলাম তোমারে অর্জুন এই দেশ ॥

মাতলি কহিল যদি এতক তারতী।
লাগিলেন কহিতে অর্জুন মহামতি ॥
গিতার পরম শত্রু এই দুর্য্যচার।
কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার ॥
নিশ্চয় পুরাণ আশি পিতৃ মনোরথ।
নিতর হইয়া চালাইয়া দেও রথ ॥
মাতলি কহিল রথ চালাইতে নারি।
রথী মাত্র একা তুমি একারণে ডরি ॥
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি আছেয়ে তাহার।
একা তুমি কি প্রকার করিবে সংহার ॥
চল শীঘ্র জানাইব অমরের পাশে।
অনুমতি দিল কত সৈন্য নিয়া আসে ॥
পশ্চাত্ত করিব যুদ্ধ আসিয়া নিশ্চয়।
যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লয় ॥
এতক কহিল যদি সারথি মাতলি।
ক্রোধভরে গজিয়া উঠিল মহাবলী ॥
একা মোরে দেখিয়া অবজ্ঞা কর মনে।
কোন জন বিরোধ করিবে মম সনে ॥
সুরাসুর একত্র আইসে যদি বাদে।
চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অগ্রমাদে ॥
এখনি মারিব যত অশ্বের অরি।
না মরিলে রথী আমি পার্থ নাম ধরি ॥
টঙ্কারিয়া দেবশত্রু বাজান দ্বিগুণ।
এত বলি গাধীর ধনুকে দিলা গুণ ॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করি মহাবল।
শুনি কম্পমান হৈলা ত্রৈলোক্য মণ্ডল ॥
শত বজ্রঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পাত্ৰ হৈল মহান্তর ॥
কালকের বিনাত কবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে বায় যত অমর বিবাদী ॥
হুসজ্জ হইয়া যত অস্ত্র লৈয়া হাতে।
আবাহন করি সবে অশ্ব গজ রথে ॥
বিবিধ বাঘের শব্দ সৈন্য কোলাহল।
তেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবল ॥
মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রকূলা রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ ॥
চতুর্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্ররতি।
প্রায় কালেতে যেন মছাইতে হৃদি ॥
না হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পুরিল দিশপাশ ॥
দিয়া দ্বিপ্রহরে হৈল যোর অন্ধকার।
অন্যর আছুক নাহি পবন গন্ধার ॥

অগ্নি অস্ত্র এড়িনেক পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে পুরিল সকল ॥
যেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
সুপ্রকাশ পাইলেন পার্থ মহাবীর ॥
করিলেন যেঘ অস্ত্র পার্থ বরিষণ।
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যেরা করিল নিবারণ ॥
এডিল পর্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্ধচন্দ্রে কাটিলেন পার্থ ধনুর্জ্ব ॥
তবে দৈত্য অর্জুনে মারিল দশ বাণ।
বাজিল পার্থে বৃকে বজ্রের সমান ॥
রাখায় বাখিত পার্থ হয়ে মুচ্ছাগত।
মুহূর্ত্তেকে গর্জি উঠিলেন সিংহমত ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
এড়িলেন সহস্র তোমার দৈত্যোদ্দেশে ॥
গজিয়া উঠিল বাণ গগন মণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে ॥
সৈর্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুখিত অন্তরে।
দিব্য অস্ত্র প্রহার করিলা দৈত্যোন্মরে ॥
বাণঘাতে মুচ্ছত হইল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি ॥
দৈত্যপতি চেতন পাইল কতক্ষণে।
কালকেরগণ আসি তেটিল অর্জুনে ॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর।
মানুসী রাক্ষসী মেবী গন্ধর্বি পিশাচী ॥
ক্রোধ স্থানে বত অস্ত্র পান সব্যাসচী ॥
প্রহারক পর্যন্ত যুঝিয়া মহাবল।
কথির সহিতে অজে বহে গর্ষজল ॥
দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হইল কাফর ॥
ভাবিলেন পরম লক্ষট আশি ঠেল।
মাতলি এতক দেখি কহিতে লাগিল ॥
নিশ্চয় জানিনু গাথি হৈলা জ্ঞান হত।
প্রাণপণে করিলে আপন শক্তি বত ॥
তথাপি দুরস্ত দৈত্য নহিল সংহার।
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্র এতে নাহি প্রতিকার ॥
পাশপত অস্ত্র পশুপতি দেন দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান ॥
সে ছেন আছুয়ে তব মহারত্ন নিধি।
এবত সংযোগে করে নিয়োজিল বিধি ॥

এই বস আশ্চর্য্য বড় লাগে মন মনে ।
 এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে ॥
 শুনি পাশুপত বীর নিলেন উৎফণে ।
 মস্ত পড়ি যুড়িলেন ধনুকের স্তম্ভে ॥
 কোটা সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল ভোমোগরা ॥
 আছুক অন্যের কার্য্য অজ্ঞান সত্তর ॥
 অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত ॥
 উলকাপাত নিঘাত বহিল তপ্তবাত ॥
 প্রায় জানিয়া সাবে স্বর্গর নিবাসী ॥
 রহিল। অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী ॥
 অস্ত্র মুখে বৈ হৈল ছত্ৰাশন বৃত্তী ॥
 দাহন করিল তাতে অসুরের গোষ্ঠী ॥
 অলস অনলে ঘেন শিমুলের তুলা ॥
 তাদৃশ হইল ভাষ্য দূক দৈত্যমুলা ॥
 অস্ত্র সব অনলেব প্রচল বাতাসে ॥
 জীব জন্তু না রহিল দানবের দেশে ॥
 হেনকালে শূন্যাবানী শুনি এই রব ॥
 সম্বরণ কর পাথ মজাইলে সব ॥
 তাল হৈল দুই দৈত্য হইল সংহার ॥
 মনুষ্যে এ অস্ত্র না করিবা অবতার ॥
 সংহার কারণ শৃষ্টি বিধির শূন্য ॥
 বিনাশ করিতে ইচ্ছা দিল ত্রিলোচন ॥
 যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুণে ॥
 মস্তবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তুনে ॥
 পুন পুন এইমত হৈল দৈববাণি ॥
 আশ্রমে বিহ্বল পাথ ইষ্টে সিদ্ধি জানি ॥
 মস্তবলে অস্ত্র সম্বরিল। বীরবর ॥
 আশীর্বাদ করে তবে গেল। নিজঘর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ॥
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা ও সভ্যলোকে
 আগমন ।
 কার্য্যালিঙ্গি জানি তবে সারথি মাতলি ।
 বায়ুবেগে চালাইল রথ মহাবলী ॥
 নানা কাব্য কথায় হরিয় দুইজন ॥
 মুহূর্ত্তেক গেল। পরে ইন্দ্রের ভুবন ॥
 অজ্ঞুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ ॥
 সজ্জেক করিয়া তবে দেবতার বৃন্দ ॥
 অগ্রসরি আগনি গেলেন কত পথ ॥
 হেনকালে উত্তরিল অজ্ঞুনের রথ ॥
 নিকটে দেখিয়া পাথ শটীর ঈশ্বর ॥
 রথ হৈতে ছুটিলে নানিয়া সম্বর ॥

প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে ।
 সম্ভাব। করেন সুখে বস দেবগণে ॥
 দেব পুরন্দর আদি হরিষে বিহ্বল ॥
 প্রেযাবেশে কহিল। অজ্ঞুনে দিয়া কোল ॥
 ধন্য ধন্য পুত্র তুমি ধন্য ভব শিলা ॥
 ধন্য তারে যে জন তোমায়ে দিল দীক্ষা ॥
 জানিনু তোমায়ে ধন্য। জোজরাজ সূতা ॥
 তোমা হেন পুত্র হেতু আমি ধন্য পিতা ॥
 তোমা হৈতে দূর হৈল আম'র অনিষ্ট ॥
 এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট ॥
 এত বলি কুচুল। দেব পুরন্দর ॥
 তুণ মুখ দিলেন বিচিত্র দিয়া শর ॥
 মস্তকে কিরীট দিলা কণ্ঠেতে কুণ্ডল ॥
 দশ নাম নিরুপণ করে আশুপল ॥
 আছিল অজ্ঞান নাম দ্বিতীয় ফাল্গুণি ॥
 নকত্রাচ্যুসারে নাম রাখিল জননী ॥
 খাণ্ডব দহিল যবে আমা সবে জিনি ॥
 সেইকালে বিষ্ণু নাম দিয়াছ আগনি ॥
 আমা হৈতে কিরীট পাইল যশোভন ॥
 এই হেতু কিরীট বলিবে সর্বজন ॥
 কবিছে রথের শোভা শ্বেত চারি ছয় ॥
 লোকে শ্বেতবাহন করিয়া তোমা কর ॥
 দিলেন বিভৎস নাম গোবিন্দ আগনি ॥
 যথা যাও তথা আইস তুমি যুদ্ধ জিনি ॥
 এই হেতু তব নাম হইল বিজয় ॥
 বর্ণ ভেদে সবে ঘেন কৃষ্ণ নাম কর ॥
 উভয় হস্তেতে তব সন্মান সন্ধান ॥
 সবাসাচী নাম তেঁহু হরি অবদান ॥
 ধনঞ্জয় তব নাম ধনপতি জিনি ॥
 যোগের সাধন এই সর্বলোকে মানি ॥
 কাম্য করি দশ লাগ নরে যদি জপে ॥
 অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ব পাপে ॥
 হেনবতে আনন্দে রহিলা সর্বজন ॥
 প্রভাতে উঠিয়া তবে মহেশলোচন ॥
 মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি ॥
 সুসজ্জ। করিয়া রথ আন শীত্ৰগতি ॥
 আজ্ঞা মাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ ॥
 বিচিত্রা সাজন গতি নর্ত্তন খঞ্জন ॥
 অমর ঈশ্বর তবে অজ্ঞুনে ডাকিলা ॥
 মধুর সম্ভাষা করি কহিতে লাগিলা ॥
 শুন পুত্র বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন ॥
 প্রত্যাগতি তেঁহু গিয়া ধর্ম্মের নন্দন ॥

নানাভাতি ভূষণে করিরা পূবস্কার।
 কোলে করি চুম্বন করিল। বায়ে বায় ॥
 অজ্ঞান গড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
 দাণ্ডাইয়া প্রণাম করিয়া বিদ্যমান ॥
 করবোড়ে কহিলেন মককণ ভাষে।
 তোমার আজ্ঞায় বাই ধর্মরাজ পাশে ॥
 তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
 আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টিগণ ॥
 তা সবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
 কুপা করি আপনি থাকিব অনুবল ॥
 ইন্দ্র বলিলেন কথা শুন ধনঞ্জয়।
 যথা তুমি তথা আমি জানিবা নিশ্চয় ॥
 মনের মানস পূর্ণ হইবে তোমার।
 ধর্মপুত্র সুখিত্তির ধর্ম অবতার ॥
 বসুমতী পতি ধোণা সেই মে রাজন।
 কালেতে উচিত ফল পাবে তুর্ধ্যোজন ॥
 এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত মন।
 অমরাবতীতে বাস করে যত জন ॥
 একে একে বিদায় হইয়া সর্বজ্ঞানে।
 রথে চড়ি গমন করেন কৃষ্ণ মনে।
 পথেতে কৌতুক নানা কথার আবেশে।
 কতক্ষণে উপনীত ভারত প্রদেশে ॥
 এইমত ঘাইতে মাতলি ধনঞ্জয়।
 কতদূরে দেখিল পর্বত হিমালয় ॥
 অনন্তরে যথা ধর্ম ধবল পর্বত।
 মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জুনের রথ ॥
 চিত্তার বাকুল চিত্ত রাজা সুখিত্তির।
 অর্জুনে দেখিয়া হৈল প্রফুল্ল শরীর ॥
 ভূষে নানিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্ররথ।
 সুখিত্তির চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ ॥
 অর্জুনে করিয়া কোলে ধর্মের নন্দন।
 চিরদিন সমাগমে করি আলিঙ্গন ॥
 পূর্ণক্সে শোভা দেখি হষে জলনিধি।
 দরিত্র পাইল যেন মন্ডারভূমিধি ॥
 ধর্মের আনন্দ অলে করি পার্থ মান।
 ভীষের চরণে নতি করিল ধীমান ॥
 আলিঙ্গন করি দুই মাত্রীর নন্দনে।
 দ্রৌপদীরে ভূষিলেন মধুর বচনে ॥
 শুনিয়া লোমশ মুনি ধৌম পুরোহিত।
 শীত্রেগতি তথায় হইল উপনীত ॥
 সজ্জমে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
 অশ্বশিয়া আশীর্বাদ কৈল দুই জনে ॥

হেনমতে আনন্দে বনিল সর্বজন।
 কৌতুক বিধানে যত কথোপকথন ॥
 ভারত পঞ্চজ রবি মহামুনি বাস।
 পাচালী প্রবাহে রচে কাশীরাম দাস ॥
 অর্জুনের গমনাবধি আগমন পর্যন্ত সর্ব
 সঙ্গাই সুখিত্তিরের অবগ।
 মধুর সন্তোষে তবে ধর্ম দরপতি।
 সবিনয়ে কহিলেন মাতলির প্রতি ॥
 তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন জন।
 দেবরাজে ক'হবা আমার নিবেদন ॥
 রাজপুত্র হয়ে দুঃখী আমার মতন।
 পৃথিবী মাধ্যতে নাহি দেখি কোন জন ॥
 সহায় সম্পদ মাত্র তাঁহার চরণ ॥
 আপনি করিবা ভাতি এই নিবেদন ॥
 বিদায় হইয়া শক্তি সারথি চলিল।
 ধর্ম কহিলেন পার্থে বাহা মনে ছিল ॥
 কর ভাই আপন মঙ্গল সমাচার।
 যে কর্ম করিলে তাহা লোকে চমৎকার ॥
 শুনিতে উৎসুক বড় আছে মম মন।
 ক্রমে ক্রমে ক'হবা সকল বিবরণ ॥
 শুনিয়া লোমশ ধৌম দিল অনুমতি।
 কহিতে লাগিল পরে পার্থ মহামতি ॥
 বিদায় হইবা গিয়া সবার চরণে।
 চলিতে উত্তরমুখে প্রবেশিয়া বনে ॥
 তপস্যার অনুসারে হইয়া বিকল।
 হিমালয়ে দেখিলাম অতি রম্যস্থল ॥
 দেখিয়া বনের শোভা করিতে ভ্রমণ।
 দিলেন ভটিল বেশে ইন্দ্র দরশন ॥
 ছল করি কহিলেন যত ছল কথা।
 কদাচিত্ত ভাবিত না হইবে সর্বথা ॥
 দিলেন প্রকার রূপে মোরে পরিচয়।
 আমি ইন্দ্র বর মাগ বীর ধনঞ্জয় ॥
 শুনি কহিলাম মম এই নিবেদন।
 প্রসন্ন হইয়া যদি দেও অঙ্গগণ ॥
 ইন্দ্র বলিলেন অস্ত্র পাইবা পশ্চাতে।
 তপস্যা করিয়া তুচ্ছ কর বিশ্বনাথে ॥
 শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হরিষ মানসে।
 করিলাম স্তুতপস্যা হরের উদ্দেশে ॥
 পর্ণাহার কলাহার আহার ত্যজিয়া।
 উজ্জপদে অধোমুখে বৎসর ব্যাপিয়া ॥
 হেনমতে ফুট করিলাম আশুভাষে।
 আইলেন শিব দায়ী করিয়া বিশেষে ॥

শুক্ল দেখিয়া এক ধারে যায় আগে ।
 পশ্চাতে কিরাত বীর আসিতেছে বেগে ॥
 অসমর্থ দেখি তারে শ্রান্ত কলেবর ।
 দয়া করি অস্ত্র মারি বধি সে শূকর ॥
 দেখিয়া কিরাত হৈল ক্রোধের লক্ষণ ।
 ছলেতে নিন্দিয়া বহু মাগিলেক রণ ॥
 ক্রোধে করিলাম যত অস্ত্রেতে প্রহার ।
 গিলিল ধনুক সহ সে অস্ত্র আমার ॥
 তবে মল্লযুদ্ধ করি অতি প্রাণপণে ।
 তুষ্ট হয়ে পরিচয় দিলেন সেইক্ষণে ॥
 সস্ত্রমহ দিল। নিজ অস্ত্র পাশপত ।
 এতিন ভুবনে যাহা অতুল মহত্ত্ব ॥
 বর দিয়া সদানন্দ করিলা গমন ।
 ইন্দ্রে জানাইল গিয়া সর্ব বিবরণ ॥
 শুনি রথ পাঠাইল শতীর ঈশ্বর ।
 আদ্যে নিলেন স্বর্গে করিয়া আদর ॥
 নানা নৃত্য গীতেতে আনন্দ কুতুহলে ।
 সত্য বসিয়া দেখি অমর সকলে ॥
 দেখি নৃত্য করিতেছে কোতুকে অপ্সরী ।
 আছিল তাহার যাহা উর্বশী সুন্দরী ॥
 তারে দেখি পূর্বকথা হৈল শ্রবণ ॥
 দ্বিধা হাসিয়া আমি করি নিরাফণ ॥
 তাহাতে সঙ্কটে বুঝি আনন্দ বিশেষে ।
 ইন্দ্র অনুমতি ক্রমে যায় মম পাশে ॥
 দেখিয়া অন্তরে বড় হইল বিস্ময় ।
 পূর্ব পিতামহের জননী এই হয় ॥
 প্রণাম করিয়া তবে করি নিবেদন ।
 কহ গো জননী নিশা গমন কারণ ॥
 অন্যভাবে আসিয়া শুনিব বিপরীত ।
 কহিতে লাগিল তবে হইয়া দুঃখিত ॥
 যতক্ষণে দেখিয়াছি তোমার বদন !
 ক্রমে পশিল মম নিস্তর মদন ॥
 এ কারণে আইলাম ঘোর নিশাকালে ।
 এ হেন কুৎসিত ভাষা কি হেতু কহিলে ॥
 না করিলা আশাপূর্ণ পুরুষের কায ।
 ক্রীত হয়ে থাক তুমি ক্রীণেব মায়া ॥
 এত বলি নিজ ঘরে চলিলা দুঃখিত ।
 পুরন্দর শুনি পাছে হইল সজ্জিত ॥
 উর্বশীকে আজ্ঞা দিল। সহস্রলোচন ।
 করহ অজ্ঞানে শীঘ্র শাপ বিমোচন ॥
 উর্বশী কহিল শাপ খণ্ডন না হয় ।
 বৎসরেক ক্রীত হবে অজ্ঞাত সময় ॥

উপকার হইবে অজ্ঞাত বাস হবে ।
 স্বস্তি স্বস্তি করিয়া কহিল ইন্দ্র তবে ॥
 তার পর দেব তবে কত দিনান্তরে ।
 তব স্থানে পাঠান লোমশ মুনিবরে ॥
 তরে ইন্দ্র করিলেন অস্ত্র সমর্পণ ।
 সেই মত দিলেন যতেক দেবগণ ॥
 যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব করিলা সবে দয়া ।
 অস্ত্র সহ শিক্ষাইলা সবে নিজ মারা ॥
 হেনমতে নিজকার্য করি সু সাধন ।
 দেখিয়া বিস্মিত হৈল মহাস্রলোচন ॥
 আছিল দুরন্ত দৈত্য অমর বিবাদী ।
 কালেক্ষে নিবাত কবচ দৈত্য আদি ॥
 স্নেহের কারণ ইন্দ্র কিছু না কহিলা ।
 নগর ভ্রমণ হেতু ছলে পাঠাইলা ॥
 একে একে দেখিলাম অমর নিলয় ।
 সঞ্জীবনীপুর যথা ব্রহ্মার আলায় ॥
 দেখিয়া তাঁহার পুরি করাত গমন ।
 মাতুল আনিল রথ যথা দৈত্যগণ ॥
 নগর শ্রীচীর ঘর পুষ্পের উদ্যান ।
 ভিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্মাণ ॥
 দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল আমার ।
 পূর্বে নাহি দেখিয়াছি হেন চন্দ্রকার ॥
 মাতুলি সারথি ছিল অতি বিচক্ষণ ।
 জিজ্ঞাসিলে কহিল সকল বিবরণ ॥
 ক'রলাম পিতৃবৈরী আনিয়া বিরোধ ।
 ধাইল দানব সব করি মহাক্রোধ ॥
 অশ্রমেয় বল ধরে অশ্রমেয় ধন ।
 সমুদ্র সদৃশ তাহা ক্ষেপে করে গগন ॥
 নানা অস্ত্র ধরিয়া ভেটিল সর্বজনে ।
 দ্বিতীয় প্রহর মুক্ত করি প্রাণপণে ॥
 সন্ধান করিয়া পাছে অস্ত্র পাশপত ।
 ভয়া হৈয়া উড়িল দুরন্ত দৈত্য যত ॥
 কার্য সিদ্ধি করি তবে প্রফুল্ল হৃদয় ।
 আইলাম পুন স্রুখে ইন্দ্রের আলায় ॥
 শুনিয়া আনন্দমতি অমর প্রধান ।
 অশ্রমার হৈয়া বহু করিল সন্মান ॥
 দিল। দিব্য কিরীট কুণ্ডল মনোহর ।
 অক্ষয় যুগল ভূষণ পূর্ণ দিল শর ॥
 কহিলেন আশ্বাস করিয়া এই কথা ।
 যেই আমি সেই তুমি আনিবে সর্বথা ॥
 যেমন আমার শত্রু করিলা নিধন ।
 এইমত মারিব তোমার শত্রুগণ ॥

আমা হৈতে হইবেক তব কার্য যেই।
শুনিলে করিব নম অঙ্গীকার এই ॥
মাতলি সহিতে তবে পাঠাইয়া দিলা।
পূর্বের বৃত্তান্ত এই সমস্ত শুনিল। ॥
কেবল ভরসা মাত্র তোমার চরণ।
মূর্ত্তেকে বিনাশিতে পারি জিতুবন ॥
শতকর্ণ আসে যদি দুর্ব্বোধন শত।
সপক্ষ করিয়া সাথে দিকপাল যত ॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ এসাদে।
কুত্র অস্ত সমান বধিব অগ্রমানে।
অজ্ঞুনের মুখে শুনি এতেক বচন।
যুধিষ্ঠির কহিলা করিয়া আলিঙ্গন ॥
এ তিন ভুবনে তব অন্তত চরিত্র।
আমার ভারতবংশ করিলা পবিত্র ॥
শক্রগণ গভীর সাগর হৈতে পার।
সহায় সম্পদ মম তুমি কর্ণধার ॥
এই সব রহস্য করিয়া ননোরথে।
রহিলেন পঞ্চভাই ধবল পর্ব্বতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সন্ধান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠীরের নিকটে ইন্দ্রাদি দেবের
আগমন।

তথায় অমরাবতী দেব পুরন্দর।
মাতলির মুখে শুনি ধর্ম্মের উত্তর ॥
মনেতে মানিয়া সুখ হরিশ বিধান।
শীত্রেগতি ডাকিল যতেক দেবগণ ॥
কহিলা যে কথা সর্ব্বের দিল ভাষে মতি।
বহিতে লাগিল ইন্দ্র স্বাকার প্রভি ॥
পরম বান্ধব ভূলা রাজা যুধিষ্ঠীর।
বিক্রমে বিশাল যার ভাই পার্থ দীর ॥
নিশঙ্ক করিল দেবে একাকী অজ্ঞুন।
কোটি কম্পে পরিশোধ না হইবে শ্রণ ॥
হেনজনে উপরোধ করিতে উচিত।
কি যুক্তি সবার এই মম সমীচিতি ॥
ধবল পর্ব্বতে আছে ভাই পঞ্চজন।
চল তবে ধর্ম্মেরে করিব দরশন ॥
শুনি অনুমতি দিলা যত দেবগণ।
মাতলিরে শীত্রে রথ করিতে সাজন ॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা মাতলি সারথি।
রথসজ্জা করিয়া আনিল মহামতি ॥
আহবান করিয়া নিল যতেক অমর।
কৌতুকে বসিলা রথোপরে পুরন্দর ॥

শীত্রে করি সারথি চালায় সেই রথ।
মূর্ত্তেকে উত্তরিল ধবল পর্ব্বত ॥
কানন নিবাসী যথা পঞ্চ সহোদর।
উপনীত হইল দেব সহ পুরন্দর ॥
ইন্দ্রে দেখি আনন্দে উঠিয়া ধর্ম্মপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিলা প্রণতি ॥
সহিতে আছিল যত আর দেবগণ।
একে একে সবাকারে করিল বন্দন ॥
পান্ড্য অর্ঘ্য আসনে পুজিয়া বিধিমতে।
করঘোড় করিয়া কহিল শচীনাথে ॥
পূর্ব্ব পিতা মহা তপ করিলা চুলভ।
এ কারণে আমার বৈতব এত সব ॥
জামিলাম তবে আমি নহি হীন তপা।
তুমি হেন জন আসিবারে কৈলা কৃপা ॥
যজ্ঞ তপ জপ আর ব্রত আচরণ।
এ সর্ব্ব করিয়া নাহি পায় দরশন ॥
আমার ভাগ্যের আজি না দেখি অবধি।
পাইলাম গৃহে বসি ছেন রত্ননিধি ॥
এত শুনি কহিলেন দেব পুরন্দর।
কহিলা যে কিছু সত্য ধন্য নৃপবর ॥
আপনাকে নাহি জানি তুমি অয়ং ধর্ম্ম।
পৃথিবী করিল ধন্য তোমার সুকর্ম্ম ॥
তুমি রাজা হৈলে ধন্য অবনীমণ্ডলে।
অনুগত আর যত অনুজ সকলে ॥
তোমা সবাকার শ্রণ করিয়া অরণ।
অশেষ পাপেতে মুক্ত হর পাণীগণ ॥
হবে যে কহিল কষ্ট পাইলা কাননে।
কিধির নিযুক্ত নাহি লজ্জা মাধুজনে ॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি ধর্ম্ম আচরণ।
কিন্তু না করিহ রাজা ধর্ম্মকে ছেলন ॥
ভীষ্মজুন দেখ এই অনুজ তোমার।
অনায়াসে খণ্ডাইবে পৃথিবীর ভার ॥
আমা আমি তোমার আত্মীয় সমুদয়।
একা পার্থ সবাকারে করিল নিভয় ॥
শত্রুভয় তুমি কিছু না করিবা মনে।
ভীষ্মজুন বধিবেক কর্ণ দুর্ব্বোধনে ॥
ইত্যাদি অনেক কথা কহি পুরন্দর।
যুধিষ্ঠীরে কহিলেন যাগ ইষ্টবর ॥
ধর্ম্মপুত্র বালিলেন মম নিবেদন।
ধর্ম্ম বিচলিত ঘেন নহে মম মন ॥
সদাই সদয় থাক তোমা ছেন জন।
হাসিয়া কহিলা শুনি সহস্রলোচন ॥

হেনমতে শাস্ত করি রাজ্য যুধিষ্ঠিরে ।
দেবরাজ ইন্দ্র গেলা আপনার ঘরে ॥
মহাভারতের কর্তা মহামুনি ব্যাস ।
রচিলেন পাঁচালী প্রবন্ধে কাশ্যদাস ॥

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ সহ কাম্যক-

বনে যাত্রা ।

দীঘ-দ্বিগদী ।

স্বর্গে গেলা সুরপতি, হইয়া আনন্দ অতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ মহোদর ।

আপনার ভাগ্য জ্ঞান, লইয়া সকল মূনি
আনন্দ বিধানে পরম্পর ॥

তবে ধর্ম্ম নরপতি, লোমশ ধোমোর প্রীতি,
কহিলেন করে যোড়কর ।

আজ্ঞাকর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ করি অতপর ॥

বসতি কোথায় করি, কার আজ্ঞা শিরোধরি
সেই স্থানে করিব গমন ।

কহিলা হে ধোম্য তবে, কাম্যবনে চলসবে,
সার্য যুক্তি লয় মম মন ॥

ধোম্য বলিলেন যত, সকলি বনের মত,
যুধিষ্ঠিরের প্রফুল্ল বদন ।

শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে করিলা স্মরণ ॥

সত্যশীল ধর্ম্মমণি, হিড়ম্বানন্দন জ্ঞানি,
শীত্রগতি হৈল উপনীত ॥

সবারে প্রণাম করে, দাড়াইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পুরিত ॥

কহিলেন ঘটোৎকচ, আজ্ঞা কর সত্যবচ,
কি কারণে করিলা স্মরণ ।

ধর্ম্ম কহিলেন কথা, কাব্যকানন যথা,
নিয়া চল করিব গমন ।

শুনি ভীম অঙ্গজ, বাড়াইলো নিজতনু
করিলেন বিস্তার যোজন ।

তবে ধর্ম্ম নরপতি, সবাঙ্কবে শীত্রগতি,
করিলেন তাহে আরোহণ ॥

ভীমের নন্দন বীর, পরাক্রমে মহাধীর,
অনায়াসে করিল গমন ।

নাহি মনে কিছু ভ্রম, ভিলেক না হয় অম,
উত্তরিলো কাম্যক কামন ॥

মৃগ গণ্ডি বিহঙ্গম, বনস্থল পূর্ণতম,
ব্রহ্মগণ শোভে কল ফুলে ।

কৌতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সব,
পুণ্যার্থী প্রভাসের কূলে ॥

সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া সর্বজন,
মুগ্ধা করিয়া নিভা আনি ।

কেবল সূর্যের বরে, ভূজ্ঞান সবার ঘরে
রন্ধন করেন বাজসেনী ।

এমন সানন্দ মনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ মহোদর ।

এক দিন নিশা শেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে
কহিলা লোমশ মুনিবর ॥

শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
ভুষ্টি হয়ে করহ বিদায় ॥

শুনি তাই পঞ্চজন, আসিয়া বিরম মনে,
পড়িল প্রণাম করি গায় ॥

লোচন সলিলে রাজা-বিধিমতে করে পূজা-
বহু স্তুতি করিলেন শেষে ।

কহিয়া সবার স্থানে- পরম সস্তাষ মনে-
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে ॥

ধর্ম্ম আগমন শুনি- আইল যতেক মুনি-
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন ।

ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের সত্তা, উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যন ॥

বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাত,
গেলেন ধর্ম্মের অন্তঃরণে ।

যত পরিবার সঙ্গে, অনন্দ প্রমদ সঙ্গে,
উপনীত রম্য কাম্যবনে ॥

কৃষ্ণ আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
অমৃত সিঞ্চিল কলেবর ।

আনন্দ মন্দির পূব, অগ্রমরি কত দূর,
সবাঙ্কবে পঞ্চ মহোদর ॥

চিরদিন অনশনে, নমস্কার আলিঙ্গনে,
আশীর্বাদ হুমঙ্গল ধনি ।

বসিলা কৌতুক মতি, রামকৃষ্ণ ধর্ম্ম প্রীতি;
সবাঙ্কবে আর যত মূনি ॥

বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
জিজ্ঞাসেন কুশলাদি তথা ।

শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হউল যতেক কর্ম্ম,
পূর্বের বৃত্তান্ত সব কথা ।

শুনি রাম যজুপতি, আনন্দে প্রসন্ন অতি,
প্রশংসা করে পার্থবীরে ।

তবে তার কতকণে, চলিলেন সর্বজন
স্থান হেতু প্রভাসের তীরে ॥

জলক্রীড়া করি তবে, আসিয়া আশ্রমে তবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
করি শক্তি আচমন, কর শেষে সর্বজন,
বসিলেন হরিষ মানসে।
হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিা যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বানী।
তোমার ভাগ্যের কথা, এমন কহিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুলা মানি।
যতক দেখেছ কর্ম্ম, সকলের সারি ধর্ম্ম;
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মি বলবন্ত।
অধর্ম্মি যে জন হয়, চির দিন নাহি রয়,
অপ্প দিনে অধর্ম্মি বন্ত।
ইহা জানি ধর্ম্মরাজ, সারিরা আপন কাষ,
সত্যে না হইবে বিচলিত।
পূর্বের মহাজন যত, সবাংকার এক পথ,
কেহ নাহি করিলা অন্যত।
সত্য জান মহাশয়, তোমার এ দুখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী সর্বজন।
বিপুল বৈভব যত, নিশির স্বপ্ন মত,
অপ্প দিনে হইল নিধন।
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মূনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধান।
নিশ্চয় জানিবে তুমি, ভবিষ্য কহিছ আমি,
অপ্প দিনে বাবে দুর্ঘোষনে।
আশীর্বাদ করি তবে, যথা স্থানে গেলা সবে,
বন্ধুগণ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্বজন, গুলা সব নিজ স্থান,
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরার।
তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
চাহিলেন বিনায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, বাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে।
ধর্ম্ম উক্ত মৃদুভাবে, অবশ্য বাইবে দেশে,
রাধিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি, সকল জানিছ তুমি,
চক্ষু দুই রাম নারায়ণ।
হেন করি সম্বোধন, বিদায় হইয়া বান,
রেবতী ও সত্যভামাপতি।
রথে চড়ি সবাংকবে, নানা বাক্য মহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী।
সবে গেলা নিজ ঘর; হেথা পঞ্চ মহোদর,
কান্যাবনে করিয়া আশ্রয়।

অপ বজ্র দান ব্রত, নানা ধর্ম্ম অবিরত,
করি নিত্য আনন্দ ভ্রময়।
বনেতে বিচিত্র কথা, বাসের চরিত্র গাঁথা,
বর্ণিবারে কাহার কি শক্তি।
গীত হৃদে অভিলাষ, ভণে দ্বৈপায়নদান,
কৃষ্ণপদে থাকে যেম ভক্তি।
দুর্ঘোষনের পরিবার সহিত প্রভাস
তীর্থে যাত্রা।
অন্যেজয় বলিলেন কর অর্থদান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান।
সর্বজন গেলা যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিলা সবে রাহুল কোথায়।
মূনি বলিলেন তবে শুন কুবের।
কৃষ্ণ সহ কান্যাবনে পঞ্চ মহোদর।
প্রভাস তীর্থে তীরে বিচিত্র কানন।
কল পুষ্প অপ্রমিত যুগ পশুগণ।
সুগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রাজেন দ্রুপদসুতা আনন্দ ভ্রময়।
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
প্রভাত মিলিলেন পূর্বের জ্ঞানগণ।
পূর্বসত ভোজন করিয়া রুদ্র।
লক্ষ্মীকণা যাজ্ঞসেনী রক্তনে আনন্দ।
এইমত পঞ্চ তাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্ঘোষন রাজা আনন্দেতে ডাষে।
বিপুল বৈভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত কহা নাহি যায়।
নিজরাজ্যে ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ বে রাজ্য পূর্বে অর্জুন শাসিত।
যে সকল রাজা হৈল তাহে অহংগত।
কর দিয়া সবাই থাকে শত শত।
অথ গজ হস্তি বহু কে করে গণন।
সমুদ্র সমান সর্ব অপ্রমিত ধন।
ইন্দ্র দেবরাজ যেন অমর সমাজে।
দুর্ঘোষন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে।
এক দিন সত্য বলিলা কুবের।
শকুনি বলিছে তারে শুন মহামতি।
উর্জুন ভারতবংশ হৈল তোমা হৈতে।
তুমি মহারাজ হৈলা তুবন মাঝেতে।
তোমার সমান রূপ না দেখি বিপক্ষ।
কর দিয়া সবে তোমা রাজ্য লক্ষ্য।
হয় হস্তি রথপতি চতুরঙ্গ দল।
কুবের জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল।

বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান ।
 কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জানি ॥
 যেই পুংস না হইল ঈশ্বর পর্যাণ্ড ।
 যে ধনেতে নাহি হয় বাঞ্ছন সুতৃপ্ত ॥
 যে সম্পদ ভুঞ্জিয়া বাঞ্ছন নহে ক্ষুণ্ণ ।
 শক্রগণ যে সম্পদ না করিল দৃষ্ট ॥
 সে সকল বার্থ করি পূর্ণাপর কর ।
 এই অনুতাপ মম জাগয়ে হৃদয় ॥
 সব তৃপ্ত আছে তব গুণ যত বন্ধু ।
 পৃথিবী পুরিল তোমা শব্দ বশ ইন্দু ॥
 অতুল্য এ সব ধন তোমার হইল ।
 সবে মাত্র এ সম্পদ শক্র না দেখিল ॥
 পূর্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব ।
 দেশ ছাড়ি পাঠাইলা বনেতে পাণ্ডব ॥
 রাখিলাম নগরের অন্তে দিবা স্থল ।
 প্রত্যহ দেখিত ভারা বিভূতি সকল ॥
 দৃষ্টানলে দক্ষ সঙ্গ হৈত পঞ্চজন ।
 অসহ বাজুর সব বাজিত সর্গন ॥
 কোথায় রহিল গিয়া নিজ্জন কাননে ।
 তোমার ঐশ্বর্য এত জানিলে কেমনে ॥
 কর্ণ বলিলেন সত্য গান্ধারাদিকারী ।
 ইহা অনুশোচী আমি দিবস সর্বরী ॥
 নারীর যৌবন যেন স্বামীর বিহনে ।
 বল তেজ বার্থ না দেখিল শক্রগণ ॥
 বিজয় বিনষ্ট হয় বৈরি না দেখিলে ।
 বিবিধ নিয়ম ইহা জানি আমি ভালে ॥
 যত দিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব ।
 লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব ॥
 কিছু এক করিয়াছি বিচার নিয়ম ।
 বুঝিয়া করহ কার্য উচিত যে হয় ॥
 প্রভাস ভীর্ষের ভীরে ভগবতীর বেশে ।
 শক্র মুখে বঞ্চিত সঙ্কেতে নানা ক্রোশে ॥
 চল সবে যাব তথা ধ্যান করিবারে ।
 হইত অনন্ত পুণ্য স্থানে ভীর্ষ নীরে ॥
 হয় হস্তী রথ গতি চতুরঙ্গ দল ।
 সবাকার পরিবার ইত্যাদি সকল ॥
 ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বৈভব ।
 দেখিয়া দ্বিগুণ দক্ষ হইবে পাণ্ডব ॥
 ঘোরবাত্ত করি সর্ব লোকেতে কহিবে ।
 কিন্তু ভীষ্ম জ্ঞান জ্ঞানি কেহ না জানিবে ॥
 ইহার বিধান এই মন মনে আসে ।
 এক বাত্মা দুই কার্য হইবে বিশেষে ॥

কর্ণের এতক বাণী শুনি সেইজন ।
 সাধু প্রশংসা করিল দু র্যাদন ॥
 দুঃশাসন জয়প্রথ ত্রিগর্ত প্রভূতি ।
 সাধু বলি উঠে যতক দুর্মতি ॥
 কর্ণ বলিলেন দ্রুত চল কুরুপতি ।
 সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীতগতি ॥
 আজ্ঞামাত্র দুর্ঘোষন হইলা বাহির ।
 ডাকিয়া সকল সৈন্য যত যোদ্ধা বীর ॥
 যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার ।
 নারীগণ শুনি হৈলা আনন্দ অপার ॥
 ত্রৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব ।
 তীর্থস্থান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব ॥
 সর্বকাল বীরূপে থাকে বুদ্ধভাবে ।
 বিশেষ সম্বন্ধ নারী বাত্মা মহোৎসবে ॥
 নয়দান যোগান তুংঙ্গয়ান সাজে ।
 রথ রথী চলিল পদাতি পদব্রজে ॥
 বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা ।
 সমুজ্জ সদৃশ সৈন্য কে করে গণনা ॥
 সাজাইয়া সব সৈন্য দুঃশাসন বেগে ।
 করঘোড়ে দাড়াইল নৃপতির আগে ॥
 শুনিয়া কৌরবপতি উঠিয়া সমুদ্রে ।
 বাহির হইলা নিরঙ্কিয়ে ক্রোধে ॥
 সমুজ্জ লহরী খেন বথের গভাক ।
 মেঘের সদৃশ নাহি যায় সবে দেখা ॥
 মনোহর মনোজ্ঞ উন্নত তুরঙ্গম ।
 পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম ॥
 সমস্ত সকল সৈন্য ঘোষিতে সুন্দর ।
 শমন তত্বয় হয় কিবা ছাঁর নর ॥
 কর্ণ বলিলেন গোণে নাহি প্রয়োজন ।
 ভীষ্মদেব শুনিলে করিবে নিবারণ ॥
 এই হেতু তিলেক বিলম্ব নাহি ভায় ।
 দ্রুতগতি চল সখা এই অভিপ্রায় ॥
 শুনিয়া কৌরবপতি বিলম্ব না কৈলা ।
 গমন সময়ে সব বিদুর জামিলা ॥
 এখা রাজা সৈন্য মধ্যে যান দ্রুতগতি ।
 কহিলা মধুর ভাষে দুর্ঘোষন প্রতি ॥
 শুন তাত যাইবে প্রভাস ভীর্ষ স্থানে ।
 পুণ্যকার্যে বাধা নাহি কহি এ কারণে ॥
 কুববংশ প্রেক্ষ তুমি রাজকুবন্তী ।
 পুরিল ভুধর মাঝে তোমার সুকীর্তি ॥
 এ সময়ে যত কর ধৈর্য আচরণ ।
 ভূষিত বিভব হবে দ্বিগুণ শোভন ॥

সবা কার্য বন মন্ত প্রভাস গুহনে ।
নিষেধ না করি আমি এই সে কারণে ॥
বিচিত্র সুচিত্র বন সুন্দর সে স্থল ।
দেবতা গন্ধর্ব তথা নিবাসে সকল ॥
বহু সিদ্ধ গুণিগণ উপনীত তথ্য ।
কর সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিবে সর্বথা ॥
দুর্ধ্যোধন বলিলেন যে আজ্ঞা তোমার ।
যদি দ্বন্দ্ব করি তাহে কি ক্ষতি আমার ॥
মম সৈন্য দেখে ভাত ভোমার প্রসাদে ।
ইন্দ্র বম আশে যদি জিনিব বিবাসে ॥
তথাচ বিরোধে মম কোন প্রয়োজন ।
যাও তুমি নিজ গৃহে করহ গমন ॥
বিদুর মেলানি করি কৌরবের পতি ।
আ করিয়া বিলম্ব চলি শীত্রগতি ॥
বিনা ভীষ্ম দোণ দ্রোণি রূপাচার্য্য বীর ।
সর্ব সৈন্যে দুর্ধ্যোধন হইল বাহির ॥
চলিতে চরণ ভরে কম্পিতা মেদিনী ।
ধূলী উড়ি আচ্ছাদিল দিনে বিনমনি ॥
সৈন্য কোলাহল জিনি সাগর গর্জনে ।
প্রমাদ গণিল সবে না বুঝি কারণ ॥
নগর ছাড়িয়া বনে করিল প্রবেশ ।
মহা কলরব শব্দ পূরিল বিবেশ ॥
মেঘের সদৃশ ধূলি গগনমণ্ডলে ।
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া চলিল বহু স্থলে ॥
ভারত পুরুষ রবি মহামুনি বাস ।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিত কাশীদাস ॥

দুর্ধ্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীষ্মজু-
নের রণ সজ্জাতে যুধিষ্ঠিরের
সামুদ্র ।

হেথায় প্রভাতে উঠি তাই পঞ্চ জন ।
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সর্বার্পণ ॥
স্নান হেতু গেলেন সহিত দ্বিজগণ ।
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশেন বন ॥
যুগ্ম করিতে যান ভীম ধনঞ্জয় ।
রাক্ষস নিকটে যাত্র মাত্রী পুত্রদ্বয় ॥
মহাবনে প্রবেশ করিল দুই ভাই ।
মারিলেন রাশি রাশি যুগ এক ঠাই ॥
অরণ্য ভ্রমণে দোহে আস্ত কলেবর ।
বিশ্রাম করিল বসি দুই মহোদর ॥
হেনকালে শুনিল সৈন্যের কোলাহল ।
প্রলয় গর্জনে হেন সাগরের জল ॥

কটকের পদধূলি ঢাকিল গগণ ।
মেঘে আচ্ছাদিল ধেন সূর্য্যের কিরণ ॥
কহিল অজ্ঞানের প্রতি পবন নন্দন ।
চল শীত্র যুগ্মাতে নাহি প্রয়োজন ॥
শুন আই বিপুল সৈন্যের কোলাহল ।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগণ মণ্ডল ॥
কৃষ্ণ সহ রহিলেন পাণ্ডবের নাথ ।
বাংশব বালক মাত্রীপুত্র দুই সাত ॥
কিবা কর্ম করিলান আসি দুই জন ।
কেহ আসি বিরোধিল ধর্ম্মের নন্দন ॥
এতক বিচারি শীত্র যান দুই জন ।
হেথায় মাত্রীর পুত্র ধর্ম্মের নন্দন ॥
সহদেব আজ্ঞা মেন ধর্ম্ম নৃপননি ।
দেখ তাই বনে আসে কাহার বাহিনী ॥
যুগ্ম করিতে গেল ভীম ধনঞ্জয় ।
বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল হৃদয় ॥
এই বনে বাস করে গন্ধর্ব কিল্লর ।
বিরোধের অশক্ত সদা বীর রুকোদর ॥
কি জানি কাহার সঙ্গে হইল বিরোধ ।
বনে কিবা আসিয়াছে কোন মহাবোধ ॥
আর এক মম মনে লাগে অভিপ্রায় ।
ক্লেশীকৃত শক্তিহীন দেখিয়া আশ্রয় ॥
বনমাঝে থাকি আমি তপস্বীর বেণে ।
সহায় সম্পদ হীন হীন রাজ্য দেশে ॥
দ্রুতবুদ্ধি কণ শকুনের সন্তানয় ।
নন্দনতি দুর্ধ্যোধন আসিছে হেথায় ॥
শীত্র কহ সহদেব করিয়া নির্যয় ।
হেনকালে উপনীত ভীম ধনঞ্জয় ॥
দেখিয়া আনন্দ চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ।
আলিঙ্গিয়া কহিলেন কহ বিবরণ ॥
অজ্ঞান বলেন দেব নির্যয় না জানি ।
যোর শব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী ॥
শুনিয়া বিশ্বাস বড় জন্মিয়াছে তার ।
বিশেষ রাগিয়া এক গোলাম ভোমার ॥
ব্যগ্র হয়ে আইলাম শীত্র একারণে ।
ধর্ম্ম বলিলেন ইহা হয়েছিল মনে ॥
তোমা দোহা জন্যে দ্বন্দ্ব হৈল কার সনে ।
করিতে ছিলাম চিন্তা আসি একারণে ॥
তোমা দোহা দেখি গেল সন্দেহ সকল ।
কিন্তু তাই নিকটে সৈন্যের কোলাহল ॥
পরপক্ষ বিপক্ষ সপক্ষ আমি জানি ।
অনুদানে জানি তাই অনেক কাহিনী ॥

আত্মাশ্রয় পার্থ রথ করিতে স্থির ।
 কপিধ্বজ যুক্ত রথ দিল দ্রুতগণ ॥
 ধর্মেরে প্রণাম করি পার্থ উঠে রথে ।
 চলিলেন বায়ুবোগে অন্তরীক্ষ পথে ॥
 শব্দ অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যান ।
 দেখিলা কৌরব সেনা সমুদ্র প্রমাণ ॥
 ধ্বজ চক্র রথ রথী পদাতী কুঞ্জর ।
 জানিলেন দেখি পার্থ কৌরব পামর ॥
 এত চিন্তি চালাইলা রথ শীত্রগতি ।
 মুহূর্ত্তেকে গেলেন যে স্থানে ধর্ম্যপতি ॥
 পার্থ দেখি তুচ্ছ হয়ে ধর্মের নন্দন ।
 জিজ্ঞাসেন কার সৈন্য কহ বিবরণ ॥
 অর্জুন কহেন দেব কি জিজ্ঞাস আর ।
 দেখিলাম সৈন্যেরা কৌরব কুলদার ॥
 আমি সবা হিংসিবারে আইল এ স্থানে ।
 নহে এই বনস্থলে কোন প্রয়োজনে ॥
 এত শুনি মহাক্রুদ্ধ বীর রুকোদর ।
 আশ্চর্য করি অতি উঠিলা মত্তর ॥
 করষোড়ে বলিলেন দেখ রাজা ধর্ম্য ।
 দেখ মহারাজ তুচ্ছ তুর্ধ্যোধন কর্ম্য ॥
 কপটে কপটি সমর রাজ্য ধন নিল ।
 জটা বক পুরাইয়া বনে পাঠাইল ॥
 দেশ হইতে রত্ন ধন কিছু নাহি আনি ।
 কোন মতে তার বাণী না হইল হানি ॥
 সময় নির্ণয় আমি না করি লজবন ।
 তথাচ আইল তুচ্ছ করিতে হিংসন ॥
 ধর্ম্য হেতু এত কষ্ট পাই গণ্ডজনে ।
 সে ধর্ম্য কলিল আজি তুচ্ছ তুর্ধ্যোধনে ॥
 কৌরবের সৈন্য যদি আসিছে ছেথায় ।
 তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায় ॥
 প্রসন্ন হইয়া রাজা আজ্ঞা কর ধোরে ।
 মুহূর্ত্তেকে সংস্থারিব যতেক সোমরে ॥
 উঠ শীত্র ধনঞ্জয় বিলম্বে কি কাষ ।
 এত অপমানেরে তিলেক নাহি লাগ ॥
 নিয়ত পুরত দিন যে কিছু আছয় ।
 আমি না লজিবু সে গোপিত লজবয় ॥
 হেন নকুল সহদেব বীরের প্রধান ।
 সবাক্ষিত সিদ্ধি কেন না কর বিধান ॥
 এতেক কহিল যদি রুকোদর বীর ।
 ক্রোধেতে অবশ হৈল পার্থের শরীর ॥
 জলন্ত অনলে যেন ঘৃত চালি দিল ।
 নাজীপুত্র দুই জন গর্জিয়া উঠিল ॥

সুসজ্জ করিলা সবে যে দ্বার বাহিন ।
 ভূগ হৈতে বাহির করিলা অঙ্গুগণ ॥
 আড়াভাদি ভূগেতে থুইল পুনর্বার ।
 ধনুকেতে শূণ দিয়া দিলেন টকার ॥
 কবচে অমৃত তনু নানা অস্ত্র পৌচী ।
 দেবদত্ত শঙ্খটি রাজনী সচ্যাসচী ॥
 পুনঃ গদা কুলে পবন নন্দন ।
 তখন কহেন ধর্ম্য মধুর বচন ॥
 শুন ভাই কোন কর্ম্য তোমার অসাধা ।
 সহজে অর্জুন এই দেবের অবাদ্য ॥
 বলে সূর্য্য সম দুই মাজীর তনয় ।
 উল্লস যম পামে যদি কি তাহে বিশ্বাস ॥
 কিছু অগ্রে কারণ করহ নিরূপণ ।
 কোন কার্য্য হেতু হেথা আসে তুর্ধ্যোধন ॥
 বনেতে ভ্রমণ কিবা তীর্থে করে স্থান ।
 মৃগয়া করিতে কিবা করিল বিধান ॥
 নির্ণয় না জানি অগ্রে কেন কর যুদ্ধ ।
 নিশ্চয় নহিলে হয় ধর্ম্মপথ বন্ধ ॥
 যদি অগ্রে তার হিংসা করিবে আমার ।
 আমিও মারিব তারে না করি বিচার ॥
 নিকলের বল ধর্ম্য তাহে করি হেলা ।
 তুস্তর সাগরে আর আছে কোন তেলা ॥
 ধর্ম্মপুত্র মুখে শুন এতেক বচন ।
 নিবর্ত্তিলা বিরম বদনে চারি জন ॥
 কুলে নিবারিল যেন সমুদ্রে লহরী ।
 হৃদয়জ্ঞ বসিলা সবে ধর্ম্ম্য দৃষ্টি করি ॥
 সম্মুখে বসিলা যত ব্রাহ্মণ মঙ্গল ।
 অপর বেদীত যেন দেব আখণ্ডল ॥
 মৃগচন্দ্ৰ কুশাসনে তপস্বীর বেশ ।
 বলক পারিধান ফিরে জটাভার কেশে ॥
 কথোপকথনে অতি সবার আনন্দ ।
 হেনকালে আইলেন কুরু প্রতিমন্দ ॥
 ব্রাহ্মণ মঙ্গলী আর ভাই গণ্ড জন ।
 দক্ষিণ কয়িয়া চলে নৃপতির সেনা ॥
 অগ্রে চলে অগ্নিত পদাতিক চালি ।
 ঘনোহর ভুরঙ্গমে সব মহাবলি ॥
 অর্জুনের তব মেঘবর্ণ হাতি ।
 নানা চিত্র বিচিত্র অশংখ্য চলে রথী ॥
 হেনকালে কৌরবের যত নারীগণ ।
 বুচাইলা রথের সকল আচ্ছাদন ॥
 অঙ্গলিতে দেখাইয়া কহিলেন বাণী ।
 হেতু দেখ কুটিলেরেতে ভ্রমণ নন্দিনী ॥

যড় ভাগো দেখিলাম কেহ সর্বজন ।
 পাছে পাছে চলে বৈনা কে করে গমন ॥
 শকট বলদ উড়ে নানা জব্য সারি ।
 শত যুদিখান। সঙ্গে দোকান পসারি ॥
 যে কিছু বেড়ব বিস্তর রাজার আছিল ।
 সহস্রতি সূজন বন্ধু সকলি আনিল ॥
 উপহার যোগ্য না হবেন সুরপতি ।
 বর্ণনা করিতে তাহা কাহার শক্তি ॥
 এ রূপে ঘান রাজা কৌরবের পতি ।
 প্রলয় কালেতে খেন কলরব অতি ॥
 সম্ভাষা করিতে গেল সঞ্জয়নন্দন ।
 নমু শিরে করে করিল বন্দন ॥
 যুদ্ধীর জিজ্ঞাসেন কহ সমাচার ।
 কোন কর্মে নৃপতি করিল অগ্রসার ॥
 ধর্ম্মবাক্যে কহিলেন সঞ্জয়নন্দন ॥
 প্রভাসে করিতে স্থান আইলা রাজন ॥
 পুন ধর্ম্ম কহিলেন মুনির আলয় ।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ সমুদয় ॥
 দেখে তিনি কুককুলে প্রোষ্ঠ নরপতি ।
 বিরোধ না হয় যেন কাহার সহস্রতি ॥
 তথা হতে শুনিয়া সঞ্জয়মুত গেলা ।
 ধর্ম্মের যতেক কথা রাজ্যারে কহিলা ॥
 শুনি অহঙ্কারে অন্ধ অবজ্ঞা করিলা ।
 আহ্বাদে শকুনি কর্ণ তখনি হাসিলা ॥
 সহজে তপস্বী লোক দেবতার ভয় ।
 কার শক্তি ক্ষত্রিয় নিকটে অগ্র হয় ॥
 এত বলি নিশ্চয়ে রহিল সর্বজন ॥
 পুণ্যার্থ প্রভাস পাইল কতক্ষণে ।
 নানা চিত্র বিচিত্র উদ্যান বনোদর ॥
 এফুল্ল কমল বনে শুঞ্জরে ভ্রমর ॥
 কোকিল বিহরে নিত্য নিজ মন্ততায় ।
 মুনির মানস হরে বসন্তের বায় ॥
 নিবিড় বনের শোভা কে করে বর্ণন ।
 দেখিয়া সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥
 ছুঃখানন কর্ণ আদি হরিয় বিধান ।
 রহিল সকল সৈন্য যথ। যোগ্য স্থান ॥
 সারি সারি বস্ত্র গৃহ দেখিতে সুরঙ্গ ।
 পর্ব্বত সযান ঘেম পর্ব্বতের তঙ্গ ॥
 বেড়িল বসনে যথ। প্রভাসের বারি ।
 এইমত করিয়া করিলা অগ্রসরি ॥
 তবে দুর্য্যোধন রাজা সহোদর শত ।
 দ্বিগুণ শকুনি কর্ণ অমাত্য আহত ॥

স্থান করি কোতুকে কবিলা নানা দান ।
 হয় হস্তী বীরগণ নাহি পরিমান ॥
 পরম কোতুকে সবে স্থান দান করি ।
 বিচিত্র বসন নন অলঙ্কার পরি ॥
 জলপান করিয়া বাসিলা সর্বজন ।
 কোতুকেতে করিলেন তল্ল তক্ষণ ॥
 দৃশ্যা পাতিয়া কেহ করিলা শয়ন ।
 কেহ পাশা খেলে কেহ করায় রন্ধন ।
 ভারত পক্ষজ রবি মহামুনি বাস ।
 পাচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥
 দুঃখাধনের দৈন্যের সহিত চিত্রসেন

গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ ।

এইমতে রাহ গিয়া যুড়ি বনস্থল ।
 গভায়াতে লঙ্কতণ্ড উদ্যান সকল ॥
 ছেনকালে দেখে তথা দৈবের ঘটনে ।
 গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে ॥
 চিত্রসেন নাম তার গন্ধর্ব্ব প্রধান ।
 বার নামে সুরাসুর সমা কম্পমান ॥
 তাহার কিঙ্কর ছিল বনের যক্ষক ।
 দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক ॥
 বহু দৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ ।
 দুর্য্যোধন অগ্রে আসি কহিছে সক্রোধ ॥
 শুন রাজা মম বাক্য কর অবগতি ।
 প্রভু মম চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি ॥
 কুহুম উদ্যান তার এই বন ছিল ।
 প্রবেশি তোমার সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল ॥
 বনের রক্ষণ আমি কিঙ্কর তাহার ।
 না করিলে ভাল কর্ম কি কহিব আর ॥
 এই কথা মম মুখে পাইবে সমাদ ।
 আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে অমাদ ॥
 এত শুনি মহাক্রোধে কহিলেন কর্ণ ।
 বিচিত্র কমল প্রায় চক্ষুর ত্তবণ ॥
 ওরে ছুটে করিস কাহার অহঙ্কার ।
 কোন ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার ॥
 যে কথা কহিল তুই আসি মম কাছে ।
 এতক্ষণ জীব কে এমত কেবা আছে ॥
 সহজে অভ্যঙ্গ বুদ্ধি তুই হীন জাতি ।
 বারে শীঘ্রে আন গিয়া কে গন্ধর্ব্বপতি ॥
 বলাবল বানিব সাক্ষাতে যুদ্ধকালে ।
 কণের বিক্রম সেই জানে ভাল ভাল ॥
 এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল ।
 মহাদুঃখ মনে পথে কান্দিয়া চলিল ॥

বসিয়া গন্ধর্বের আশ্রয় আশ্রয় ।
 হেনকালে অনুর কহে মৃত্যুভায়ে ॥
 রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিলা উদ্যানে ।
 দুর্ঘোষন রাজ্য আসি প্রভাসের স্থানে ॥
 তার সৈন্য কারল সমস্ত লণ্ড ভণ্ড ।
 রাজ্যের কহিবু গিয়া তার এই দণ্ড ॥
 কতক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে ।
 দুর্ঘোষন সেনাপতি কণ নাম ধরে ॥
 মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার ।
 দোষ মত দণ্ড যদি না দিবে তাহার ॥
 এইমত মন্দকর্ম্য করিবেক সবে ।
 লম্বু গুণ মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে ॥
 এত শুনি মহাক্রোধে ইতিম গন্ধর্ব ।
 কোন ছার মনুষ্য করিব চুণ গর্ব ॥
 মরণ কালে ত পিপীলিকা পাখা উঠে ।
 বাইতে করিল ব গুণ গহন নিকটে ॥
 ক্রোধতরে রথ রথী চলে দ্রুতগতি ।
 ধনুক টঙ্কার শুনি কম্পমান স্থিতি ॥
 দিবসের প্রামিত পুরিত যুদ্ধ ভূগ ।
 ক্রোধতরে অগিতেছে জলন্ত আগুণ ॥
 কতদূরে দেখে সবে রথের পতাকা ॥
 শূন্যপথে আসে যেন জলন্ত উলকা ॥
 ক্রুদ্ধসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ ।
 কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জন ॥
 আর ত্রুট ত্যক্ত আজি জীবনের সাধ ।
 মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্বের বিবাদ ॥
 এতেক বলিয়া দিল ধনুক টঙ্কার ।
 যুদ্ধভেঁকে শরজালে কৈল অন্ধকার ॥
 শুনিয়া গন্ধর্ব গর্ব কণে হৈল ক্রোধ ।
 টঙ্কারিয়া ধনুস্তম্ব যান মহাযোধ ॥
 হুর্বা অস্ত্র এড়িল ন সুর্বা র নন্দন ।
 কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ ॥
 তবেত গন্ধর্ব এড়ে তীক্ষ্ণ বাণ ।
 অর্দ্ধ পথে কণ বাণে হৈল রশ্মিমান ॥
 গন্ধর্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেক কণ ।
 ক্রোধে কম্পমান তবু চক্ৰ রক্তবর্ণ ॥
 হংসমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িয়া ধনুকে ।
 অস্ত্র অগ্নি তাহিণ্য বালকৈ বালকে ॥
 মহাবীর কণ তবে অপূর্ব সন্ধান ।
 কাটিল গন্ধর্ব অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ॥
 সর্পগণ গন্ধর্ব যুড়িল সেইক্ষণ ।
 মুড়িলা গন্ধর্বগণ সুর্বার নন্দন ॥

তবে কণ দিব ভল্ল মস্ত্রে অস্ত্রায়িক ।
 কহিলা গন্ধর্ব অগ্রে কণ বীর ডাকি ॥
 অরে ত্রুট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে ।
 গন্ধর্ব হইল চুণ পড়ি মম বাণে ॥
 আকণ পুরিয়া কণ কৈলা বিসজ্জন ।
 উঠিয়া আকাশ পথে করিল গর্জন ॥
 অস্ত্র দেখি বাস্ত বৈয়া গন্ধর্ব দৈবর ।
 শীঘ্রহস্তে এড়ে বার চোখ শর ॥
 দুই অস্ত্র মহাযুদ্ধ হইল অন্তরে ।
 কাটিল দোহার অস্ত্র দোহাকার শরে ॥
 অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কণ মস্ত্রে ধ অন্তর ।
 চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর ॥
 বাণাঘাতে ব্যগ্ন হয়ে গন্ধর্বের পতি ।
 ডাকিয়া বলিল তবে কণ বীর শ্রীত ॥
 ধন্য তোমার বীরপণ্য ধন্য তোমার শিক্ষা ।
 এখন বুঝিবি তুই আমার পরীক্ষা ॥
 এতেক বলিয়া প্রহারিল দশবাণ ।
 বাধায় বাধত কণ হইলা অজান ॥
 কতক্ষণে চেতন পাইলা রহাবল ।
 বেড়িল গন্ধর্বের আসি কোঁরব সকল ॥
 শতপুর করিয়া বেড়িল সর্ব সৈন্য ।
 ধনুক টঙ্কার হেন সঘন বানবান ॥
 দশদিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার ।
 গন্ধর্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার ॥
 আগপণে সবে যুদ্ধ কারল বিস্তর ।
 সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব দৈবর ॥
 পরশুরামের শিষ্য হুগে মহাবীর ।
 অচল গর্বিত যেন যুদ্ধে হৈলা স্থির ॥
 রাখিলা আপন সৈন্য আপন বিক্রমে ।
 গ্রহরেক পর্যন্ত যুঝিলা মহাপ্রমে ।
 তবেত গন্ধর্ব মনে হইল বিচার্য্য ।
 জানিল কোঁরবসৈন্য রণে অনিবার্য্য ॥
 মায়া বিন এসকল নারিব জিনিতে ।
 মায়ায় পুস্তলী এত বিচারিল চিন্তে ॥
 রণে লুটাইল তবে নাহি দেখি আর ।
 অন্তর্জান হইয়া করিল অন্ধকার ।
 অন্তরীক্ষে গড়ে বাণ দেখি সর্বজনৈ ।
 আশ্রয় করিল যেন ধারার শ্রাবনে ॥
 কোথায় গন্ধর্ব আছে কেহ নাহি দেখে ।
 রুষ্টি হেন শত অস্ত্র গড়ে বাকৈ ॥
 মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার ।
 সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥

পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
হয় হস্তী রথ রথী কে করে অবধি ॥
কতকণ রণ সহি ছিল কণবীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির ॥
শালা তুণ ছিন্ন শৃণ অঙ্গে ফলশ্রম।
বিশ্ব বন্দন হবে হয় মনোজ্ঞ ॥
সহিতে না পারি ছাড় দিল কণবীর।
পলায় কোরব সেনা ভয়েতে অস্থির ॥
অস্থির সম্ভার নাহি বাক্কে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ ॥
বেগে ধায় পশ্চাতে না চায় কোন জন।
জীগণ রক্ষক মাত্র রাজ্য দুর্ধ্যোধন ॥
কতকণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যাধি ভায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায় ॥
দুর্ধ্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস বাণী।
গগণে গজ্জয়ে যেন ঘোর কাদ'বনৌ ॥
ওরে মন্দমতী দুই রাজ্য দুর্ধ্যোধন।
মনুবা হইয়া তোর গন্ধর্ব চালন ॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একলা ছাড়িল কেন জীগণ সহিত ॥
এই অহঙ্কারে নাহি দেখেছ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন সদনে ॥
ভারত পঞ্চজ রবি মহামুনি বাস।
পাচালী অবশ্যে বিরচিল কাশীদাস ॥

চিত্রসেন গন্ধর্বের যুদ্ধে জয় এবং নারী-
গণের সহিত দুর্ধ্যোধনের বন্ধন।
দীর্ঘ-ত্রিংশী।

কণ তল দিল রণে, কোরব আকুল বাণে,
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় জিগন্ত নাথ, সৌবল শকুনি সাত,
কণ দুঃশাসন বিবিশতি ॥
বড় বড় মহাবীর, রণেতে নাহিক স্থির,
প্রমাদ গণিয়া সর্বজন ॥
কে করে তাহার লেখা, কেবল রাখিয়া একা,
নারী ব্রহ্ম সহ দুর্ধ্যোধনে ॥
মহাজিহ্ব হয়ে যায়, নারী পানে নাহি চায়,
রথ চালাইয়া দ্রুতগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পাদেতে পদাতী পড়ে,
উঠে হেন নাহি কাক গতি ॥
হেনমতে সেনা সব, কার মহা কলরব,
প্রাণ লয়ে পলায় তরানে।

প্রতি শব্দে কোলাহল, পূর্ণ হৈল রণস্থল,
দেখিয়া গন্ধর্ব পতি হাস ॥
তবে দুর্ধ্যোধনে কয়, দুই বুদ্ধি পাশাশয়,
না জানিষ গন্ধর্ব কেমন ॥
ওরে মন্দমতী মান, ভাল মন্দ নাহি জান,
অহঙ্কারে করিলি হেলন ॥
না জানিষ নিজ বল, এখনি উচিত ফল,
মম হস্তে অবশ্য পাইবে।
লইব রে তোর প্রাণ, হাতে নাজান আন,
মনের মানস পূর্ণ হবে ॥
এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেন লম্বুহস্ত,
গন্ধর্ব দেখে ক্রোধ মনে।
অব্যর্থ জানয়ে সক্তি, অক্রে শ করিল বন্দী,
ধরিলেন রাজ্য দুর্ধ্যোধনে ॥
যদি হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
অনা কেহ নাহি তার সাতে।
জীগণ সহিতে রাজ্য, রথে তুলি মহাতেজা,
দ্রুতগতি যায় স্বর্গ পথে ॥
ঘোর আর্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈশ্বরে।
কপালে কঙ্কণঘাত, হন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপত্তি সাগরে ॥
আমি সর্ব ধর্ম্যহীন, পাপ কর্ম্য প্রতি দিন;
তব তাক লেশ নাহি মনে।
সত্য আমি হীন তপা, কেবল করহ কুপা,
দীনহনু নারের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতি করে যত নারী,
কেহ মন্দা করে নিজ পতি।
দুই বুদ্ধি স্বামিগণ, ধর্ম্য হিংসা অনুক্ষণ,
একারণে হৈল অপোগতি ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্যপতি, ধর্ম্যে ত যাহার মতি,
অনুগত তাই চারি জন।
কেবল ধর্ম্যেব সেতু, প্রাণ ভাঙ্গে ধর্ম্য হেতু,
তারে দুঃখ দিল দুর্ধ্যোধন ॥
সতী মাতী ওত্তীর্ণতা, দেব দ্বন্দ্ব অনুগতা,
সতত ধর্ম্যেতে যার মতি।
লক্ষ্মী অংশ বাজ্রসেনী, সত্যমাধ তরে আনি
চুল মতি করিল দুর্গতি ॥
সে কর্ম্য ফলল আজি, বিপদ সাগরে মতি,
সবাই হারানু আজি কুল।
বার্তা পেয়ে ধর্ম্যরাজ, আশ্রয় কুলের লাক,
কেবল রক্ষার মাত্র যুগ ॥

তবে যত কুব্জনারী, এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীত্রগতি ।
বিলম্ব না কর তাত, যথ পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি ॥
কহিবা বিনয় করি, মোসবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুব্জংশ ।
মোসবার কর্ম্য ফলে, এ কুৎসা কলঙ্ক ফুলে,
চিত্রসেন হস্তে জাতি ধংশ ॥
অনুচর কহে বাণী, সভা কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলে পূর্ব কথ্য সব ।
যে কর্ম্য করিয়া তারে, পাঠাইলে বনান্তরে;
তাহা বিনা কে আছে বাক্য ॥
যে আজ্ঞা তোমার মাতা, এখনিয়াইবতথা,
কহিব সকল সমাচার ।
ধর্ম্মরাজ মহাশয়, বীর ধীর ধনঞ্জয়,
ভীম হস্তে হইবে নিজার ॥
রাণী বলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলেব লাজ,
আমাদের আপদ ভঞ্জন ।
না করিবা ভৈর মতি, পরদুঃখে দুখী অতী,
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অজ্ঞানে ॥
স্বামী নম অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে ।
দেখিবা সকল নারী, বিধ অগ্নি ভর করি,
কিছা জলে প্রবেশ করিবে ॥
এত শুনিত্রি দূত, গেলা যথা ধর্ম্ম সূত,
মাত্রীর তনয় ভীমাজ্ঞুন ।
বেকীত বাক্য ভাগে, ঘোড়কর করি আগে,
কহিত লাগিল সকল ॥
অবধান মহারাজ, দেবের দুর্গতি কায,
রাজ্য বাঞ্ছা প্রভাসের স্নানে ।
বিধির নির্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না যায় ধর্ম্ম,
বদ্ধ হৈল চিত্রসেন বাণে ॥
গন্ধর্বের মায়া বলে, পোড়াইল অস্ত্রানল,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা ।
কর্ণ শাল্য দুস্থাসন, যত মহা যোদ্ধাগণ,
প্রাণ লয়ে গেল সর্বজন ॥
একা ছিল বুঝ্যধন, রক্ষা হেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন ।
যতক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
লয় যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতিকারে নহে শকা, পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল পক্ষ,
শেষে যায় জাতি কুল প্রাণ ।

আকুল হইয়া মনে, তবে ভ্রাতৃ বধুগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আর কিবা কব আমি, আজ্ঞা আমার স্বামী
অপরাধী তোমার চরণে ।
কুলর কলঙ্কায়, ভয়ান্ত্র জনার ভয়,
দূর কর আপনার গুণে ॥
ইহা সবাকার দোষ, যদি এই অতি রোষ,
উদ্ধার না কর ধর্ম্ম পতি ।
হইবা বৃদ্ধের ভাগী, জীব বা কিসের লাগি,
অনল গরল জলে গতি ॥
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্বের লইয়া হরি,
যাবৎ না যায় অতি দুঃখ ।
দেখিবা উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ।
শুনিয়া চরণের কথা, পাইলেন ধর্ম্ম ব্যথ;
ধর্ম্ম পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ।
কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্ত্রতা অবলার,
রক্ষা হেতু হইলা অস্থির ॥
বিষম ন্যায়হ আনি, বিচারিয়া ধর্ম্মমণি,
অজ্ঞানে কহেন বিশেষ ।
শীত্র আন দুর্বোধ্যনে, কহিচিত্রসেন স্থানে,
যাবৎ না যায় নিজ দেশ ॥
বিনয় পূর্বক তথা; কহিবে মধুর কথা,
বহু বিধ আমার বিনয় ।
যদি তাহে বাধ্য নহে, কাশীরামদান কহে,
দণ্ড দিবে উচিত যা হয় ॥

ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমাজ্ঞুনের যুদ্ধে যাত্রা ।

এবং নাবাগণের সহত

দুর্ভাগ্যের মৃত্তি ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাও শীত্রগতি ।

গন্ধর্ব না যায় যেন আপন বসতি ॥

ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে ।

প্রণয় পূর্বক হৈলে বন্ধ না করিবে ॥

এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম মরণতি ।

গজিয়া উঠিল ভীম অজ্ঞুন স্মৃতি ॥

ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার ।

এখন ইদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার ॥

আমা সবাকারে দ্রুত যতক করিল ।

কাল পায় সেই ব্রহ্ম এখন কলিল ॥

অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট ।

গন্ধর্ব করিল তাহা গুলিল অনিষ্ট ।

অধর্ম্য বাড়ায় রাজা অধর্ম্যিক সুখ ।
 তাহা দেখি নিভা পাই পরম কোতুক ॥
 ক্রমেই সকল সংসার করে ক্ষয় ।
 কাল পায়ে মূলের সহিত নষ্ট হয় ॥
 যত গর্ব করিল কোরব ছুরাশয় ।
 নঃশত্রু হইল রাজা চল নিজালয় ॥
 এতেক বলিল যদি ভাই দুই জন ।
 মানতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
 বিনা ক্রোধে কার্য্য সিদ্ধি না হয় নিশ্চয় ।
 তবে ধর্ম্ম কহিলা সম্বোধি ধনঞ্জয় ॥
 কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা না করি ।
 সে মম পরম শত্রু আমি তার অরি ॥
 আত্মপক্ষে ধরে দ্বন্দ্ব করিব যখন ।
 তার শত সহস্রদর মোরা পঞ্চজন ॥
 সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষ গত ।
 তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥
 একারণে কহি ভাই করিতে উদ্ধার ।
 পূর্বাণর আছে এই নীতি বিধাতার ॥
 আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে ।
 যদি না আনিবা তুমি রাজা দুর্ধ্যোধনে ॥
 দুইবুদ্ধি অতিশয় রাণা চিত্রসেনে ।
 পশ্চাতে হইবে তাঁর অহঙ্কার মনে ॥
 লইবেক নাগী সহ কুকুল ইন্দ্র ।
 অঘরমণ্ডলী ওথা আছয় স্বরেন্দ্র ॥
 কহিবেক স্বাকার অগ্রে সমাচার ।
 জানিবা কোরব সেনা রণে অনিবার ॥
 যুদ্ধিষ্ঠির পঞ্চজন ওথায় আছিল ।
 মম যত পরাক্রম সূচিল দেখিল ॥
 তাহার কুলর বধু মহ দুর্ধ্যোধনে ।
 দেখে সবে বাক্সিয়া আনিবু সর্বজনে ॥
 বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার ।
 কহিবে ইন্দ্রের অগ্রে এই সমাচার ॥
 শুনিয়া হাসিবে যত অঘর সমাজ ।
 অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ ॥
 তুমি যে অবজ্ঞা কর তাবিয়া বিপক্ষ ।
 দেবতা জানিবে তুমি বলেতে অশক্য ॥
 আনিতে যে বলি আমি ইহা মনে করি ।
 নহে দুর্ধ্যোধন মম কোন উপকারী ॥
 শুনিয়া উঠিল কোণে বীর ধনঞ্জয় ।
 এমত করিবে ছুট বুদ্ধি পাণ্ডাশয় ॥
 এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে ।
 না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে ॥

এতবলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জুন ।
 গাঙ্গীর নিলেন হস্তে বান্ধি যুগ্ম ভূগ ॥
 যুদ্ধিষ্ঠিরে প্রশ্নাম করিয়া কৃতাজল ।
 রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি ॥
 পবন গমন জিনি চলি অর্থপথ ।
 কণে উত্তরিল যথা চিত্রসেন রথ ॥
 পাছে যান ধনঞ্জয় করিয়া গোহারি ।
 দ্রুতগতি চালাইল রথ কুক অরি ॥
 তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার ।
 ভয়যুক্ত পলায় গন্ধর্ব্ব কুলাঙ্গার ॥
 অতি বেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমায়ো ।
 বিদিত হইবে তবে দেবতা সমাজে ।
 ইহা জান শরজালে রোধিলেন পথ ।
 ফফর গন্ধর্ব্বপাত না চলিল রথ ॥
 চতুর্দিক ফিরিয়া চাহিয়া ভীত আখি ।
 পিঞ্জরের মধ্যে যেন রহে পাখা পাখী ॥
 সেইকণে উপনীত বীর ধনঞ্জয় ।
 দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সর্বিনয় ॥
 কহ পার্থ কোন হেতু আইলা হেথায় ।
 দুর্ধ্যোধন উপকারে বুঝি অতি প্রায় ॥
 এই সে আশ্রয় বড় হইতেছে মনে ।
 আজন্ম করিল হিংসা তোমা পঞ্চজনে ॥
 কহিতে না পারি পূর্বে আর যত ক্রেশ ।
 সংশ্রুতি সে দেখি বনে তপস্বীর বেশ ॥
 তাহার উচিত কল পায় দৈবদোষে ।
 পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাচ নিজবাসে ॥
 পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহি যে তোমার ।
 কহিল যতেক কথা পাগলের প্রায় ॥
 আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে ।
 অশুপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে ॥
 ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান ।
 আমা সবা অন্তদ করিয়া তুমি জান ॥
 যুদ্ধিষ্ঠির তুলা মম ভাই দুর্ধ্যোধন ।
 তাহারে লইয়া যাবি করিয়া বন্ধন ॥
 এই কুলবধুগণে তুমি লয়ে যাবে ।
 লৌকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক রতাবে ॥
 কুলের কুৎসায় মুখী কুলাঙ্গর জন ।
 কি মতে সহিবে তাহা আমাদের মন ॥
 এই হেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায় ।
 ছাড় দুর্ধ্যোধনে নহে যাবে যমালয় ॥
 করিবি সকল যুক্ত নহে ফল দিব ।
 মুহূর্ত্তেকে শমন সদনে পাঠাইব ॥

চিত্রসেন ব'ল ভোর জু নিলাম মতি ।
 বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি ॥
 মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয় ।
 দুই ভাই একত্রে বাটবি সমালয় ॥
 এত বলি মিল শীত্র ধনুকে টঙ্কার ।
 দশ দিগ বাগেতে হইল আক্রমণ ॥
 দেখি পার্থ হইলেন জলপ তনয় ।
 নিমিসের মধ্যে পার্থ কাটিল সকল ॥
 দৌহার বিচিত্র শিক্ষা দোহে লঘুহস্ত ।
 ব্রহ্ম সম শতং পড়ে কত অন্ত ॥
 কাটিল দৌহার অস্ত্র দৌহার শরে ।
 জলন্ত উলকা প্রায় উঠয়ে অস্তরে ॥
 হইল দৌহার অঙ্গ শরেতে জড়িত ।
 ভ্রম তিলেক নাহি দোহে ধনুর্দ্ধা ॥
 গন্ধর্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ ।
 সজ্ঞান পুরিয়া অস্ত্র এড়িলেক পাশ ॥
 দিবা অস্ত্র এড়ি পার্থ করি নিবাণ ।
 দশ অস্ত্র অঙ্গে তার কবিল পাতন ॥
 দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসীক দীক্ষা ।
 নরোতে না হয় তুলা অজ্ঞানের শিক্ষা ॥
 যে বাগেতে গন্ধর্ব বাঞ্ছিল দুর্ঘোষনে ।
 সেই বাণ অজ্ঞান যুড়িলা ধনুগুণে ॥
 বাঞ্ছিয়া গন্ধর্ব গলা ভুজের সহিত ।
 নিজ বাথ চড়াইয়া চলন স্থরিত ॥
 দুর্ঘোষন নারী সহ গন্ধর্বের পতি ।
 মুহুর্তেকে উপনীত ধর্মের বসতি ॥
 সশর্পী সকল করিলা নিবেদন ।
 শেকণে গন্ধর্বপতি করিলেন রণ ॥
 যুধিষ্ঠির খুলিলেন দৌহার বন্ধন ।
 করিলেন পার্থে অনুযোগ অগণন ॥
 এই চিত্রসেন জান গন্ধর্বের পতি ।
 ইহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গত ॥
 চিত্রসেন বলিলেন তুমি মতিমন্ত ।
 বিশেষ জানহ তুমি ক্ষত্রিয় দুঃস্থ ॥
 করিলেক বালক অজ্ঞান অপরাধ ।
 চাহিয়া আহার মুখ করহ প্রসাদ ॥
 না কহিবা ইন্দ্রকে এসব অপমান ।
 বাণ দ্রুত নজালয়ে করহ প্রয়োগ ॥
 শুনিয়া গন্ধর্বপতি আনন্দিত মনে ।
 আশীর্বাদ করিয়া চলিলা সেইক্ষণে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্ঘোষনের মণিরিবারে স্থানে
 যাত্রা ।
 গন্ধর্ব বিদায় হয় গেল নিজ ধাম ।
 দুর্ঘোষন আসি ধর্ম্য করিল প্রণাম ॥
 বসিলা মলিন মুখে হয়ে নমুশির ।
 কহিছেন মধুর বচনে যুধিষ্ঠির ॥
 শুন ভাই হেন কর্ম না করিবা আর ।
 পৌরষ না হবে এতে আমা সবাকার ॥
 বিশেষে বৈভবকালে ধর্ম্য আচরণ ।
 ধন হৈলে নাহি করে ধর্ম্য ত হেলন ॥
 কহিলেন এই মত বল নীতি বাণী ।
 অগ্রসরি জ্ঞান গণে আনিলা যাজ্ঞসেনী ॥
 দ্রৌপদীরে প্রণাম করিলা নারীগণ ।
 যতেক দুখের কথা করি নিবেদন ॥
 দুস্তর সাগর মাঝে ডুবিল ভরণী ।
 নিজগুণে উদ্ধার করিলা ধর্ম্মমাণ ॥
 ব্রাহ্মণ কুণ্ডবংশ রক্ষার কারণে ।
 নিবসতি তোমরা করিলা এই বনে ॥
 পরে কৃষ্ণা সবাকারে করিল সম্মান ।
 কুধর্তি দেখিয়া দিল দিবা অনুপান ॥
 একত্র হইল তব বত মৈন্যাগণ ।
 পরম কৌতুকে লবে করিলা ভোজন ॥
 মহামানী দুর্ঘোষন মলিন বদনে ।
 বিদায় হইতে গেলা ধর্ম্যের চরণে ॥
 মধুর সস্তাবে রাজ্য করিয়া বিদায় ।
 অগ্রসরি কত দূর যান ধর্ম্মায় ॥
 দ্রুতগামী সকল চলিল সেনাগণ ।
 বিরল বদনে যান রাজ্য দুর্ঘোষন ॥
 নগর বাইতে মাত্র আছে কত পথ ।
 সেই স্থানে দুর্ঘোষন চালাইল রথ ॥
 বাতুল শকুনি আর কণ দুষামনে ।
 সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল দুখ মনে ॥
 সৈন্য সহিত দেশে যাও সর্বজন ।
 নিশ্চয় কহিছ আমি ত্যাজ্যব জীবন ॥
 পূর্বে নাহি ব্রাহ্মণ আপনার বল ।
 সমুচিত বিধাতা দিলেন তার ফল ॥
 পূর্বে যদি এসকল কহিতে হে সবে ।
 যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ হইবে ॥
 ভীমাজ্ঞান হইতে আনারে স্নেহ অতি ।
 স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরপতি ॥
 ভ্রাতৃত্বের করাইলা করিয়া আশ্রয় ।
 আমি মন্দ্যতি তাহে করহ বিশ্বাস ॥

অকৃতকর্ম কহে সবে মারিব পাণ্ডব।
চক্ষু কর্ণে বিবাদ যুঁচিল এবে সব।।
পলাইলা সবে মোরে রাখি বুদ্ধভূমে।
বান্ধিয়া লইয়া চলে গন্ধর্ব আশ্রমে।।
আর দেখে অপরূপ রহস্য বিধির।
আজন্ম হিংসিনু আমি রাজা যুধিষ্ঠির।।
উদ্ধার করিল সেই আশা হেন জনে।
মরণ অধিক লাজ নহুক যুগুনে।।
চিত্রসেন হস্তে মৃত্যু প্রেত শতগুণে।
অবশ উদ্ধার মম করিল অজ্ঞানে।।
কোন লাজে লোক মাঝে দেখাব বদন।
নিশ্চয় না যাব দেশে এই নিরুপণ।।
তবে কর্ণ মহাবীর দেখিয়া অশক্য।
লাগিলেন কহিতে রাজার হিতপক্ষ।।
শুন রাজা কি হেতু চিন্তেছ অকারণ।
জয় পরাজয় যত দৈবের ঘটন।।
ইন্দ্র দেবরাজ হন অমর দেবর।
সদাকাল দেশে তার দানবের ডর।।
কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তারে।
পুনর্বীর পান রাজ্য উপায় প্রকারে।।
পূর্বাপর হেন নীতি বিধির আচর।
কখন বা জয় যুদ্ধে কভু পরাজয়।।
কহিলা যে যুধিষ্ঠির উদ্ধার কাবণ।
আপনার স্বধর্ম জানিয়া প্রবর্তন।।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অধর্মের তয়ে।
একারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে।।
সৈন্য হেতু সৈন্যপাতি জয় করে জন।
পূর্বাপর এইমত বিধির ঘটন।।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাচার আগে।
মহাধীর ধনঞ্জয় হৈল মম ভাগে।।
তব হস্তে ভীম সন না ধরিবে টান।
আর জনে সহচারিণ পতঙ্গ সমান।।
পরাজয় হেতু রাজা কর অভমান।
সংক্ষেপে তাহার কহি শুন সাবধান।।
অন্য শত্রু দেখি রাজা ভূধর সমান।
সবাকৈ অধিক রাজা দৈব বলবান।।
দৈব রূপ বুঝি ক্ষমা করিলাম সবে।
মনুষ্য হইলে বলি অপমান তবে।।
এতেক বলিলা যদি সুখ্যার নন্দন।
তথাপিও মোনেতে রহিলা দুর্খোদন।।
হেনকালে মিলি দৈত্য দানব সকল।
দুর্খোদন দুঃখ কহে হইয়া বিকল।।

আমার বংশেতে জন্ম হইল ইহার।
ভেই সে ইহার দুখে দুখ সবাচার।।
আশ্বাস করিয়া সবে বলে শূলপাণি।
যয়ে যাও অহে রাজা কর্ণ কদা শুনি।
যাও কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা আপন আশ্রয়।।
কর্ণের প্রতজ্ঞা রাজা কভু মিথ্যা নয়।
যুদ্ধ পরাজয় হেতু না করিব মনে।
দেবতা মহাযা যুদ্ধ ভদ্র এ কারণে।
এত শুনি উঠিল কোরবের পতি।
সসৈন্যেতে নিজালয়ে যান দ্রুতগতি।।
পাইল এ সব বার্তা ভীষ্ম মহাবল।
ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে গিয়া কহিল সকল।।
শুন রাজা তোমার পুত্রের বিবরণ।
যে কারণে বিলম্ব হইল এতক্ষণ।
যথায় কাম্যাক বন প্রভাসের তীর।
পঞ্চ সহোদর তথা রাজা যুধিষ্ঠির।।
দুর্গত বুদ্ধি শকুনি করিল দুষ্ট পন।
দেখাইতে বৈভব গেলেন সর্বজন।।
চিত্রসেন গন্ধর্ব সহিতে যুদ্ধ হৈল।
সসৈন্য শকুনি দূরে পলাইয়া গেল।।
নারীরন্দ্রে সহিতে ধরিয়া দুর্খোদন।
গন্ধর্ব লইয়া গেল বিষম বন্ধনে।।
দয়ার সাগর অতি ধর্মের তনয়।
উদ্ধারিতে পাঠাইলা বীর ধনঞ্জয়।।
এখন একরূপ যার ধর্ম আচরন।
ইহার সর্বত্র জয় জানিবা রাজন।।
শুনিয়া অস্ত্রের হৈল বিচলিত মন।
বহুধাতে নিল আপন পুত্রগণ।
ভারত পুরুষ ররি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।।
হস্তিনার শশিষ্য দুর্বাসা মুনির
আগমন।
জন্মেজয় কহিলেন কহ বিবরণ।
সহজে অশুদ্ধ বুদ্ধি রাজা দুর্খোদন।।
আজন্ম হিংসিল দুর্গত নানা দুর্ভাচারে।
ক্ষমাবশু ধর্মশীল ধর্ম অবতারে।।
তথাপিও করি স্নেহ তারেন শঙ্কটে।
হেন জনে দুখ দুর্গত দিলেক কপটে।।
মৃত্যু হৈতে উদ্ধার করিল খেই জন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার নিধন।
অহিংসা পরম ধর্ম না করে গণন।
একারণে সবংশে সজিবে দুর্খোদন।।

শুনিলাম শিষ্ট কথা তোমার বদনে ।
 অত পর কি করিল দুই বৃদ্ধিগণে ।
 শুনিবারে টঙ্কা বড় ইহার বিধান ।
 পিতামহ গণ তবে গেল কোন স্থান ॥
 শুনিতে আনন্দ বড় জন্মায় অন্তরে ।
 মুনিবর বিশেষ করিয়া কহ মোরে ॥
 বলিল। ঐবশস্তায়ন শুন কুববর ।
 ক'ম্যক কাননে আছে পঞ্চ সহসর ॥
 বজ্র অগ ত্রত তপ ধর্ম আচরণ ।
 পূর্বমত শত শত ব্রাহ্মা ভোজন ॥
 হেথায় আগিয়া তবে কৌরব প্রধান ।
 গজুর্জাপতির হাতে পায়ে অপমান ।
 একান্ত বসিয়া কহে যত দুঃখগণে ।
 আহারে অক'চ হৈল অভিমান মনে ॥
 শুহে কণ'প্রাণ মণ্য মাড়ল ঠাকুর ।
 কি প্রকারে হবে মম দুঃখ সব দূর ॥
 করিল সু যুক্তি ম ব যতেক মন্ত্রণা ।
 বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা ॥
 সুন্দর দেখিতে যেন গরিল অঙ্কন ।
 বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন ॥
 চিত্রসেন করিল যতেক অপমান ।
 ততোধিক শত্রুত্ব করিল পরিমান ।
 ইহা হতে যত্ন শ্রেষ্ঠ শুনি শত শ্রুণে ।
 এতেক দুর্গতি হবে ইহা কেবা জানে ॥
 আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্ডর একাশ ।
 অর্গের অধিক মুখ অরণ্যে নিবাস ॥
 ইন্দ্রের সমান সম্মী চারি সহোদর ।
 পুত্র্য ভুল্য সহস্র সহস্র দ্বিজবর ॥
 মনের মানসে সবে করে নানা ভোগ ।
 দ্রুপদ নন্দিনী একা করয়ে সংযোগ ॥
 জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান ।
 সম সুখ নহে তার শতাংশে সমান ॥
 সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবান ।
 ত্রয়োদশ বৎসরান্তে বধিতে পরান ॥
 অঙ্কনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে ।
 সুবাসুহ মনুষ্য আছয়ে যত জনে ॥
 তুমি আমি মাড়ল জিগর্ত হু শাসন ।
 মহাপ্রাণ করিলে না পারিবে কখন ॥
 বনের নিবাস শেষ ধেকিছু আছয় ।
 ইতি মধ্যে এমন উপায় যদি হয় ॥
 প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাপ ।
 আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ ॥

এতেক কহিল যদি রাজা দুর্বোদন ।
 কহিতে লাগিল তবে দুই মন্ত্রিগণ ॥
 কি কারণে কর তুমি পাণ্ডবের ভয় ।
 নিজ পরাক্রম নাহি আন মহাশয় ॥
 বুদ্ধি বলে করিব উপায় যত আছে ।
 তাহাতে নিস্তার পাবে যদি তারা বাচে ॥
 অস্ত্রের অনলে মগ্ধ করিব পাণ্ডবে ।
 কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মেতে চিন্তহ এত সবে ॥
 দুই মন্ত্রিগণ বত কহিলেক ভাষা ।
 আর দিন দিনান্তরে আইল দুর্বাসা ॥
 সন্ধিতে সহস্র দশ শিষ্য মহা ধর্মী ।
 নদ্যান্য সূর্য্যের ন্যায় উত্তরিল আসি ॥
 দুর্বোদন শুনিল মুনির আগমন ।
 অগ্রসারি কত দূরে গেল। সর্বজন ॥
 যতেক অমাত্য আর সহোদর শত ।
 মুনির চরণে সবে হইল দগ্ধ বত ॥
 শিষ্যগণে প্রণাম করিয়া সর্বজনে ॥
 বসাইল মুনিরাজে যত্ন সিংহাসনে ॥
 সুশিতল জল আনি রাজা দুর্বোদন ।
 আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ ॥
 পান্য অর্ঘ্য আসনে পুজিল মুনি রাজে ।
 সেই মত পুজিলেন শিষ্যের সমাজে ॥
 কর ষোড় করি তবে রাজা দুর্বোদন ।
 কহিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন ॥
 নিবেদন করিতে মনেতে বাসী ভয় ।
 আমার ভাগ্যের কথা শুন মহাশয় ॥
 আজি মোরে প্রসন্ন হইল দেবগণ ।
 একারণে দেখিলাম তোমার চরণ ॥
 মুনি বলিলেন শুনি তব ভাগ্য কথা ।
 বহু দিন আসিতে বাসনা করি হেথা ॥
 তোমার বৈতব যত শুনি লোক মুখে ।
 দেখিতে আইনু হেথা মনের কৌতুকে ॥
 রাজা বলিলেন তপ কৈল পিতৃগণ ।
 জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব দ্বিজগণ ॥
 পাইলাম আজি পূর্ণ তপস্যার ফল ।
 নিশ্চয় জানিনু মম অনম সফল ॥
 জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি ।
 নতুবা আমার গৃহে কেম তপোনিধি ॥
 বহু বিধ স্তব কৈলা কৌরব সমাজ ।
 বাসবারে বলিয়া কহিল মুনিরাজ ॥
 মুনি বলিলেন তুমি সুখী ক্ষিতি ভলে ।
 ন. হবে এমন আর কত্রিয়ার কুলে ॥

মহাবংশ প্রভুর বিখ্যাত চরাচর।
 তব পূর্ব পিতামহ যশ পূর্বাপর ॥
 মহাকীর্তি যত নৃপ সবে মহাতেজা।
 সেইমত হইলা আপনি মহারাজা ॥
 কিন্তু পূর্ব পিতামহ করিলা যে কর্ম।
 প্রাণপণে পালিরা আপন কুলধর্ম ॥
 যজ্ঞ তপ ত্রুত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
 শ্রীতে করিবা নিত্য সংসার পালন ॥
 ত্রিণ্য কিনি মূল্য দিবে উচিত যে হবে।
 বিক্রয় করিতে উপাধিক না লবে ॥
 পালন করিবা প্রজা পুত্রের সমানে।
 দোষ যত শাস্তি দিবা দুষ্কৃত্তি জন ॥
 মান্য জনে নিত্য বাড়াইবা মান।
 যে কথা কহিবা কথা বিনয় প্রধান ॥
 সতত না হয় শাস্তি সদা নহে রোষ।
 কালের উচিত কর্মে পরম সন্তোষ ॥
 চুট বুদ্ধিদাতা যেই চুট চুরাচার।
 সে সকল সহ না করিবা ব্যবহার ॥
 অবিরত শাসনে রাখিবা সর্ব ক্ষতি।
 অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি ॥
 পরপক্ষে কদাচিত নহিবে বিশ্বাস।
 মন বুঝি রাখিবা যতেক দাসী দাস ॥
 বিরূপ না হও তছু আশ্রয়পক্ষ জনে।
 পালিবা এ সব কথা পরম যতনে ॥
 নহু যযাতি আদি পূর্ব বংশ বত।
 পৃথিবী পালিল সবে করি এই মত ॥
 সে সব হইতে তব বিপুল বৈভব।
 দ্বিগুণ পাইবে শোভা কৈলে এ সব ॥
 এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
 যাহা করি অছি আমি আপন সঙ্গতি ॥
 অতঃপর যে হয় তোমার উপদেশ।
 আপনি করিবা রূপা কহিবে বিশেষ ॥
 প্রাণপণে পালন করিব এই কথা।
 আপনি হইলা মম জ্ঞান চক্ষুদাতা ॥
 পূর্ব পিতামহগণ ছিল উগ্রোতপ।
 একারণে কর প্রভু এত দূর রূপা ॥
 এখন হইল প্রভু সফল জীবন।
 ত্রিবিধ অনেক স্তুতি কৈল দুর্যোধন ॥
 হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
 করিলা আনন্দমতি কোরব সমাজ ॥
 নানা কাব্য কথার কোতুক মন মুখে।
 মুনিরে করিলা বশ বত সভা লোকে ॥

এক দিন একান্তে বসিলা দুর্যোধন।
 ডাকিয়া শকুনি কর্ণ তাই দুঃশাসন ॥
 কর্ণে ডাকি বাসিলেন কোরব প্রধান।
 আমার বচনে সখা কর অবধান ॥
 এক কথা বিচার করিহু আমি মনে।
 পঞ্চ ভাট নিবাস কায়ে কামাবনে ॥
 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
 তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ ॥
 সুখ্যো। কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রক্ষণে।
 পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষ্যনে ॥
 যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পায়।
 যতক্ষণ যাজ্ঞসনী কিছু নাহি খায় ॥
 অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্বিধ ভোগ।
 অপূর্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ ॥
 দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
 কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোন জন ॥
 প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবার।
 দশ দণ্ড নিশিযোগে নিজে কিছু খায় ॥
 সেই কালে তথায় যাইবে মুনিরাজ।
 সংহতি করিবা যত শিষ্যের সমাজ ॥
 দ্রৌণদীর ভোজনান্তে বাবে সেই স্থানে।
 সেবার নহিবে ক্ষম তাই পঞ্চজনে ॥
 দেব দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
 মরিরে পাণ্ডববংশ ঘুটিবে সন্তাপ ॥
 তোমা সবারকার মনে না জানি কি লভ।
 মুনিরাজে কহিব কর্তব্য যদি হয় ॥
 এতেক কহিল যদি রাজা দুর্যোধন।
 সাধুবাদে প্রশংসা করিল সর্বজন ॥
 সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
 করিলা বস্ত্রণ এই সংসারের সাগর ॥
 এমত কোতুক মতে আছে সর্বজন।
 ভক্তিভাবে করে নিত্য মুনির সেবন ॥
 আর দিন দিনান্তে বসিলা মুনিরাজ।
 নিকটে ডাকিয়া যত কোরব সমাজ ॥
 হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর।
 দুর্যোধনে ডাকিয়া কহিলা মুনিবর ॥
 শুন রাজা তুবনে ভরিল তব যশ।
 তোমার সেবার বড় হইলাম বশ ॥
 ইন্দ্ৰবর মগি লও মম বিদ্যামান।
 বিদায় করহ শীঘ্র যাই যথা স্থান ॥
 মুনির বচন শুনি রাজা দুর্যোধন।
 মৃদুভাবে কহিলেন বিনয় বচন ॥

ধন ধর্ম দারা পুত্র বিভাগ বিপুল ।
 কেবল তোমার মাত্র আশীর্বাদ মূল ॥
 পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার ।
 কেবল রহক ভক্তি চরণে তোমার ।
 আর এক নিবেদন শুন মহাশয় ।
 কহিতে সঙ্কোচ বাসি কৃপা যদি হয় ॥
 যথায় কাম্যক বলে পাণ্ডুর তনয় ।
 সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয় ॥
 উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ দণ্ড নিশি ।
 ছেনকালে অতিথি হইবা মহাশয় ॥
 ভক্তিভাব বুঝিয়া জানিবা তার মন ।
 সবে বলে ধর্ম্যবস্ত পাণ্ডুর নন্দন ॥
 পূজা করে দেব দ্বিধা ভক্তি অতিশয় ।
 সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয় ॥
 সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত ।
 রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিভা নিয়মিত ॥
 ভোজন করেন যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ ।
 তাহার মধ্যেতে বসি হয় লক্ষ জন ॥
 মানা দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময় ।
 অনায়াসে খায় তথা লোক বত হয় ॥
 অতক্তি ভক্তির কিছু না হয় বিদিত ।
 সে কারণে কালাতীতে বাইতে উচিত ॥
 দশ দণ্ড রন্ধনী হইলে ভূমি ধারে ।
 পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে ।
 শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্বজন ॥
 সেই কালে ঘাইবা সহিত শিষ্যগণ ॥
 তবে যদি যথাকালে অনুসারে ।
 যে জন করয়ে ভক্তি ভক্ত বলি তারে ॥
 সঙ্কেহ ভাদ্রিতে এতে তোমা ভিন্ন নাই ।
 অবশ্য ঘাইবা ওথা দেখিবা গোসাই ॥
 দুর্ব্যোধন রাজার বিনয় এত শুনি ।
 কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি ॥
 কোন তার দিলে রাজ্য এই কোন কথা ।
 তব প্রীতি হেতু আমি ঘাইব সর্বথা ॥
 জানিব সত্যের তার রাজ্য যুধিষ্ঠিরে ।
 দ্বিতীয় করিব স্নান পুস্তরের নীরে ॥
 তৃতীয় তোমার বাক্যে করিব একাধ ।
 অবিলম্বে বিদায় করহ মহারাজ ॥
 শুনিয়া আনন্দ বড় রাজ্য দুর্ব্যোধন ।
 সবারূপে প্রণাম করিল ক্ষুণ্ণমন ॥
 বহু বধ বিনয় করিয়া সর্বজনে ।
 সেইমত সাদরে সন্তোষ শিষ্যগণে ॥

বিদায় করিল মুনি করিল গমন ।
 রহিল আনন্দ মনে রাজ্য দুর্ব্যোধন ॥
 মহাভারতের কথা অস্মত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 কাম্যবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্বাসা
 মুনির আগমন ।
 বিদায় হইয়া মুনি দুর্ব্যোধন স্থানে ।
 বহু শিষ্য সহ যান আনন্দিত মনে ॥
 বাইতে বাইতে মুনি বিচারিয়া মনে ।
 কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে ॥
 চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর ।
 কাম্যবনে বাব যথা আছে যুধিষ্ঠির ॥
 চিরদিন তাহারে করিব দরশন ।
 পরম ধর্ম্মায়া তারা ভাই পঞ্চজন ॥
 প্রভাসের স্নান আর ধর্ম্মের সন্তোষ ।
 দুর্ব্যোধন রাজার মনের অতিলাব ॥
 অনায়াসে তিন কর্ম্ম হইবে সমাধা ।
 চল যাই পূর্বদিকে ইচ্ছাতে কি বাধা ॥
 জন পথ ছাড়ি সবে প্রবেশিলা বন ।
 ছেনকালে অশ্বাচলে যান বিকর্তন ॥
 পূর্বদিক প্রকাশ করিলা কলানিধি ।
 কুমুদিনী বিকসিত দেখিয়া কৌমুদি ॥
 মোক্ষব মাংসেতে সিতপক্ষ চতুর্দশী ।
 সেই দিন চলিল দুর্বাসা মহাশয় ॥
 কৌতুক পথেতে নানা কথা আর বন্ধ ।
 বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া আনন্দ ॥
 অতিক্রান্ত হইল যখন অন্ধ নিশি ।
 অত্যন্ত আনন্দ যুক্ত গেল মহাশয় ॥
 যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজ্য যুধিষ্ঠির ।
 উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর ॥
 যুধিষ্ঠির শুনিয়া মুনির আগমন ।
 অগ্রসরি কতদূরে গেল পঞ্চজন ॥
 দুর্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিত মন ।
 সেইমত চলিলা যতক দ্বিজগণ ॥
 চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার ।
 এতরাত্রি কি হেতু মুনির আগমন ॥
 বিশেষ দুর্বাসা মুনি আর কেহ নয় ।
 অস্পন্দোষে মহারোষে করিবে প্রলয় ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা ।
 অবশ্য হইবে বাহা ইন্দ্রের ইচ্ছা ॥
 দেখিতেও তথা গেল মুনিরাজ ।
 সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ ॥

করিলেন সন্তুষ্ট হইয়া চরণে দণ্ডবৎ ।
 আদর করেন যেই দেবের সম্মত ॥
 মুনিকে প্রণাম করি তাই পঞ্চজনে ।
 সেইমত সন্তুষ্ট হইয়া শিবাগণে ॥
 আছিল রাজার সঙ্গে যতক প্রাঙ্গণ ।
 মুনিরাজ সন্তুষ্ট করিল সর্বজন ॥
 বয়ে বিকে মান রাখি প্রণাম করিল ।
 ক্ষোভজন কনিকেরে আশীর্বাদ দিল ॥
 সমান জনে ধরি দেন কোল ।
 নমস্কারে আশীর্বাদে হৈল গণ্ডগোল ।
 তবে মুখিতির রাজা যুড়ি ছুই কর ।
 মুনিরাজে বিনয় করিল বহুতর ॥
 ধর্ম্য বলিলেন মুনি করি নিবেদন ।
 শুনিবারে ইচ্ছা বড় গমন কানন ॥
 কোন দেশ হৈতে আজি হৈল আগমন ।
 কোন দেশ করিলেন মঙ্গল ভাজন ॥
 তীর্থ অনুসারে কিহা মম ভাগ্যোদয় ।
 বিশেষ করিয়া কহ রূপা যদি হয় ॥
 মুনি বলিলেন শুন জিজ্ঞাসিলে তুমি ।
 হস্তিনার পুর হৈতে উপনীত আমি ॥
 করিল অনেক সেবা তাই শত জনে ।
 তোমায় দেখিতে বড় ইচ্ছা হৈল মনে ॥
 এই হেতু হেথায় করিহু আগমন ।
 যেমন আমার কুক পাণ্ডব তেমন ॥
 আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
 পঞ্চশ্রেয় ক্ষুধার্ত্ত আমার সর্বজন ॥
 রন্ধন করিতে বাও হায় দ্রুতগামী ।
 তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি ॥
 শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মব তনয় ।
 মনেতে চিন্তেন রাজানা জানি কি হয় ॥
 অন্তরে জ্বলি উয় পাছে করে ক্রোধ ।
 অনুবর্তি দিলেন মুনির উপদ্রোধ ॥
 মুখিতির বলিলেন মম ভাগ্যোদয় ।
 এ কারণে আগমন আমার আলয় ॥
 সন্ধ্যা হেতু গমন করহ মহাশয় ।
 করিব যে কিছু মম ভাগ্যোদয়ে হয় ॥
 তবে মুনি সংহতি সকল শিবাগণে ।
 প্রভাসের কুলে গেল সন্ধ্যার কারণে ॥
 চিন্তাযুক্ত মুখিতির আপন আশ্রমে ।
 দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ॥
 ধর্ম্মের যতক কথা দ্রৌপদী শুনিল ।
 উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল ॥

কৃষ্ণ বলিলেন কি কহিলা মহাশয় ।
 ছেন বুঝি বিধি কৈল অকালে প্রলয় ॥
 শিষ্য সহ অতিথি হইল মহাশয়ি ।
 আমার না হবে শক্তি আজিকার নিশি ॥
 রজনী প্রভাতে কালি দুর্ব্বোয় প্রসাদে ।
 দশ লক্ষ হইলে ভূঞ্জাব অগ্রমাদে ॥
 ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণা উত্তম কহিলে ।
 আজি মুনি ক্রোধানলে সব দহু হৈলে ॥
 কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে ।
 দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহ কাহার পরাণে ॥
 দ্রৌপদী কহিল এমি দৈবের সংযোগ ।
 আমার কর্ম্মের এত কে করিবে ভোগ ॥
 মুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈতে মহারাজ ।
 দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ ॥
 আমি সব হৈতে কিছু নহে প্রতিকার ।
 কেবল কারণ প্রভু করিতে উদ্ধার ॥
 দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া মুখিতির ।
 চিন্তিয়া আকুল অতি শরীর অস্থির ॥
 কৃষ্ণ বলিল ডাকেন উচ্চস্বরে ।
 পার কর জগন্নাথ বিপদ সাগরে ॥
 রক্ষাকর গোবিন্দ আমারে মহাশয় ।
 রাখহ পাণ্ডবকুল কহু নিশ্চয় ॥
 আছ বার তুমি ছেন মহারত্ন নিধি ।
 এমন সংযোগ তবে মিলাইল বিধি ॥
 তোমার পাণ্ডব বন্ধু বলি লোকে কয় ।
 সেই কথা পালন করিতে যাগ্য হয় ॥
 কৃষ্ণ সহ পঞ্চভাই আকুস ছুইয়া ।
 ভাকিলেন কোথা কৃষ্ণ উদ্ধার আসিয়া ॥
 তথায় কোতুকে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে ।
 শয়ন করিয়াছেন কঞ্জিনীর ঘরে ॥
 ব্যাধি হৈয়া ডাকে কৃষ্ণ বলি জগন্নাথ ।
 বাঞ্ছিল অন্তরে যেন কণ্ঠকের ঘাত ॥
 রহিতে না হয় শক্তি তত্ত্ব দুঃখ জানি ।
 বাস্ত হৈয়া উঠিয়া বসিলা চক্রপাণি ॥
 চিন্তায়িত অভ্যস্ত করেন ছটফট ।
 কঞ্জিনী কহেন দেখি করিয়া কপট ॥
 চিন্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ ।
 ছেন বুঝি কোথায় ঘাইতে আছে মন ॥
 অরণো দ্রৌপদী সখী আছেন বথায় ।
 অকস্মাৎ মনে হৈল বীর্য্য অতিপ্রায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণ প্রিয়তমা ।
 অদ্যকার অগরাধ কর তুমি ক্ষমা ॥

ভক্তাধীন আমারে যে করিল বিধাতা ।
 আমার কেবল ভক্ত মুখ দুখ দাতা ॥
 মম ভক্ত জন যথা থাকে মুখে ।
 আমিও তথায় থাকি পরম কোতুকে ॥
 মম ভক্ত জন দেখে যদি দুঃখ পায় ।
 সে দুঃখ আমার হেন জানি অভিপ্রায় ॥
 এ কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল ।
 নহিলে কি হেতু নাম শ্রীভক্তবৎসল ॥
 আমার একান্ত রত রাজ্য যুধিষ্ঠির ।
 বিপদ সাগরে পড়ি হয়েছি অস্থির ॥
 দুঃখ পায় বলি ডাকে কোথা জগন্নাথ ।
 বাজিল অন্তরে যে সে কণ্টকের ঘাত ॥
 যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন ।
 ততক্ষণ মনোদুঃখ না হবে থগুন ।
 এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি ।
 এত শুনি কহিলা কল্পনী ঠাকুরাণী ॥
 তোমার একান্ত স্নেহ আচরে পাণ্ডবে ।
 সর্বকাল এইরূপ জানি অবতবে ॥
 বিশেষ করিল বশ দ্রুপদের মুতা ।
 তোমার বাসনা সর্বকাল থাক তথা ॥
 গমন রজনীকালে উঁচত না হয় ।
 এ কারণে নিবেদন করি মহাশয় ॥
 বাইবা অবশ্য কালি তপন উদয় ।
 বে ইচ্ছা তোমার কর ভূমি ইচ্ছাময় ।
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন সত্য কহিছে ভূমি ।
 কণেক তথায় বদ নাহি যাই আমি ॥
 সবংশে মজ্জিবে রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন ।
 আমার গমন তবে কিসের কারণ ॥
 এত বলি করিলেন গরুড় স্মরণ ।
 আইল স্মরণমাত্রে বিনতানন্দন ।
 আসিয়া বসিল বীর যথা জগন্নাথ ।
 সম্মুখে দাড়ায় বীর করি ষোড়হাত ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের
 কাম্যবনে আগমন ।
 আসিয়া খগেন্দ্র কহেবন্দিয়া চরণ ।
 কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলা স্মরণ ॥
 কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন ।
 শীতগতি কহ হরি তার বিবরণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন যথা পাণ্ডুপুত্রগণ ।
 বশতি করেন তথা করিব গমন ॥

এত বলি খগেন্দ্র করিয়া আরোহণ ।
 নিমিষেতে উপনীত যথা কাম্যবন ॥
 হেথায় ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দনে ।
 হেনকালে আইলেন হরি খগাসনে ॥
 যুধিষ্ঠির শুনিয়া গোবিন্দ আগমন ।
 পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন ॥
 ব্যগ্র হৈয়া কতদূরে গিয়া পড়িলেন ।
 নিকটেতে পাইলেন দেবকীনন্দনে ॥
 আনন্দ বাড়িল তার না হয় অবধি ।
 দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥
 চিরদিন সমাগম যেন আলিঙ্গণ ।
 আনন্দ সলিলে পূর্ণ হইল লোচন ॥
 পূর্ণ করি যানিলেন মন অভিলাষ ।
 অন্য অন্য সর্বজনে করিলা সম্ভাষ ॥
 গোবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার ।
 যুধিষ্ঠির কহিলেন কি কহিব আর ॥
 কহিতে বদনে মম নাহি ক্ষুরে ভাষা ।
 এত রাহে শিষ্য সহ অতিথি দুর্বাসা ॥
 প্রভাসর কুলে সন্ধ্যার কারণ ।
 উপায় করিতে শক্তি নহে কোন জন ॥
 সবংশে মজ্জিবে আজি বুঝি অভিপ্রায় ।
 কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনী তোমার ॥
 তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই ।
 আত্ম নিবেদন এই করিলাম ভাই ॥
 রাখিবা রাখহ নহে যাগ মনে লয় ।
 বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময় ॥
 যুধিষ্ঠির এতেক কহেন নারায়ণে ।
 গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিবা মনে ॥
 শিষ্যগণ সহ যুনি আসুক হেথায় ।
 সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় ॥
 এত বলি সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মমণি ।
 ত্বরিত গেলেন কৃষ্ণ যথা স্বাস্তসেনী ॥
 কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণার পুরিল অভিলাষ ।
 বসিতে আসন দিয়া কহিলেন ভাব ॥
 সাধক বৎসল প্রভু তুমি অন্তর্যামী ।
 দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি ॥
 কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজান ।
 দুখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
 শিষ্যো দুর্বাসা যুনি অতিথি আপনি ।
 উচিত বিধান শীত্র কর চক্রপাণি ।
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহা বিচারিব পাছে ।
 ক্ষুদ্র শরীর পোড়ে খাইতে কি আছে ॥

বিলম্ব না সহে কৃষ্ণা অন্ন দেহ আনি ।
পশ্চাতে করিব বাহা কহ যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণা কহিলেন কৃষ্ণ জ্ঞান সমাচার ।
আপনি এমত কহ অদৃষ্ট আশার ॥
অন্ন দিতে আমি যদি হতান ভাঞ্জন ॥
ঘোর অন্ধকারে না হইত আগমন ॥
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল ।
বুঝিতে না পারি হরি নম কৰ্ম্মকল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তৃণদয় ।
পাইয়া উত্তম পরিহাসের সময় ॥
কহিতে না হয় শক্তি স্থির নয় বন ।
উঠে বিলম্ব না হবে প্রয়োজন ॥
এত শুনি কহিলেন দ্রুপদ তনয় ।
বুঝিতে না পারি দেব কর কোন মায়া ॥
যখন হইল গত দশ দণ্ড নিশি ।
ভুঞ্জিলেন তখন যতক দেবগুণি ॥
অবশেষে ছিল কিছু করিছু ভোজন ।
শূন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ ॥
দিন নহে দ্বিতীয় গ্রহর হৈল নিশি ।
কি কর্ম্ম করিব শূন্য অরণ্য নিবাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাজ্ঞসেনী শুন বলি ।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী ॥
রন্ধন বাঞ্ছন অন্ন যে কিছু আছয় ।
অপ্পেতে হইবে তৃপ্ত কিছু হৈলে হয় ॥
আলস্য ত্যজিয়া উঠ করহ তল্লাস ।
বিলম্ব না সহে আর চাড় উপহাস ॥
কৃষ্ণের বচন শুন কৃষ্ণা গুণবতী ।
দেখাইতে পাকপাত্র নিয়া শীঘ্রগতি ॥
আনিয়া কহিলা দেবী শুন জগন্নাথ ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত ॥
শাকের সহিতে এক অন্ন মাত্র ছিল ।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু সম্পূর্ণ হইল ॥
ভোজন করিয়া তপ্ত দেব দামোদর ।
জলপান করিলেন ভরিল উদর ॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ ।
উদার করিয়া দেন উদরেতে হাত ॥
দ্রৌপদীরে কহেন আশার কথা গেল ।
আজিকার ভোজনে পরম তপ্তি হৈল ॥
ইহা বলি পুন পুন তুলেন উদগার ।
ত্রিভুবনে সেইমত হইল সবার ॥
সকল ভুতে ছদ্মরূপে সেই নারায়ণ ।
তাহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন ॥

হেথায় দুর্কীমা ধরি সহ শিষ্যগণ ।
বুঝিতে না পারিলেন ইহার কারণ ॥
মন্দানলে উদর পূর্ণিত সবা কার ।
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিতে উদগার ॥
কহিলেন বিশ্বাস যানিয়া মুনীরাজ ।
নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ ॥
মুনি বলিলেন শুন সর্ব শিষ্যগণ ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
অকস্মেতে হৈল দেখ উদর আশান ।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে ।
পথশ্রমে আজি নাহি পারিব বাইতে ॥
শিষ্যগণ বলিলেন বটে মহাশয় ।
আমি সবা কার মনে হইল বিশ্বাস ॥
সন্ধ্যা হেতু যাঠি যবে প্রভাসের জলে ।
শরীর দহিতে ছিল বহু ক্ষুধানলে ॥
অকস্মাৎ এই মত হৈল সবা কার ।
উদর পূরণে ঘন উঠে ধূমোদগার ॥
অন্য অন্য বিচার করয়ে জনে জন ।
কেহ না বলিল কিছু লজ্জার কারণ ॥
মুনি বলিলেন কি আশ্চর্য্য লাগে মন ।
ব্রহ্মাণ্ড ভাষিয়া কিছু না পাই কারণ ॥
যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে ।
বলিলাম রন্ধন করিতে সুধিষ্ঠিরে ॥
সংযোগে করিল ভারী যদি আগণণ ।
কোন লাজে তারে গিয়া দেখাব বদন ॥
বখিয়া বিধান তবে করহ বিচার ।
শিষ্যগণ বলিলেন কি হইবে আর ॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ ।
উঠিবারে শক্তি নাহি কে করে ভোজন ॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া বিহানে ।
অতিথি হইয়া সবে যাব যথা স্থানে ॥
ইহার উপার আর নাহি মহাশয় ।
মুনি বলিলেন কথা নম মনে লয় ॥
ব'ধের রন্ধনো আজি প্রভাসের কূলে ।
যে কিছু কর্তব্য কালি উঠিয়া সকালে ॥
এত বলি শয়ন করিল সর্বজন ।
জানিলেন সর্ব তত্ত্ব দেবকী নন্দন ॥
কৃষ্ণসহ সহ গেলেন যেখানে সুধিষ্ঠির ।
সবা কার সম্মুখে কহিলা যজ্ঞবীর ॥
মুনির কারণ মনে না করিবে ভয় ।
আজি না আসিবে মুনি জানিবে নিশ্চয় ॥

স্নানদান করি কালী প্রভাসের কূলে ।
 ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে ॥
 শনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন ।
 ধর্ম বলিলেন কাল গৌণ এতক্ষণ ॥
 ভোমার অসাধ্য দেব আছে কোন কর্ম ।
 পাণ্ডব কুলের আজি জানা গেল ধর্ম ।
 বিস্তর কহিতে আর নাহি প্রয়োজন ।
 বিস্তর সম্পদ মম তুমি নারায়ণ ।
 না জানি পুষ্করের কত অপকন্ম জাল ।
 একারণে আমার দুখেতে গেল কাল ॥
 প্রথম ব্যসদে বিধি দিল নানা শোক ।
 অম্পকালে জনক গেলেন পরলাক ॥
 গোয়াইনু সেই কাল পরের আলয় ।
 দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময় ॥
 তদন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা ।
 জড়গৃহে প্রাণ পাই বিদুর যন্ত্রণা ॥
 বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে ।
 আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে ॥
 এ সব সঙ্কট হৈতে তুমি মাত্র ত্রাতা ।
 এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা ॥
 ব্রাহ্ম্যানন্দ বনবাস হীন সর্ব ধর্ম ।
 বিধির নিযুক্ত এই পুর্ক যত কর্ম ॥
 সবে মাত্র পূর্ববংশ ছিল উত্তাপ ।
 কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা ॥
 এতেক কহিল যদি ধর্মের নন্দন ।
 অনন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
 শুন ধর্মহত যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
 কহিলা যতেক কথা সব আমি জানি ॥
 পাইলা যতেক দুঃখ অন্যথা না হয় ।
 কিন্তু তুমি ধর্ম না তাকিবে মহাশয় ॥
 তুমি যে কহিলা আমি হীন সর্ব ধর্ম ।
 পৃথিবী পবিত্র হৈল তোমার সূকর্মে ॥
 দান ধম্ম রাজনীতে এ তিন ভুবনে ।
 আছয়ে তোমার তুলা নাহি লয় ধনে ॥
 নিরীলের বল ধম্ম আমি জানি ভাল ।
 এত দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অম্পকালে ॥
 অদম্মি অণায় পুথ কছু সিদ্ধি নয় ।
 জোরারের জল প্রায় কণেকেতে রয় ॥
 মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন ।
 মহাকষ্টে আমি না ছাড়িবে কদাচন ॥
 এত বলি বিদায় হলেন নারায়ণ ।
 গরুড়ে চড়িয়া বান দ্বারকা স্তবন ॥

কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চ জন ।
 হস্তমনে শয়ন করিলা সর্বজন ॥
 ভারত পঞ্চজ রবি মহামুনি বাস ।
 পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিত তাঁর দাস ॥

অথ শশিযা ক্রীসার ভোজন ।
 প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্মের নন্দন ।
 করিলেন নিয়মিত কন্মসমাগন ॥
 দুর্কীসা অতিথি হেতু সচিবিত মন ।
 নানা কার্যে নানা স্থানে যান সর্বজন ॥
 ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে ।
 ভীমার্জুন বান দৌড়ে যুগয়া কারণে ॥
 স্নান করি আসিলেন ক্রপদনন্দিনী ।
 সস্তর তথায় চলে ধম্ম নৃপমণি ॥
 কহিলা মধুর বাকা ধর্মের নন্দন ।
 শীত্ৰগতি শৃণবতী করহ রন্ধন ॥
 আজিকার দিন যদি যায় ভাল মতে ।
 তবে জানি কিছুকাল বাচি এ জগতে ॥
 মহা উগ্র দুর্কীসা সকল লোক বলে ।
 সংসার লহিতে পারে কোণের অনলে ॥
 স্নান করি এখন আসিবে মুনিরাজ ।
 সহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
 অম্মন্দ বিধান যদি পায় অম্পান ।
 সবাকার তবে সে হইবে পরিত্রাণ ॥
 এই হেতু চিন্তা বড় আছে মন মনে ॥
 যা কথিতে পার কৃষ্ণ আপনার শৃণে ।
 তোমা হৈতে সকল শঙ্কটে সবে তরি ॥
 তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরী ॥
 তোমার যতেক শৃণ না যায় বর্ণনা ।
 পাণ্ডবের কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ সস্তাবনা ॥
 আসিয়া রাখিলা কৃষ্ণ ছিল যত দায় ।
 এখন করহ তুমি উচিত যে ভায় ॥
 কৃষ্ণ বলিলেন রাজা করি নিবেদন ।
 অম্প কার্যে এত চিন্তা কর কি কারণ ॥
 ধম্ম পথ মত যদি আমি হই সতী ।
 একান্ত আমার যদি ধম্ম থাকে মতি ॥
 সূর্যের চরণে আর তোমার প্রসাদে ।
 ভৃঞ্জাইব মশালক জনে অপ্রসাদে ॥
 চিন্তা না করিবে কিছু ইহার কারণ ।
 এই দেখ মহারাজ ইহল রন্ধন ॥
 যাও শীত্ৰ শশিযা আনহ মুনিবর ।
 শনি রাজা যুধিষ্ঠির কৌতুক অন্তর ॥

ছেদায় দুর্ভাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
ক'রিল আত্মিক পূজা প্রভাসের জলে ॥
সেই মন্ত করিলেক শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সবারে কহিল মুনিরাজ ॥
সবে জান কালি যে কহিহু ধর্মরাজে।
অত্যন্ত লজ্জিত আমি আছি তব কাষে ॥
চল শাস্ত্র তথায় বাইব সর্বজন।
করিব ধর্মের প্রতি শাস্তি আচরণ ॥
এত বলি শশিষ্য চলিল মুনিরাজ।
শুনিয়া আনন্দ অতি পাণ্ডব সমাজ ॥
অগ্রসারি কত দূর সর্বজন আসি।
চলিলেন সাদরে শশিষ্য মহার্থিষি।
ক'রিয়া অনেক স্তুতি ভাই পঞ্চজন।
বসাইলা মুগচর্ম্মে কুশর আসন ॥
সুশীতল জল আনি ধর্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধোত মুনির চরণ ॥
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহদরে।
সেই পদোদক আনি পরন সাদরে ॥
পান করে বন্দন। করেন সব শিরে।
তবো'ধর্ম্য নৃপতি কহেন ধীরে ধীরে ॥
নিচর আমার আজি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি যত্ন বিনা রত্ন নিধি ॥
প্রসন্ন হইল যানি আজিকার নিশি।
কৃপা করি আপনি আইলা মহার্থিষি ॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
না আছে না হৈবে হেন করি অনুমান ॥
তপস্যা করিল পূর্বে পিতামহগণ।
যে কিছু আমার ঋণ পূর্ব উপাজন ॥
কৃপা কর আমারে সে কলে সর্বজনে।
নহিলে অধম আমি তার কোন গুণে ॥
যুধীজীর মুখে শুনি এতক বচন।
ভুঁই হয়ে কহিতে লাগিল তপোধন ॥
শুন ধর্ম্মমুখ যুধীজীর নৃপমণি।
আপনারে না জনিয়া কহ হেন বাণী ॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সভাবানী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি হেন তোমার সমান ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি ক্ষত্রিয় সুদীর।
সমুদ্র সমান অতি গুণেতে গভীর ॥
অসার সংসার এই সার মাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজ্য সহজ এ কর্ম্ম ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটেবর্তী নহিল সর্ব্বথা ॥

সুখ দুঃখ শরীরেতে সহযোগ কর্ম্ম।
সময়ে প্রলয় হয় আপনার ধর্ম্ম ॥
ভাহাতে মন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাদুব জীবন মৃত্যু এই সমান ॥
সাদুব গণনে রাজ্য তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধনা ধন্য ॥
তোমার পশ্চাতে যত মহারাজ ছিল।
ধার্ম্মিক তোমার তুল্য নাহিবে নহিল ॥
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন।
বহুমতী পতি ধোণ্য তুমি সে ভাজন ॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ বশ।
তোমার গুণেতে রাজ্য হইলাম বশ ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোমার ঠাই পাইলাম লাজ ॥
কহিয়া তোমারে ছেদা করিতে রক্তন।
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসে গেলাম সর্বজন ॥
সায়ং সন্ধ্যা জগজাদি যে কিছু আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্বজন সমাপ্ত করিল ॥
পথশ্রমে আশ্রিত উঠিতে শক্তি নাই।
অলসেতে শয়ন করিহু সেই ঠাই ॥
আমিতে না পায়ে কেহ এই সে কারণ ॥
তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন ॥
ক্ষুধার্ত্তি আছয়ে সবে করিবে ভোজন।
স্নান করি যদি কর সত্তরে রক্তন ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কালি মম গাপ ছিল।
একারণে সবাকার আলস্য হইল ॥
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ ॥
তবে মহামুনি আসি করিল প্রবেশ ॥
দেবের দ্বন্দ্বত হয় তব আগমন।
অপ্প ভাগো এ সব না হয় কদাচন ॥
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার এসানে মুনি প্রস্তুত সকল ॥
এত বলি আপনি উঠিল ধর্ম্মপতি।
ভীমার্জ্জুনে নিকটে ডাকিল মহামতি ॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মমুখ করিবারে স্নান।
প্রতিমাত্র দুই ভাই হইলা সাবধান ॥
নানাদিকে স্থান করি দিল অন্ন জল।
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল ॥
আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুই জনে।
শীত্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন তবে শুন মুনি রাজ।
অতঃপর বিলম্বিতে নাহি কিছু কাষ ॥

হইবে যৌজের তেজ হৈলে অতি বেলা ।
করিলেন বিধাতা নিযুক্ত ব্রহ্মভলা ॥
মুনি বলিলেন রাজা ভূমি সাধু ক্রম ।
অট্যালিকা হৈতে ভাল তোমার আশ্রম ॥
কদর্য্য স্থানেতে যদি সাধুজন রয় ।
অর্গের সমান তাকে দেবগণ কয় ॥
এত বলি কোতুকে উঠেন মুনিবর ।
আনন্দ বিধানে বসি গিব্য সহচর ॥
বসিলেন মুনিগণ বধা যোগ্য স্থান ।
যুধিষ্ঠীর পঞ্চভাই হরিষ বিধান ॥
অন্ন পরিবেশন করেন সব আনি ।
বাড়িয়া বঞ্জন অন্ন দেন যজ্ঞসেনী ॥
সবে অতি শীতহন্তে ভাই পঞ্চ জন ।
যে বাহা চাহেন তাহা দেন ততক্ষণ ॥
অপরূপ দেখ তার দৈবের কারণ ॥
একবার এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন ॥
আপনার ইচ্ছায় বসন্তে করে ক্ষয় ।
স্বর্ষ্য অনুগ্রহে পুন অরিপূর্ণ হয় ॥
স্থানে স্থানে বসিলেন ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ।
ভোজন করয়ে সবে বড় কুতূহলী ॥
নাহি আনি খানকত দেন কত আনি ।
থাও থাও বলেন সকলে এই শুনি ॥
অবিলম্বে তাহা পান বাহা অভিজাতী ।
ভোজন করিয়া দশ সহস্রেক রুবি ॥
অনন্তরে উঠিয়া করিল আচমন ।
সাধু প্রশংসা করিল সর্বজন ॥
দুর্ভাসা বলেন রাজা ভূমি ভাগ্যবান ॥
নহিল নহিবে আর তোমার সমান ॥
এমন প্রকার যদি পাই বনবান ।
তবে আর কি কার্য্য সর্গেতে অভিজাত ॥
সহোদর তোমার সকল গুণবান ।
দ্রুপদ নন্দিনী ছন লক্ষ্মীর সমান ॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি ।
এইমত সর্বদা হইবে তুচ্ছ আমি ॥
কদাচিত চিন্তা কিছু না করিবে মনে ।
খলিবে তোমার দুখ অতি অস্পদ দিনে ॥
বিনায় করহ শীত্র যাই তপোবন ।
শুনিয়া কহেন তবে বর্ষের নন্দন ॥
সফল এ অন্ন কর্ম্ম মানিহু আপনি ।
যাহে এত কৃপাকর কৃপাসিক্ত মুনি ॥
মম এই নিবেদন তোমার অণ্ডেতে ।
কদাচিত বিচলিত নাহি মতা পথে ॥

পঞ্চ ভাই প্রণাম করিল মুনিরাজে ।
সেইমত সন্তোষ করি শিষ্য মাঝে ॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি বেদ বিধিমাতে ।
তুচ্ছ হয়ে সর্বজন গেল স্বর্গ পথে ॥
আনন্দিত জাতৃগণ বর্ষের কুমার ।
দুর্য্যোধন পাইল সকল সমাচার ॥
পর্যাণে কাতর হুত বুদ্ধি দুরাশয় ।
অসহ্য রৌদ্ৰের তেজ লাগিল জ্বর ॥
আবারে অকচি চিত্ত সতত চঞ্চল ।
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িলেন শরীর দুর্ব্বল ॥
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হৈয়া ।
একান্তে বসিল সবে পাণ্ডু হিত লৈয়া ॥
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কণ দুষ্মান আদি ।
হেন কালে কহিলেন কণেরে সম্বোধি ॥
ভারত পঞ্চজ রবি মহা মুনি বাস ।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

দুর্য্যোধনের মনোদুখ শ্রবণে

কণের প্রবোধ বাক্য ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

এইমত কুকপতি, চিন্তিয়া আকুলমতি,
অত্যন্ত উদবেগ ব্যগ্র হৈয়া
ডাকাইল সর্বজনে, বসিল নিভৃত স্থানে,
যত পাণ্ডু মুদ্রীগণ লৈয়া ॥
দুর্য্যোধন অতি দীরে, বসিলেন কণবীরে,
অবধান কর মম বোলে ।
দুখের না হয় ওর, দক্ষ হৈল অঙ্গ মোর,
অনুক্ষণ চিন্তার অনলে ॥
বিশেষ ভোমরা ববে, মন্ত্রণার অবূতবে,
যে কিছু কহিলা সুবিচার ।
করিতে আমার হিত, বিধি হৈল বিপরীত,
এক চিন্তা করি হ্রস্ব আর ॥
পুন পুন এই মত, উপায় করিহু বত,
হিংসা হেতু পাণ্ডু পুত্রগণে ।
পরম সঙ্কটে তার, হীতগন্ধ্র প্রতীকার,
না জানি করিল কোনজন ॥
সকল বালক মীলে, ক্রীড়ার কৌতুক ছলে,
ভীমেরে দেখিয়া বলবান ।
কেহ তারে নহে শক্য, নীবারীতে প্রতীপক,
কালকুট করাইহু পান ॥
বাকী হস্ত পদতলে, কেলিহু গভীর অনে,
দৈবযোগে গেল রসাতল ॥

কেবা দিল প্রাণদান, রসকূপ করি পান,
অযুত হস্তীর ধরে বল ।

অনন্তরে জতুগৃহে, তারে পোড়াইয়া দেহে,
ভাবিলাম করিব সংহার ॥

বুদ্ধি বলে তাহে তরি, চরন্ত রাক্ষস মারি,
পাইল পরম প্রতিকার ।

কাল কাটি অনায়াসে, গেল পঞ্চালের দেশে,
পাঞ্চালী পাইল স্বয়ম্বরে ॥

কি দিব ভাগ্যের লেখা, দ্রুপদ হইল সখা,
জিনিষলেক লক্ষ দণ্ডধরে ॥

অনন্তর রাজ্যে আসি, অবনী মণ্ডল শাসি,
যে কর্ম করিলা যজ্ঞকালে ।

কে তার উপমা দিবে, না হইল না হইবে,
ক্ৰীতিমধ্যে ক্ষত্রিয়ের কূলে ॥

পিতামহ মুখে শু'ন, যদুকুলে চক্রপাণি,
পূর্ণব্রহ্ম নিজে অবতার ।

বিপ্রের চরণ ধৌতে, নিযুক্ত করিল তাতে,
হেন জন যজ্ঞেতে যাহার ॥

হইল এমনি ক্রম, স্থলে হৈল জল ভ্রম,
তাহাতে ঘটিল এ দুর্দশা ।

তাহে পারে অপমান, বাজ্জা হৈল ত্যজি প্রাণ,
সেই দুঃখে খেলাইল পাশা ॥

হারিলেক রাজ্য ধন, দাসত্ব করিল পণ,
তাহে জয় হইল আমার ।

অন্ধরাজ বুদ্ধি দোষে, আপনার ভাগ্যবশে,
যাজ্ঞসেনী করিলা উদ্ধার ॥

সবে মিলি পুনর্বার, মন্ত্রণা করিয়া সার,
বনবাস কৈলু নিকপণ ।

না পাইল কোন দুঃখ, বনে তার নানা সুখ,
স্বর্গে যেন সহস্রলোচন ॥

হিড়ম্বাদি জটাসুরে, মুহূর্ত্তেকে যমপুরে,
পাঠাইল কারয়া বিক্রম ।

ভীমসেন শত্রুগণে, নিপাত করিল রণে,
অনায়াসে না জানিল ভ্রম ॥

একা পার্থ মহাবল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল,
জিনিবারে হইল ভাজন ।

দ্বিতীয় বিক্রম নীমা, ভীম পরাক্রম ভীমা,
বারে ভয় শমন সমান ।

মধ্যাহ্ন সূর্যের সম, অপ্রমেয় পরাক্রম,
মাদ্রী পুত্র যুগল বিশেষে ॥

আর এক অহমানি, লক্ষ্মীকপা যাজ্ঞসেনী,
পাইল পাণ্ডব পুণ্যবশে ॥

তাহার যুদ্ধ যত, বিশেষ কহিব কত,
বলিতে পারি এক মুখে ।

এক দ্রব্য স্থলংগে, স্বর্গের অধিক ভোগে,
বনেতে পাণ্ডব আছে সুখে ॥

নিত্য নিয়মিত যত, প্রতি দিন শত শত,
ব্রাহ্মণেরে করায় ভোজন ।

লক্ষাবধি যত আসে, তাহার ভাগ্যের বশে,
বিমুখ না হয় কোন জন ॥

সেদিনহিংসিতে তারে, পাঠাইলু দুর্জাসারে,
শিষ্য দশ সহস্র সংহতি ।

শুনিলাম লোকমুখে, ভোজন করিয়া সুখে,
মুনি গেল আপন বসতি ॥

ইহা পূর্ব সর্বজনে, গেলাম প্রভাস স্নানে,
দেখিহু সকল বিদ্যমান ।

যে কর্ম করিলা তায়, বুঝিলাম অস্তিত্বপ্রায়,
নহি তার শতাংশে সমান ॥

তপ জপ সত্য ব্রত, বল বুদ্ধি ধৈর্য যত,
পাণ্ডবের আছেয়ে সকল ।

সবাই লমান গুণ, বিশেষত ভীমার্জুন,
ক্ৰীতিমধ্যে ছই মহাবল ॥

যে কিছু উপায় শেষ, মন্ত্রণায় সমাবেশ,
যদ্যপি না হয় প্রতিকার ।

বুদ্ধি বলে অনায়াসে, কালকাটি কোন দেশে,
আসিয়া দিবেক মহামার ॥

মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম, যেন মহাকাল সম,
বারণ করিবে কোন জনে ।

এই চিন্তা অবিরত, কুজকার চক্র মত,
সতত অস্থির মম মনে ॥

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে, সবাকার বিদ্যামানে,
কহিলা কোরব অধিপতি ।

দুর্যোধন মনঃ ক্লেশ, জানি হিত উপদেশ,
সূর্যপুত্র কহে রাজা প্রতি ॥

মহারাজ কি কারণে, এতেক উদ্বিগ্ন মনে,
কি হেতু পাণ্ডবে কর ভয় ।

তোমার নিয়োগ বলে, স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে,
উপহার যোগ্য হেন নয় ॥

কহিলা যে মহারাজা, পাণ্ডব প্রবল তেহা,
আসিয়া দিবেক মহামার ।

বহুদিন তাহা আছে, আমরাও আছি কাছে
হিংসা করে করিবে কি কার ॥

বনের নিবাস গত, শেষে দিন আছে যত,
যদ্যপি বঞ্চিত মহাক্লেশে ॥

কহ কোথা আছে ঠাই, লুকাইবে পঞ্চভাই,
অজ্ঞাত বঞ্চিবে কোন দেশে ॥

যতেক নৃপতি চয়, কেবল তোমার ভয়,
কাছে না রাখিবে কোন জন ।

পাঠাইব চরগণে, নগর পর্ত্ত বনে,
দেখিলে পাইবে দরশন ॥

আছে পূরুষ নিকপণ, দ্বাদশ বৎসর বন,
বঞ্চিবেক অজ্ঞাত বৎসর ।

এত বই কালান্তরে, কেবা জীয়ে কেবা মরে,
চিরজীবী নহে কোন নর ॥

শুভ ভাগ্যবশে যদি, বঞ্চিয়া অজ্ঞাত বিধি,
আসিবেক যখন সকল ।

বনবাস মহাকষ্ট, চিন্তাকুল জ্ঞানভ্রষ্ট,
শক্তিহীন হইবে দুর্বল ॥

তখন করিব ক্রম, প্রকাশিয়া পরাক্রম,
স্বকাৰ্য্য সাধিব কুতূহলে ।

নিমিষেক পঞ্চজনে, পাঠাইব যম স্থানে,
তোমার পুণ্যের মহাবলে ॥

আমার বিক্রম জানি, কি কারণে নৃপমনি,
ক্ষুদ্র জনে কর এত ভয় ।

ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বথামা, সদা অহুগত তোমা,
কি করিবে পাণ্ডুর তনয় ॥

এত বলি কর্ণ বীর, হিতপক্ষ নৃপতির,
কহিলা শুনিলা জ্ঞানবান ।

সূর্য্যপুত্র বাক্য যত, তাহে নহে অন্যমত,
সবে তাহা করিলা প্রমাণ ॥

এইমত সর্ব্বজনে, কহিলেন দুৰ্য্যোধনে,
আশ্বাস করিয়া বহুতর ।

শুনিয়া এ সব বাণী, দুৰ্য্যোধন মহামানী,
কতক্ষণে করিলা উত্তর ॥

বল বুদ্ধি অহুভবে, যে কিছু কহিলা সবে,
অন্যথা না করি কদাচন ।

কিস্ত নহি দীর্ঘ জীবী, সর্ব্বদা এ সব ভাবি
যোগ হেন চিন্তে অহুক্ষণ ॥

বনের বিচিত্র কথা, অরণে মঙ্গল গাঁথা,
প্রকাশিলা মহামুনি ব্যাস ।

সেই কথা মমঃ স্মখে, শুনিয়া লোকের মুখে,
পাঁচালী রচিল কাশীদাস ॥

দুৰ্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের
দ্রৌপদী করণে যাত্রা ।

দুৰ্য্যোধন কহিলেন কি যুক্তি করিলা ।
কিহা হৈল সন্থি নিষিদ্ধ হইল ॥

বিধিকৃত হইলে অবশ্য হবে জয় ।

ঈশ্বর না করিলে সকলি মিথ্য। হয় ॥

সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ ।

নিত্য নিত্য ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ ॥

অহুক্ষণ করিবেক স্বকাৰ্য্য সাধন ।

পূরুষমত আছে হেন বিধি নিরুজ্জন ॥

ফল পায় যেবা রাখে বিধান যেমন ।

জীবনে উপায় করিবেক সর্ব্বজন ॥

বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাসে তরে ।

অনর্থ করিবে আমি মধ্যক্রোধ ভরে ॥

ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জন ।

কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ ॥

তুমি আমি মাতুল ত্রিগুৰ্ত্ত ঋশাসন ।

মহাত্মম করিলে না পারি কদাচন ॥

মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি

অনায়াসে উদ্যোগ সাগর হৈতে তরি

কহিল। যতেক কথা মনে দাঁড়ি লয়

পরাক্রমে পাণ্ডবের কে করিবে জয় ॥

সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন ।

আনিব দ্রুপদমুতা করিয়া হরণ ॥

দ্রুপদনন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ ।

অশেষ সঙ্গটে নিত্য করে পরিত্রাণ ॥

বুদ্ধি বল করি যদি তাহাকে হরিবে ।

নিশ্চয় দেখিবা তবে পাণ্ডব মরিবে ॥

এ কারণে কহি আমি এ সব সম্মত ।

গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥

বুদ্ধিবলে বিশারদ তাতার ভাল জানি ।

প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী ॥

লুকাইয়া রাখিব দ্রৌপদী গুপ্ত স্থানে ।

খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন মা পায় সজ্ঞানে ॥

কুক্ষার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক ।

এই রূপে পঞ্চ ভাই যাবে পরলোক ॥

নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল ।

নির্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল ॥

তোমা সবাকার যদি হয় এ সম্মতি ।

তবে সে কর্তব্য এই লয় মম মতি ॥

এতেক কহিলা যদি কৌরব প্রধান ।

প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥

ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার ।

করিলা যে মন্ত্রণা এমত সবাকার ॥

অবশ্য কর্তব্য এই সবাকার মত ।

অপবেশ তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥

তুষ্ঠমতিগণ যদি এতেক কহিল ।
 শুনিয়া নৃপতি মনে আনন্দিত হৈল ॥
 তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুৰ্য্যোধন ।
 তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন ॥
 সাবধান হইয় রহিবে চূড়ামণি ।
 বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী ॥
 এতেক কহিল যদি কৌরব ঈশ্বর ।
 কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর ॥
 তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবনে ।
 কিন্তু পাণ্ডবের সবে জানহ যেমনে ॥
 দ্বিতীয় শমন তুল্য একেক পাণ্ডব ।
 শতাংশ সমান তার নহি মোরা সব ॥
 বিশেষ আপনি মনে কর অবধান ।
 একা পার্থ গন্ধর্ক সমর কৈল ত্রাণ ॥
 জীযন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে ।
 কার শক্তি হিংসবে সে পাণ্ডু পুত্রগণে ॥
 যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন ।
 নিমিষেক বুকোদর বধিবেক প্রাণ ॥
 বিশেষ দ্রুদপশুতা লক্ষ্মী অবতার ।
 মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাহার ॥
 একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা ।
 সে কেন করিবে হেন ছরত প্রত্যাশা ॥
 জয়দ্রথ মুখেতে এতেক বাক্য শুনি ।
 বিনয় পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি ॥
 কহিলা যতেক তুমি আমি সব জানি ।
 পাণ্ডবের সন্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী ॥
 কি ছার কৌরব সেনা কর্ণ গণি কিসে ।
 অন্যে কি করিবে তারে দণ্ডপাণি ত্রাসে ॥
 একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন ।
 সুরাসুর নাগ নরে সবে কোন জন ॥
 অগ্নিকিতে যাবে তথা কেহ না দেখিবে ।
 বুদ্ধিবলে যা সেনী হরিয়া আনিবে ।
 সন্নিকটে সতত থাকিবা সাবধানে ।
 অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে ॥
 আনদানে সকলে যাইবে চারিভিত ।
 সেইকালে তথায় হইবে উপনীত ॥
 হরিয়া দ্রুদপশুতা প্রকার বিশেষে ।
 যত্ন করি লুকাইবে অতি দূর দেশে ॥
 খুজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায় ।
 তার শোকে পাণ্ডব মরিবে অভিপ্রায় ॥
 স্নিগ্ধ হইবে তবে মনের অভিষ্ট ।
 অসঙ্কটে রাজ্য ভোগ করিবে বধেষ্ট ॥

তোমা বিনা অন্য জন কেহ নহে শক্য ।
 সহায় সম্পদ তুমি জানি মম পক্ষ ॥
 বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন ।
 অমূল্যে কিনিলা তুমি রাজ্য দুৰ্য্যোধন ॥
 পুনঃ কহিলেক রাজা যত ভাষ ।
 জয়দ্রথ করিলেক বচন প্রকাশ ॥
 কি কারণে এতেক বলহ নরপতি ।
 অবশ্য কর্তব্য যে তোমার অনুমতি ॥
 এই আমি চলিলাম কাম্যক কানন ।
 প্রাণপণে সাধিব তোমার প্রয়োজন ॥
 এত শুনি তুষ্ঠ হৈল প্রধান কৌরব ।
 সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব ॥
 সব সস্তাঘিয়া বীর চড়িলেন রথে ।
 চালাইয়া দিল কাম্য কাননের পথে ॥
 যাইতে রথে করিল বিচার ।
 রাজার সাহসে আজি হইল স্বীকার ॥
 পড়িলে ভীমের হাতে না হবে নিস্তার ।
 ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকার ॥
 এতেক চিন্তিয়া মনে যুক্তি কৈল সার ।
 চৌর্য্য বিনা কার্য্য সিদ্ধ নহিবে আমার ॥
 এইকপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে ।
 উপনীত হৈল গিয়া মহাধোর বনে ॥
 হৃদিকে কানন শোভা মধ্য দিয়া পথ ।
 নানা বর্ণ সুবাসিত পুষ্প শত শত ॥
 বিবিধ কুসুমে দেখে শোভিয়াছে বন ।
 মকরন্দ পান করে সুখে অলিগণ ॥
 অনেক প্রকার শোভা দেখিয়া কাননে ।
 কাম্যবন নিকট পাইল কত দিনে ॥
 নন্দন কানন হেন দেখি কাম্যবন ।
 অনেক আশ্রম তথা বহু মুনিগণ ॥
 স্থানেই দেখিলেন দেবের আশ্রম ।
 বহুবিধ বিহঙ্গম করে নানা ক্রম ॥
 হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ ।
 উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চজন ॥
 তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ ।
 ছিদ্র চাহি ছিল বীর নিরঙ্কিয়া পথ ॥
 শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয় ।
 নিকটে না যায় আছে মরণের ভয় ॥
 হেনমতে রহিল সে হইয়া গোপন ।
 একদিন শুন রাজা দৈবের ঘটন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রৌপদী হরণ ও ভীমহস্তে জয়দ্র-
থের অপমান ।

শুন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটনে ।
জয়দ্রথ গোপনে রহিল কাম্যবনে ॥
উঠিল প্রভাতকালে ভাই দুই জন ।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন ॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয় ।
স্নান হেতু গেলেন ব্রাহ্মণ সমুদয় ॥
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিন জন ।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন ॥
জয়দ্রথ দেখিলেক শূন্য সে মন্দির ।
জানিয়া সময় তথা গেল মহাবীর ॥
কুঁড়ের দ্বারা গিয়া রাখিলেক রথ ।
যজ্ঞসেনী দেখিল আইল জয়দ্রথ ॥
রথ হৈতে ভূমেতে নামিল মহাবীর ।
কুটুপ জানিয়া ক্রুশা হইল বাহির ॥
দেখিয়া জানিল এই অপূৰ্ব অতিথি ।
পূজা হেতু চিন্তা তার কৈল গুণবতী ॥
শূন্যালয় মন্দিরে না ছিল কোন জন ।
আপনি আনিয়া দিলা দিব্য কুশাসন ॥
পদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল ।
জিজ্ঞাসা করিল কহ সমস্ত কুশল ॥
কোথা হৈতে আইলে যাইবে কোন দেশে ।
এবনে আইলে কোন প্রয়োজন আশে ॥
জয়দ্রথ বলিল নাহিক কোন কায ।
চিরদিন ভেটিতে আইনু ধর্মরাজ ॥
একা মাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন ।
কহ দেখি কোথা গেল ধর্মের নন্দন ॥
কোন কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয় ।
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয় ॥
ক্রুশা বলিলেন স্নানে ব্রাহ্মণ সমাজ ।
সহদেব নকুল সহিতে ধর্মরাজ ॥
ভীমার্জুন গেল বনে মৃগয়া কারণ ।
মুহূর্ত্তেকে এখনি আসিবে সর্বজন ॥
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এসব বচন ।
চঞ্চল হইল হৃষ্ট কুবুদ্ধি যেমন ॥
বিচার করিল মনে সবে দূরে গেল ।
উপযুক্ত সময় বিধাতা নিলাইল ॥
চতুর্দিকে চাহি কেহ না দেখি কোথায় ।
এত বলি চঞ্চল হইয়া ঘন চায় ॥
নিকটে আছিল ক্রুশা তুলি গিল রথে ।
শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে ॥

ক্রুশা বলিলেন পাণ কর কুলাধার ।
বুঝিলাম কাল পূর্ণ হইল তোমার ॥
বড় বংশে জন্মিয়া করহ নাচ কর্ম্ম ।
মুহূর্ত্তেকে এখনি ফলিবে পাণ কর্ম্ম ॥
যাবৎ পুরুষসিংহ ভীম নাহি দেখে ।
প্রাণ লয়ে যাও শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ॥
আরে হৃষ্ট কি হেতু হইলি মতিচ্ছন্ন ।
নিশ্চয় জানিবি কাল হইল সম্পন্ন ॥
অরে অন্ধ তাল মন্দ জানহ সকল ।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ভলিবে সুফল ॥
পরপক্ষ জনে যদি আসি করে রণ ।
সাহায্য করিয়া তাকে রাখি বন্ধুগণ ॥
তোর ক্রিয়া শুনি লোক কর্ণে দেয় কর ।
হেন ছুরাচার তুই অধম পামর ॥
হেন মতে অনেক কহিল যজ্ঞসেনী ।
চোর নাহি শুনে কভু ধর্মের কাহিনী ॥
ভাল মন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে ।
চালাইয়া দিল রথ তিলেক না রহে ॥
দ্রৌপদী দেখিলা তবে পড়িলু বিপাকে ।
বলিলেন ত্রাণ কর গোবিন্দ আমাকে ॥
কিজানি ক্রুশের পায় কৈনু অপরাধ ।
এ কারণে হৈল মম এতেক প্রমাদ ॥
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম অধিকারী ।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রমকেশরী ॥
ভুবন বিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি ।
তোমার বনিতা জনে হৈল হেন গতি ॥
পরিত্রাহি ডাকি কোথা ভীম মহাবল ।
হৃষ্ট জনে আসি দেহ সমুচিত ফল ॥
তোমরা যে পক্ষ ভাই রহিলে কোথায় ।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায় ॥
শূন্যালয়ে আছে হৃষ্ট জানিয়া ধরিল ।
সিংহের বনিতা আসি শৃগালে হরিল ॥
সকল লোকেতে সাক্ষী দেব বিকর্তন ।
আজন্ম জানহ তুনি সবাকার মন ॥
কায় মনোবাক্যে যদি আমি হই সত্যী ।
ইহার উচিত ফল পাউক তুমতি ॥
যজ্ঞসেনী ডাকিলেন কত অন্ত নাই ।
হেনকালে আশ্রমে আইল তিন ভাই ॥
শূন্যময় দেখিয়া মনেতে হৈল স্তম্ভ ।
শুনিলেন দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ ॥
ব্যগ্র হৈয়া তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে ।
শব্দ শুনুসারে যান শীঘ্র সেই পথে ॥

চিন্তাকুলান সবে না দেখেন পথ ।
 দূর হৈতে দেখিল পলায় জয়দ্রথ ॥
 আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে ঘনে ঘন ।
 দূর হৈতে আশ্বাস করিল তিন জন ॥
 ভয় নাহি বলিয়া ডাকয়ে ঘনে ঘন ।
 হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥
 মৃগয়া করিয়া আটসে ভাই দুইজন ।
 যেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন ॥
 দূরে হৈতে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল ।
 উদ্ধার করহ ভীম শব্দ এই রোল ॥
 অর্জুন কহেন ভীম শুন বিপরীত ।
 হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত ॥
 কি হেতু আইল কৃষ্ণা নির্জুন কাননে ।
 না জানি হিংসিল আসি কোন ছুইগণে ॥
 কৃষ্ণা বিরোধিল কেবা ধর্মের তনয় ।
 আকুল আমার মন গণির প্রলয় ॥
 ভীম বলিলেন কথা নাহি লয় মনে ।
 কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন ভবনে ॥
 চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ ।
 সমুচিত করিব করিয়া নিকপণ ॥
 এতবালি ছুই বীর ধান বায়ু প্রায় ।
 শব্দ অনুসারে যান ধৌপদীর রায় ॥
 হেনকালে দেখিলেন দূরে এক রথ ।
 ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ ॥
 তবে পার্থ মহায়থ করেন স্মরণ ।
 চিন্তা মাত্রে রথবর আইল তখন ॥
 আরোহণ করিলেন দৌহে হৃষ্টমতি ।
 চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি ॥
 দেখিল নিকট হৈল অর্জুনের রথ ।
 প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ ॥
 রথ হৈতে লক্ষ দিয়া পড়ে ভূমিতলে ।
 অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে ॥
 দেখিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ ॥
 রথ হৈতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ ॥
 অধিক ধাইল ছুই অতি চিন্তাকুলে ।
 চক্ষুর নিমিষে ভীম ধরিলেন চুলে ॥
 মৃগেন্দ্র রুঘিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্র পশু ।
 ক্ষুণ্ণিত খগেন্দ্র মুখে যেন সর্পশিশু ॥
 মেইমত তাহার চুলেতে ধরি টানি ।
 ক্রোধভয়ে গেল যথা পার্থ যাজ্ঞসেনী ॥
 কহিল কৃষ্ণায় তবে আশ্বাস বচন ।
 স্থির হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখমন ॥

যেমত তোমারে দুঃখ দিল হৃষ্টমতি ।
 তাহার উচিত ফল মুখে মার লাগি ॥
 তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে ।
 তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে ॥
 জয়দ্রথে কহিলেন ভীম মহাবল ।
 অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় কুরুধর্মের ফল ॥
 আরে ছুই থাকে যার জীবনের আশা ।
 সে কেন করিবে হেন দুঃখ ভরসা ॥
 এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়া চল রড় ।
 এতবলি গণিয়া মারিল দশ চড় ॥
 বজ্রমুষ্টি খাইয়া ভীমের করাঘাত ।
 সঘনে কম্পয়ে যেন কদলীর পাত ॥
 হেনমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর ।
 চুলে ধরি টানিয়া লইল কতদূর ॥
 অনেক নিম্নিলা তারে গভীর গর্জনে ।
 পুনরপি টানিয়া আনিল কতক্ষণে ॥
 মুক্তকেশ নষ্টবেশ বহে রক্তধার ।
 ফাঁফর হইয়া কান্দে না পায় নিস্তার ॥
 চুলে ধরি ভূমিতলে ষাষে তার মুখ ।
 দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী পরম কৌতুক ॥
 পুনঃ প্রহার করয়ে বৃকোদর ।
 প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর ॥
 মুচ্ছাগত হইয়া পড়িল অচেতন ।
 হেনকালে উপনীত ধর্মের নন্দন ॥
 দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয় ।
 রক্তাহেতু বিচারিল ধর্মের তনয় ॥
 কহিলেন শুন ভীম করিলে কি কর্ম ।
 বিশেষ ভাগিনীপতি মারিলে অধর্ম ॥
 পাইলেক ভাল ছুই সমুচিত ফল ।
 দোষমত ফল দণ্ড হইল সকল ॥
 কিন্তু বধা নহে রাখ ইহার জীবন ।
 ভগিনী করিয়া রাড়ি নাহি প্রয়োজন ॥
 ভগিনী ভাগিনেয় দৌহে হইবে অনাথ ।
 কান্দিবেক সকলে বিশেষ জ্যোষ্ঠতাত ॥
 একারণে কহি ভাই শুনহ বচন ।
 ছাড়হ লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন ॥
 রাজ আজ্ঞা লজ্জিতে না পারি বৃকোদর ।
 জয়দ্রথ এড়ি বার হইল অন্তর ॥
 কতক্ষণে চেতন পাইল মুচমতি ।
 মনে চিন্তিল পাইলু অব্যাহতি ॥
 নিঃশব্দে রহিল পারে হয়ে নতশির ।
 ভৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির ॥

কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে ।
 কি হেতু মরিতে আলি এমত সঙ্কটে ॥
 কণেক ন। হৈতে যদি মম আগমন ।
 এতকণে যাইতিস শমন সদন ॥
 পলাইয়া যারে লয়ে নির্লজ্জ জীবন ।
 কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই চুপ্ত জন ॥
 সেই সব জনে গিয়া কহিব সকল ।
 কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল ॥
 যত চুপ্ত আমাকে দিলেক যত কপট ।
 এই মত সর্বজন হইবেক নষ্ট ॥
 এত বলি আশ্রমে চলিল ছয় জনে ।
 চুপ্ত জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥
 ভারত পঞ্চজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
 বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা :
 হইলেন যদি কান্ত ভাই পঞ্চজনে ।
 চুপ্ত জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে ॥
 পাঠাইয়া দিল মোরে কোরব প্রধান ।
 তার কার্য্য করিতে বিধাতা কৈল আন ॥
 কোন লাঞ্জে তারে গিয়া দেখাইব মুখ ।
 উপায় চিন্তিব যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ ॥
 এত কপট দিল মোরে পাণ্ডব ছুরন্ত ।
 তা সব। জিনিলে মম দুঃখ হৈল অন্ত ॥
 ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল ।
 কেমনে হইবে শক্য আমি হানবল ॥
 তপস্যার বলেতে পাণ্ডব বলবান ।
 আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন ॥
 কঠোর তপস্যা করি শুদ্ধ কলেবর ।
 তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বর ॥
 প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ ।
 পাণ্ডব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ ॥
 তবে যদি কার্য্য সদ্ধি নহে কদাচন ।
 ত্যজিব জীবন আমি করি এই পণ ॥
 এত বলি হিমালয় পর্ব্বতেতে গেল ।
 শুচি টেয়া মন আত্মা সংযত করিল ॥
 নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্রেশ ।
 তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ ॥
 কত দিন বাকুল খাইয়া ফুল ফল ।
 অতঃপর আহার করিল মাত্র জল ॥
 গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে আলিয়া আগুনি ।
 বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনী ॥

চারিমাংস বসিয়া বসিয়া বৃক্ষতল ।
 মাথাতে পাতিয়া ধরে বরিষার-জল ॥
 শীতেতে শীতল যথা স্নানীতল নীর ।
 তাহাতে নিমগ্ন হৈয়া রহে মহাবীর ॥
 তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্রেশ ।
 কঠোর তপেতে বশ হইলেন মহেশ ॥
 জানিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর ।
 মহাদেব ধরিয়া ব্রাহ্মণ কলেবর ॥
 যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি ।
 চলিলেন তাহার নিকটে ত্রিপুরারি ॥
 সমাধি করিয়া রাজা পাঠয়ে মমনে ।
 নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে ॥
 হেনকালে ডাকিয়া বলেন মহেশ্বর ।
 তপস্যা তাজহ রাজা মাগ ইষ্টবর ॥
 এত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কোঁতুকে ।
 অপরূপ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে ॥
 বিম্বৃত হইয়া কহে তুমি কোনজন ।
 মহেশ বলেন আমি দেব পঞ্চানন ॥
 রজা বলে তুমি যদি হও বিশ্বনাথ ।
 তোমার যে নিজ মূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত ॥
 কৃপা করি সেই মূর্ত্তি করহ প্রকাশ ।
 তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস ।
 ভক্ত জানি নিজরূপ ধরিলেন হর ।
 রজত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর ।
 কটিতটে ফণীন্দ্র আঁটান বাঘছাল ।
 শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অঙ্গ তাল ॥
 বাম করে শোভে শিখা দক্ষিণে ডম্বরু ।
 দেখিল এমত রূপ বাঞ্ছ কল্পতরু ॥
 আপনাকে ক্রতকৃত্য মানে মহাবল ।
 দণ্ডবৎ হইয়া পাড়িল ভূমিতল ॥
 অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ধরি অভয় চরণ ।
 ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন ॥
 অনাথের নাথ তুমি ক্রূপার নিধান ।
 কৃপা করি নিজগুণে কর পরিত্রাণ ॥
 মহেশ কহেন রাজা মাগ ইষ্টবর ।
 শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি ছুই কর ॥
 আমারে অনাথ দেখি ক্রূপাকর যদি ।
 জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর নৃপনিধি ॥
 এত শুনি শূলপাণি করেন উত্তর ।
 মনোনীত দেখি রাজা মাগ ইষ্টবর ॥
 জয়দ্রথ বলে অস্ত্র বরে কার্য্য নাই ।
 জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা করহ গোসাঞি ॥

মহেশ বলেন তুমি নহে জানবুত ।
 পুনঃ পুনঃ কি কারণে কহে অসম্মত ॥
 ত্রিভুবন বিজয়ী পাণ্ডব মহামতি ।
 তাহারে জিনিতে পারে কাহার শক্তি ॥
 মনুষ্য জানিয়া তুমি করহ অবজ্ঞা ।
 আনিত তোমার মত নহি হীনপ্রজ্ঞা ॥
 প্রয়োজন নাহি আর কহিয়া বিস্তর ।
 যাহা ইচ্ছা নরপতি মাগ ইষ্টবর ॥
 আপনার ইষ্ট যে সে শিবের অনিষ্ট ।
 স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ দুষ্ট ॥
 এখন জানিহু তুমি পাণ্ডবের সখা ।
 কি হেতু আসিয় দিলা অধমেতে দেখা ॥
 যাও প্রভু নিজ স্থানে করহ গমন ।
 প্রাণ দিব কহিলাম এই নিকৃপণ ॥
 বলিলেন ধুর্জটি জঞ্জাল কর মিছা ।
 করিলা যে কর তবে আপনার ইচ্ছা ॥
 পরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহা কর হিতে ।
 আমার সামর্থ্য নহে হেন বর দিতে ॥
 জয়দ্রথ পুনঃ বলে করহ গমন ।
 হেথায় রহিয়া তবে কোন প্রয়োজন ॥
 নৃপতির এতেক বচন শুনি হর ।
 কৈলাস শিখরে বান ছাঃখিত অন্তর ॥
 পুনর্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ ।
 পাণ্ডবের পরাভব অন্তরেতে জপ ॥
 নানা ক্রেশে মহাবীর বন্ধে অহর্নিশি ।
 তার তপঃ দেখি চমকিত মহাঋষি ॥
 উর্দ্ধপদে অধোগুণে করি অনাহার ।
 হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্বার ॥
 তবে শিব জানিয়া একান্ত ভাব ভক্তি ।
 ক্রণেক রহিতে তাঁর না হইল শক্তি ॥
 যথায় ভূপতি বসি করে তপ ক্রেশ ।
 সন্নিহিতে পুনরপি আসিয়া মহেশ ॥
 রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ ।
 চতুর্দশ চাহ যাহে লয় তবে মন ॥
 রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব ।
 যাহা চাহ তাহা পাবে কি আছে ছল্লভ ॥
 কহিলেন যদি ইচ্ছা করুণার নিধি ।
 জয়দ্রথ নৃপতির বিড়ম্বিতা বিধি ॥
 মহামদে অন্ধরোষে আচ্ছাদিল মন ।
 সকল ছাড়িয়া চাহে পাণ্ডব হিংসন ॥
 জয়দ্রথ বলে যদি তুমি বর দিবে ।
 নিশ্চয় আমার মন জিনিব পাণ্ডবে ॥

ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই ।
 বুঝিয়া বিধান এই করহ গোসাঐও ॥
 শুনিয়া কহেন শিব শুনহ পায়র ।
 পৃথিবাতে কত শত আছে ইষ্টবর ॥
 ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন ।
 বিশেষ পাণ্ডব তাহে নহে অন্য জন ॥
 অচ্ছেদ্য অভেদ্য যেই হয়েন সংসারে ।
 কোন জন হবে শক্য জিনিতে তাহারে ॥
 বিশেষ অর্জুন নামে তাহে এক জন ।
 তাহার মহিমা কত জানে কোন জন ॥
 পরম পুরুষ যেই ব্রহ্মসুনা তন ।
 দুই দেহ ধরিয়া আপনি নারায়ণ ॥
 বিশেষ হরিতে পৃথিবীর মহাভার ।
 নর নারায়ণ রূপে পূর্ণ অবতার ॥
 নর রূপ ধরি পার্থ কুন্তীর নন্দন ।
 যত্নকুলে গোবিন্দ আপনি নারায়ণ ॥
 মহানদ অন্ধমতি না জানি কারণ ।
 জিনিতে এ বর দিবে আমি কোন জন ॥
 হইবে গোবিন্দ হবে অর্জুনের পক্ষ ।
 বরে কিসে গণি আমি না হইব শক্য ॥
 তবে যদি একান্ত হইল তবে মনে ।
 বিনা পার্থ সমরে জিনিবে চারি জনে ॥
 রাজা বলে ভাল আজ্ঞা কৈলে দেবরাজ ।
 বিনা পার্থ সমরে জিনিয়া কিবা কাষ ॥
 একান্ত যদ্যপি রূপা আছে দয়াময় ।
 আজ্ঞা কর সহিতে জিনিব ধনঞ্জয় ॥
 তবে মম জীবন সফল পূর্ণ আশ ।
 এত শুনি কহিলেন পুনঃ কুন্তিবাস ॥
 বড় বংশে জন্ম তবে হীন বুদ্ধি হয় ।
 কি কারণে কর রাজা অন্যায় আশয় ॥
 অর্জুন অজেয় জান এতিন ভুবনে ।
 সুরাসুর নাম আদি আমা আদি জনে ॥
 আমার একান্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর ।
 অভেদ অর্জুন আমি একই শরীর ॥
 বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব ।
 তাঁহার প্রধান সখা তৃতীয় পাণ্ডব ॥
 আর ইন্দ্রদেব হৈতে তার জন্ম হয় ।
 ত্রিভুবন বিখ্যাত অজেয় ধনঞ্জয় ॥
 কদাচিত্ জিনিতে নারিবে হেন জনে ।
 উপায় করিব এক তোমার কারণে ॥
 অভিমন্যু পুত্র তার বড় বলবান ।
 ক্রকের ভাগিনা প্রিয় প্রাণের সমান ॥

জিনিবা সমরে তারে দিলাম এ বর ।
 বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥
 আত্মা হৈতে পুত্র হয় শাস্ত্রে হেন কয় ।
 অভিমুখা বধিলে মরিবে ধনঞ্জয় ॥
 আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন ।
 আত্মঘাতে কদাচিত্ নহিবে মরণ ॥
 কি কর্ম করিবা তবে করিয়া বিমুখ ।
 চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেন দুঃখ ॥
 এত শুনি সন্তুষ্ট হইল নরপতি ।
 চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণাম ॥
 কৈলাস শিখরে পরে গেল মহেশ্বর ।
 জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিন নগর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
 কাশীরাম দাস কহে শুন কর্ণ ভরি ॥

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন ।
 হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হৈয়া ।
 চিন্তে অমৃতাপ সদা মন্ত্রিগণ লৈয়া ॥
 রাজা বলিলেন কহ যত মন্ত্রিগণ ।
 জয়দ্রথ রাজার বিলম্ব কি কারণ ॥
 কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বর্হদিন ।
 কি কর্মে হইবে শক্য বল বুদ্ধি হীন ॥
 কেহ বলে কার্য্য সিদ্ধি করিতে নারিল ।
 লজ্জায় না দিল দেখা নিজ রাজ্যে গেল ॥
 এই মতে চিন্তাকুল কুরু নরপতি ।
 হেনকালে জয়দ্রথ আইল দুর্দ্দামি ॥
 নিরখিয়া ভূপতিরে আনন্দ প্রচুর ।
 সন্তোষে নরপতি গেল। কত দূর ॥
 চিরদিনে পাইয়া বান্ধব দরশন ।
 পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥
 তবে দুৰ্য্যোধন রাও আনন্দিত মনে ।
 হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
 বসিয়া কৌতুকে দৌহে কথোপকথন ।
 রাজা বলিলেন কহ বিলম্ব কারণ ॥
 নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার ।
 পূর্বাপর অবধি যতেক সমাচার ॥
 শুনি জয়দ্রথ মুখে সৰ্ব্ব বিবরণ ।
 হরিষ বিষাদ মনে রাজা দুৰ্য্যোধন ॥
 দুৰ্য্যোধন বলিলেন চিন্তা করি মিছা ।
 হইবে অবশ্য যাহা কৈশ্বরের ইচ্ছা ॥
 অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন ।
 বিধির নিযুক্ত হয় যখন যেমন ॥

সভা ভাঙ্গি স্বস্থানে চলিল সৰ্ব্বজন ।
 দুঃখভরে নিজ গৃহে গেল দুৰ্য্যোধন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান ॥
 যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয়
 মুনির আগমন ।
 জন্মেজয় বলিলেন কহ অতঃপর ।
 কোন কর্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর ॥
 মুনি বলিলেন শুন রাজার নন্দন ।
 আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চজন ॥
 গমাপ্ত করিয়া কর্ম নিত্য নিয়মিত ।
 ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত ॥
 হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন ।
 করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি আগমন ॥
 মহাতেজোবন্ত যেন দীপ্ত হতাশন ।
 উঠিলেন দেখিয়া সন্ত্রমে পঞ্চজন ॥
 অগ্রসর কত দূরে গিয়া পঞ্চজনে ।
 প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে ॥
 আশীর্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি ।
 আর সবে প্রণমিল লোটায় ধরণী ॥
 সেই মতে সন্তোষে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
 বসাইয়া মুনিরাজে মহা কুতূহলী ॥
 আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ ।
 আনিয়া স্বগন্ধি জল ধর্ম্মের নন্দন ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিয়া বিধিমতে ।
 লাগিলেন শান্তাইয়া তাঁরে শিষ্টাজিতে ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন ।
 কহ শুন এ স্থানে কি জন্য আগমন ॥
 মুনি বলিলেন ইচ্ছা তোমা দরশনে ।
 এই হেতু মম আগমন কাম্যবনে ॥
 ধর্ম্ম বলিলেন ভাগ্যে ছিল যে আমার ।
 সেই হেতু আপনি করিলে অগ্রসার ॥
 এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে ।
 বসিলেন আনন্দে সকলে যোগ্যস্থানে ॥
 মহা অভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 বসিলেন বিরস বদনে নন্দন ॥
 দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময় ।
 জিজ্ঞাসিল কহ শুন ধর্ম্মের তনয় ॥
 অভিপ্রায়ে বুঝি তব চিন্ত উচাটন ।
 মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন ॥
 বহু দুঃখ পাইয়াছ অল্প আছে শেষ ।
 অতঃপর অচিরে পাইবে রাজ্যদেশ ॥

কত জন দুঃখ সহিয়াছে নিজ অঙ্গে ।
তথাচ থাকিত নানা কথাই প্রসঙ্গে ॥
পাপকপ চিন্তা হয় বহু দোষ ধরে ।
স্ববুদ্ধি পণ্ডিত জনে মতি লোপ করে ॥
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি করে সে কারণ ।
তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জন ॥
চিরদিনে আসিলাম তোমা দরশনে ।
দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ হয় মনে ॥
রাজা বলিলেন কিবা কহ মুনিবর ।
আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
না হইল না হইবে আমার সমান ।
উত্তম মধ্যমাদম দেখহ প্রমাণ ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব ভাগ্যবলে ।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে ॥
পরাম্বে বঞ্চিত কাল পরের আলয় ।
না জানিহু আমি আত অজ্ঞান সময় ॥
ছলকরি যে কর্ম করিল দুষ্টগণে ।
পাইলু যতেক দুঃখ জানহ আপনে ॥
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাধা ।
এমনি সংযোগ জানি করিল বিধাতা ॥
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজা অধিকার ।
আমার নিমিত্তে হৈল বৃক্ষতলা সার ॥
রাজপুত্র অভাগ্য আমরা পঞ্চজনে ।
চিরকাল দুঃখেতে আজন্ম গেল বনে ॥
আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে ।
জন্মিব কর্মের ফলে বিধির ঘটনে ॥
রাজপুত্রী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা ।
মহাবনে ভ্রমে যেন সামান্য বনিতা ॥
নানা স্থখভোগে পূর্বে পিতার মন্দিরে ।
দুঃখেতে বঞ্চিত কাল আসি মম ঘরে ॥
নারী মধ্যে এমত না দেখি স্থশিক্ষিতা ।
দান ধর্ম শিল্পকর্ম করেন দীক্ষিতা ॥
যেন রূপ ভেন গুণ একই সমান ।
কতবার কষ্টেতে করিল পরিভ্রাণ ॥
নিজ দুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন ।
দ্রৌপদীর দুঃখেতে কাতর অতি মন ॥
বিশেষ অপূর্ব গুন আজিকার কথা ।
শূড়ালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা ॥
রক্তনে আছিল ক্রুশা দেখি শূড়াবরে ।
হরিয়া লইতে ছিল হস্তিনা নগরে ॥
ভাগ্যে আসি মিলিলাম পঞ্চ সহোদর ।
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরে বৃকোদর ॥

ধরিয়া তাহার চুলে করিল লাঞ্ছনা ।
পরায় রাখিল মাত্র শুনে মম মানা ॥
কেবল তোমার মুনি চরণ প্রসাদে ।
নিমিষেকে উদ্ধার করিহু অপ্রমাদে ॥
এইকণে আশ্রমে আইহু পঞ্চ জনে ।
এ কারণে বসে আছি নিরানন্দ মনে ॥
বড়ই অসহ্য বজ্র দ্রৌপদীহরণ ।
ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শত্যাংশে মরণ ॥
আজন্ম পাইলু দুঃখ নাহি পরিমাণ ।
না হয় না হবে দুঃখী আমার সমান ॥
যুধিষ্ঠির রাজার এতেক বাক্য শুনি ।
ঈবং হাসিয়া তবে বলিলেন মুনি ॥
কহিলা যতেক কথা ধর্মের নন্দন ।
দুঃখ হেন বলিয়া না লয় মম মন ॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর ।
ইন্দ্র চক্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর ॥
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী ।
মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি ॥
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করায় ভোজন ।
তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোন জন ॥
দয়া সত্য ক্ষমা শাস্তি নিত্য দান ধর্ম ।
পৃথিবী ভরিয়া রাজা তোমার স্বকর্ম ॥
নিশ্চয় কহিহু এই লয় মম মন ।
বহুমতী পতি যোগ্য তুমি এক জন ॥
অল্পকালে দেখ রাজা কৌরবের অন্ত ।
কহিহু তোমাতে রাজা ভাবিয়া বৃন্তান্ত ॥
আর যে কহিলে তুমি দুষ্ট জয়দ্রথে ।
দ্রৌপদী লইতে ছিল হস্তিনার পথে ॥
নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায় ।
কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহার ॥
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি ।
হস্তিনা আপন রাজ্য কুটম্ব সকলি ॥
সবে গিয়া উদ্ধারিলা হস্তিনা না যায় ।
এ নহে ক্রুশার দুঃখ মম অভিপ্রায় ॥
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা ।
লক্ষ্মীকৃপা জনকনন্দিনী নামে সীতা ॥
অনাদি প্রকৃষ যার পতি নারায়ণ ।
হরিয়া লইল তারে রাক্ষস রাবণ ॥
দশ মাস ছিল বন্দী অশোক কাননে ।
নিত্য নিত্য প্রহার করিতে চেড়ীগণে ॥
তবে রাম মারিয়া রাক্ষস চুরাচার ।
মহাক্রেশে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥

জ্যোত্স্না হইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাত ।
 যারে তারে জিজ্ঞাসহ কে না আছে জ্ঞাত
 চতুর্দশ বৎসর বনেতে মহাক্লেশে ।
 কটা বন্ধ পরিধান তপস্বীর বেশে ॥
 দশ মাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ ॥
 কি দুঃখ কুকার রাজা কেন কর খেদ ॥
 মার্কণ্ডেয় মুখে এত শুনিয়া বচন ।
 জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ধর্মের নন্দন ॥
 নিবেদন করি মুনি কর অবধান ।
 শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
 জন্মিলেন কি হেত মর্ত্যেতে নারায়ণ ।
 কি মতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ ॥
 ভারত পঞ্চজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
 পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ॥

জয় বিজয়ের অপিশাপ ও হিরণ্যাক্ষ

হিরণ্যাক্ষিশপু জন্ম এবং

হিরণ্যাক্ষ বধ ।

ইহা বলিলেন যদি ধর্মের নন্দন ।
 কুপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন ॥
 শুন যুধিষ্ঠির ধর্মমুখ নৃপমণি ।
 পুষ্কের বৃত্তান্ত এই জপূর্য কাহিনী ॥
 যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ ।
 বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ ।
 যার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিল্লর ॥
 জ্যেষ্ঠ জয় বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর ॥
 ব্রাহ্মণেরে দ্বার রোধ নহে কদাচন ।
 এক দিন দেখে রাজা দৈবের ঘটন ॥
 ব্রাহ্মণ যাইতেছিল ক্রোধ দরশনে ।
 বেত্র দিয়া দ্বারেতে রাখিল দুই জনে ॥
 দোহাকার কর্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ ।
 পৃথিবীতে জন্ম দোহে দিল এই শাপ ॥
 বজ্রতুল্য দ্বিজ বাক্য শুনি দুইজন ।
 দুঃখিত চলিল যথা প্রভু নারায়ণ ॥
 কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ ।
 কহিলেন শুনিয়া উপায় হৃষীকেশ ॥
 আমি হৈতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ।
 হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর ।
 কাহার কি শক্তি তাহা করিতে হেলন ॥
 ক্ষতিমধ্যে অবশ্য জন্মিবা দুই জন ।
 শুনিয়া নিষ্ঠুর বাণী ঈশ্বরের মুখে ॥
 জিজ্ঞাসা করিল দোহে অতিশয় দুঃখে ॥

শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য লজ্জন না যায় ।
 কিকপে হইবে শাস্তি জন্মিব কোথায় ॥
 আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায় ।
 কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায় ॥
 গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্যলোকে ।
 কহি এক উপযুক্ত উপায় দোহাকে ॥
 মিত্রতায় আমার জন্মিবা গিয়া যদি
 ভ্রমণ করিবা তবে সপ্ত জন্মাবাব ॥
 শত্রুকপে হিংসা যদি করিবা আমার ।
 গর্তের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার ॥
 চিন্তা না করিবা কিছু আমার হিংসনে ।
 আমিও জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে ॥
 যদি দোহে জনম লইবা বারে বারে ।
 শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে ॥
 এতেক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর ।
 মর্ত্যেতে জন্মিল দোহে দুঃখিত অন্তর ॥
 হেনকালে আশ্চর্য্য শুনহ এক কথা ।
 দক্ষের নন্দিনী দিতী কণ্ঠ্যপবনিতা ॥
 পুত্রকাম্য করি গেল স্বামির গোচর ।
 সায়াংসন্ধ্যা করিবারে যান মুনিবর ॥
 দিতী বলিলেন সন্ধ্যা পরে কর তুমি ।
 আজ্ঞা কর পুত্রকাম্যে আইলাম আমি ॥
 মুনি বলিলেন এই রাক্ষসী সময় ।
 এতে পুত্র জন্ম হৈলে কভু ভাল নয় ॥
 দিতী বলিলেন মুনি নহিলে না হয় ।
 মানস করহ পূর্ণ জন্মাও তনয় ॥
 হেনমতে এ কথা কহিল। যদি দিতী ॥
 পুত্র বর দিল মুনি অতি দুঃখ মতি ॥
 মুনি বলিলেন নাহি শুনিলা বচন ।
 হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন ॥
 মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে ।
 কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে ॥
 ধর্মপথ বিরোধী জিনিবে ত্রিভুবন ।
 দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ ॥
 অবতরী নিজ হস্তে বাধবে দোহাকে ।
 তুমিও পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে ॥
 এতেক বলিয়া মুনি ভবিষ্য উত্তর ।
 নিজালয়ে গেলা দিতী দুঃখিত অন্তর ॥
 মুনির ঔরসে রাজা দিতীর গর্ত্তেতে ।
 জয় বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে ॥
 যথাকালে প্রসব হইল দাক্ষারণী ।
 প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী ॥

জন্মকালে উপজিল বিবিধ উপপাত ।
 ধরণী কাঁপিল শব্দ সঘনে নির্ঘাত ॥
 প্রাতঃকাল হৈতে যেন বাড়ে দিনকর ।
 জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবল ধর ॥
 হিরণ্যক্ হিরণ্যকশিপু দুই জন ।
 ধর্মপথ বিরোধিতে করিলেন মন ॥
 যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে ।
 ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে ॥
 একত্র হইয়া তবে যত দেবগণে ।
 নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে ॥
 অতি দুঃখ হইল দেবের দুঃখ শুনি ।
 আশ্বাসিয়া তবে কহিলেন পদ্মধোনি ॥
 ভয় না করিবা সবে যাও যথা স্থানে ।
 পূর্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে ॥
 অগ্নিল দেবের পতি দেব নারায়ণ ।
 তাঁহা বিনা নিস্তারিতে নাহি কোনজন ॥
 আমার বচনে ঘরে যাও সর্বজন ।
 শুনিয়া আনন্দে সবে করিল গমন ॥
 অপূর্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
 যুদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির ॥
 সুরাসুর সকল জিনিল ত্রিভুবনে ।
 হেন জন নাহি যুদ্ধ করে তার সনে ॥
 যুদ্ধ বিনা রহিতে না পারে দৈত্যপতি ।
 মল্লযুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি ॥
 হিরণ্যকশিপুকে রাখিয়া সিংহাসনে ।
 আপনি চলিল রাজা যুদ্ধ অব্যেগে ॥
 মহাপরাক্রমে ধায় গদা লৈয়া হাতে ।
 দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে ॥
 মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ।
 কার সঙ্গে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় ॥
 নারদ বলেন তব সঙ্গে যোদ্ধা হরি ।
 দৈত্য বলে তাহারে কোথায় চেষ্টা করি ॥
 কহ মুনি কোথায় পাইব দরশন ।
 তোমার প্রসাদে তবে স্তখে করি রণ ॥
 নারদ বলেন হরি বিক্রমে বিশাল ।
 তব ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল ॥
 ধরিয়া বরাহ যুগ্মি অতি দুঃখ মনে ।
 শীঘ্র চল তথা যুদ্ধ কর তাঁর সনে ॥
 শুনিয়া দৈত্যের পতি বিক্রম বিশাল ।
 মূরিরাজে নমস্কার প্রবেশে পাতাল ॥
 হেথায় দেখিল পরিপূর্ণ ময় জল ।
 না পায় বিশ্রাম দেহা নিমিষ মকাল ॥

মহাক্রোধে জলেতে গদার বাড়ি মারে ।
 কহ হরি কোথা গেলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 হেনকালে রূপাসিদ্ধ প্রভু নারায়ণ ।
 ভক্তের উদ্ধার হেতু দিলা দরশন ॥
 কতদূরে গর্জিয়া করেন মহাশব্দ ।
 শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্দ ॥
 মহাক্রোধে যায় বীর গদা লয়ে হাতে ।
 দৈবযোগে বরাহ সহিতে দেখা পথে ॥
 হিরণ্যক বলে কহ তোমার গর্জন ।
 শুনিয়া কম্পিত ভিন ভুবনের জন ॥
 নহে বা এমত দর্প হেথা কেবা করে ।
 নিশ্চয় মজিবে আজ আমার প্রহারে ॥
 বাকযুদ্ধ হইল প্রথমে গালাগালি ।
 পশ্চাতে হইল যুদ্ধ দুই মহাবলী ॥
 বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হৈল বহুতর ।
 বিস্তারিয়া সে সকল কাহাতে বিস্তর ॥
 তথায় লইয়া দুষ্ট দৈত্যের পরাণ ।
 কালকপী বরাহ রহেন যথা স্থান ॥
 অনেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন ।
 ভাবিত হইয়া সবে না বুঝে কারণ ॥
 কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু ।
 সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥
 ভ্রাতার বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল মন ।
 হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন ॥
 নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে ।
 হাতে ধরি বসাইল রত্ন সিংহাসনে ॥
 মূরিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার সম্বাদ ।
 নারদ কহিলা রাজা শুনিতে বিষাদ ॥
 যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমে বহুকাল ।
 যোগ্য না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল ॥
 পূর্বে ক্ষতি উদ্ধার করিতে দেব হরি ।
 দেব কার্য সাধিতে বরাহ রূপ ধরি ॥
 দৈবযোগে তাঁহার সংহতি রসাতলে ।
 হইল দ্বাক্ষণ যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
 হরি যুদ্ধে হিরণ্যক হইল নিধন ।
 এত দিন না জান এ সব বিবরণ ॥
 শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক ।
 চলিলেন কহিয়া নারদ ব্রহ্মলোক ॥
 দৈত্যপতি বলে সবে খণ্ডিল বিশ্বয় ।
 নারায়ণ মম শত্রু জানিহু নিশ্চয় ॥
 তাঁহা বিনা হিংসা না করিব অন্যজনে ।
 পাইব তাঁহার দেখা মর্শ্বন ত্রিগুন ॥

এতেক বিচারী দৈত্য করি বড় ক্রোধ ।
 যথা ধর্ম যথা যজ্ঞ করয়ে বিরোধ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালে সবার হৈল ভয় ।
 নিঃস্বজ হইলা সবে গণিয়া প্রলয় ॥
 কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ ।
 প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

প্রহ্লাদ চরিত্র ।

শুন রাজা যুধিষ্ঠির অপূর্ণ কথন ।
 প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
 দিনে দিনে হৈল শিশু মহাজ্ঞানবান ।
 বৈষ্ণবভেদে নাহি কেহ তাঁহার সমান ।
 নারায়ণ পরায়ণ শাস্ত শুদ্ধমতি ।
 তাঁহার পরশেতে পবিত্র বস্ত্রমতী ॥
 পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত অন্তরে ।
 নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তাঁরে ॥
 আশ্চর্য্য শুনহ বলি তার বিবরণ ।
 শাস্ত্রশালে গুরু বসি থাকে বতকণ ॥
 কেবল করিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্ট ।
 মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্ট ॥
 কার্য্য হেতু গুরু যখন যান যথা তথা ।
 তবে শিশুগণেরে বুঝায় এই কথা ॥
 শুন ভাই এই পাঠে কোন প্রয়োজন ।
 জানহ পরম শত্রু আছেয়ে শমন ॥
 ত্বরিত যাইতে আর না আছে উপায় ।
 ক্লেশপদে রাখ চিত্ত কার নাহি দায় ॥
 এমত উপায় নিত্য কহে শিশুগণে ।
 আর দিন তারা সবে কহিল ব্রাহ্মণে ॥
 শুনিয়া বিশেষ কথা গুরু মহাবেগে ।
 প্রহ্লাদ চরিত্র কহে নৃপবর আগে ॥
 বিশ্র বলে শুন রাজা হইল প্রমাদ ।
 সকল করিল নষ্ট ভোমার প্রহ্লাদ ॥
 যতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন ।
 অহুকণ জপে বিষ্ণু নাম নারায়ণ ॥
 ক্লেশ বিনা তাহার না হয় মনোরথ ॥
 লওয়াইল সকল বালকে সেই পথ ॥
 এতেক বুভাস্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল ।
 ক্রোধভরে নৃপতি পুত্রেরে ডাকাইল ॥
 জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন ।

কেবা সেই বিষ্ণু তার চিন্তা কর বুঝা ।
 অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা ॥
 শিশু বলে এই কথা পড়িলে কি হবে ।
 অনিত্য সংসার গিতা কেমনে ভুরিবে ॥
 না জান পরম শত্রু আছেয়ে শমন ।
 এতে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ ॥
 অখিল সংসার মাঝে বত চরাচর ।
 সেই নারায়ণ সর্ব্ব ভূতের ঈশ্বর ॥
 এ তিন ভুবনে আছে বাহার মিয়ম ।
 তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে বশ ॥
 অসংখ্য তাঁহার মায়া কহা নাহি যায় ।
 সর্ব্বভূতে অহুরূপ জমিয়া বেড়ায় ॥
 নানা বুদ্ধি নিযুক্ত করে স্থানে স্থানে ।
 বৈরিকপে সতত ভাবহ তাঁরে মনে ॥
 অভাগ্য তাহারে বলি ভক্তি নাহি যার ।
 চিরকাল দুঃখে ভ্রমে মিথ্যা জন্ম তার ॥
 ধ্যান করি ব্রহ্মা যার নাহি পায় দেখা ।
 তুমি আমি কোথায় তাহাতে কোন লেখা ॥
 আমার পরম বিদ্যা সেই দেব হরি ।
 যার নামে অশেষ বিপদ হৈতে তরি ॥
 তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন ।
 অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ ॥
 শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী ।
 মহাক্রোধে কহিতে লাগিল দৈত্যপতি ॥
 মম বংশে হৈল এই দৃষ্ট দুরাশয় ।
 কাষ্ঠের ভিতরে বেন থাকে ধনঞ্জয় ॥
 জন্মিলে পুড়িয়ে কাষ্ঠে করে ছারখার ।
 তেমন জন্মিল দৃষ্ট কুপুত্র আমার ॥
 আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত ।
 আত্মপক্ষ ত্যজিয়া পুরের অনুগত ॥
 না রাখিব এই শিশু মারহ তৎকাল ।
 বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল ॥
 রাজার মুখেতে শুনি বত দৈত্যগণ ।
 চতুর্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ ॥
 একে একে করিল সকলে অন্ত্রাঘাত ।
 প্রহ্লাদের অঙ্গে অস্ত্র হইল নিপাত ॥
 বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি ॥
 জিজ্ঞাসিল কেমনে পাইলে অব্যাহতি ।
 এখন করহ ত্যাগ শত্রুগুণ কথা ।
 নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা ॥
 যদি তব একান্ত আছেয়ে ইষ্টে মন ।
 কহহ শত্রুর সেবা করিয়া যতন ॥

প্রহ্লাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি ।
 হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি ॥
 কত শিব কত ব্রহ্মা কত দেব দেবী ।
 না পান যাহার অন্ত বহুকাল সেবি ॥
 আমার পরম ব্রহ্ম তাঁহার চরণ ।
 অন্য পাঠ পড়নেতে নাহি প্রয়োজন ॥
 এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ইশ্বর ।
 কহে শিশু মার আনি দস্তাল কুঞ্জর ॥
 প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ ।
 আক্রামাত্র ধরিল বতেক দৈত্যগণ ॥
 অক্লুশ আঘাতে দস্ত দিল হস্তী গুলা ।
 অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন ক্ষুমল মূলা ॥
 বিশ্বয় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত ।
 কহ পুত্র কিমতে ভাঙ্গিলে গজদন্ত ॥
 শিশু বলে দস্তীদন্ত বজ্রের সমান ।
 কি মতে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান ॥
 একান্ত আহুয়ে মম নারায়ণে মতি ।
 আমার করিতে মন্দ কাহার শক্তি ॥
 শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি হুঃখ মনে ।
 ডাকিয়া বলিল যত অমুচরণে ॥
 যেই কপে পার শীঘ্র মার এই পাপ ।
 ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ ॥
 ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল ।
 বিষম অনল জালি তাহাতে ফেলিল ॥
 ক্রুদ্ধ বলি অনলে পড়িলামাত্র শিশু ।
 শীতল হইল বহি না দহিল আশু ॥
 দেখিয়া যতেক দৈত্য হুঃখিত অন্তর ।
 নিকটে পর্কত ছিল অতি উচ্চর ॥
 সবে মেলি তাহার উপরে শিশু তুলি ।
 অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি ॥
 পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে ।
 বালক শুইল যেন তুলার উপরে ॥
 দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে ।
 নিকটে ডাকিয়া তবে যত মন্ত্রিগণে ॥
 সংহার করিতে শিশু দিল তার হাতে ।
 কতেক প্রহার করে নাহি মরে তাতে ॥
 তবে রাজা নিকটে ডাকিয়া মন্ত্রগণ ।
 ক্রীড়াযুক্ত আরস্তল বধিতে নন্দন ॥
 প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরস্তন ।
 তাহাতে হইল দক্ষ সকল ব্রাহ্মণ ॥
 তবেত দোষিয়া শিশু দ্বিজের মরণ ।
 পারিত্রাহি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ ॥

এ সকল বিপ্র হয় তোমার শরীর ।
 ইহার মৃত্যুতে আমি হইছ অস্থির ॥
 বিশেষ আমার হেতু ব্রাহ্মণের ক্রোধ ।
 আমারে করিলা রূপা রাম হুবীকেশ ॥
 তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব ।
 অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিও মরিব ॥
 ত্রিবিধ অনেক শিশু করিল স্তবন ।
 ভক্ত হুঃখ দেখ, তবে দেব নারায়ণ ॥
 জীয়াইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে ।
 দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল কুতূহলী মনে ॥
 দৈত্যপতি শুনিয়া সকল সমাচার ।
 না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্বার ॥
 যাও সবে যত্নেতে আনহ কালসাপে ।
 দংশিয়া মারুক আজি কুলাকার পাপে ॥
 রাজার আজ্ঞায় যত যত দৈত্যগণ ।
 ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন ॥
 পরম বৈষ্ণব তেজঃ শিশুর শরীরে ।
 তাহাতে সে সর্প তেজ কিকরিতে পারে ॥
 তবে দৈত্য পাষণ বাক্সিয়া ত্বর গলে ।
 ক্রোধ মনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে ॥
 শিশুর সম্মুখে কিছু নহিল তাহার ।
 নিমগ্ন করিয়া চিন্ত গোবিন্দের পার ॥
 ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সন্ধটে ।
 তোমার কিঙ্কর মরে দুইয়ের কপটে ॥
 অবশ্য মরণ নাথ হুঃখ নাহি তার ।
 সবে মাত্র ভজিতে নারিনু রাজা পার ॥
 একপ অনেক মতে করিল স্তবন ।
 জানিয়া সে সব হুঃখ দেব নারায়ণ ॥
 পাষণ ভাগিল জলে ক্রুদ্ধের রূপায় ।
 বিযুক্ত জনে কভু না হয় সংশয় ॥
 তাহা অবলম্ব করি আপনার স্বখে ।
 ক্রুষ ক্রুষ জপে পিশু পরম কোতুকে ॥
 জানিয়া একান্ত ভক্তি দেব দামোদর ॥
 ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্ত্বর ॥
 কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহার ।
 পদ্মহস্ত বুলাইলা প্রহ্লাদের গায় ॥
 কহিলেন প্রহ্লাদে মাগহ ইষ্টবর ।
 শুনিয়া কহিল শিশু বুড়ি দুই কর ।
 বাহারে এতেক স্নেহ অজিয়ে তোমার ।
 ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন ছার ॥
 ইচ্ছিতে ইন্দের পদ দিচ্ছে পার তুমি ।
 কেবল লাহন তাহা জানিলাম আমি ॥

রাজ্য ধন ভাতৃ পুত্র দারা পরিবার ।
 প্রভু পণে সবাকৈ করিব অহঙ্কার ॥
 মহামদে মন্ত হৈয়া অনীতি করিব ।
 আছুক অচোর দায় তোমা পাসরিব ॥
 ব্রহ্মপদ দিলে প্রভু নাহি প্রয়োজন ।
 কেবল আমার বাঞ্ছা তোমার চরণ ॥
 তবে যদি বর দিবে অখিলের পতি ।
 কৃপা করি কর মম পিতার সন্মতি ॥
 শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন ।
 তুষ্ট হৈয়া গোবিন্দ দিলেন আলিঙ্গন ॥
 প্রহ্লাদে কহিলা তুমি শরীর আমার ।
 মম ভোগ স্থখ দুঃখ সকলি তোমার ॥
 উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে ।
 নিজায়ে গমন করহ তুমি স্থখে ॥
 ভূষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিবে ভয়
 যথা তুমি তথা আমি জানিবে নিশ্চয় ॥
 এতবলি বৈকুণ্ঠে গেলেন দৈত্যরিপু ।
 চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু ।
 শুন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার ।
 ভাসিল পাষণ জলে সহিতে তাহার ॥
 নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সব ।
 কিসেতে পাইল প্রাণ কর অমৃতভব ॥
 শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন ।
 নিকটে ডাকিল দৈত্য আপনমন্দন ॥
 বিনাশ কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয় ॥
 চরণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায় ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপুর

নিধন ।

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সন্ততি ।
 মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি ॥
 কহ পুত্র বিশ্বয় হইল মম মনে ।
 এতেক বিপদে তোমা রাখে কোনজন ॥
 শিশু বলে সর্বভূতে সেই নারায়ণ ।
 সঙ্কট হইতে তারে অছে কোন জন ॥
 নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ ।
 তোমারে কহিহু যুচাইয়া মনধ্বজ ॥
 একান্ত হইয়া ভজ সেই বিষ্ণুপদ ।
 নষ্ট না করিবে পিতা এ স্থখ সম্পদ ॥
 বিদ্যমানে কহিলা আমারে বধিবারে ।
 কত না করিলা পিতা অশেষ প্রকারে ॥

যত অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যগণে ।
 হস্তিদন্ত ঠেকিবা ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥
 শীতল হইল অগ্নি দেখিলা পরীক্ষা ।
 পড়িলু পর্বত হৈতে তাহে পাই রক্ষা ॥
 মহামন্ত মল্লগণ হৈল হীন দর্প ।
 আর জ্ঞান বিষয়স হীন কালসর্প ॥
 প্রমাদে পাইলু রক্ষা যজ্ঞের অনলে ।
 সম্মুখে ফেলিলা তবে শিলা বাক্সি গলে ॥
 সাক্ষাতে দেখিলা জলে ভাসিল পাষণ ।
 তথাচ নহিল দূর তোমার অজ্ঞান ॥
 এ হেন বিভবমুখ সম্পদ তোমার ।
 যার ক্রোধে নিমিষেকৈ হয় ছারখার ॥
 এত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে ।
 কোথা আছে তোর বিষ্ণু কোন রূপ ধরে ।
 শিশু বলে বিদ্যমান সবার অন্তর ।
 অন্তর যাহার গুণ বেদে অগোচর ॥
 আব্রহ্ম পৃথিবী কীট সকল সংসার ।
 আত্মরূপে বিরাজিত সবার ভিতর ॥
 দৈত্য বলে বিষ্ণু আছে সবার হৃদয় ।
 সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ ময় ॥
 ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্বথা ।
 তবে সত্য জানিব তোমার সর্ব কথা ॥
 প্রহ্লাদ কহিল মম শুন নিবেদন ।
 যত জীব তত শিব রূপ নারায়ণ ॥
 স্তম্ভ মধ্যে অবশ্য আছেন মম প্রভু ।
 অন্যথা আমার বাক্য না জানিবে কভু ॥
 শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী ।
 নির্গম জানিতে তবে দৈত্যকুল পতি ॥
 হস্তে খড়্গ লয়ে উঠি করিয়া আরম্ভ ॥
 মধ্য স্থানে হানিলেন ক্ষটিকের স্তম্ভ ॥
 হেনকালে শুন রাজা অপূর্ণ কাহিনী ।
 ভক্তবাক্য পালিবারে দেব চক্রপাণি ॥
 সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার ।
 স্তম্ভ মধ্যে আসিয়া হইল অবতার ॥
 দৈত্যস্তম্ভ মধ্যে তবে প্রভু নারায়ণ ॥
 মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন ॥
 স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি ।
 দেখিল অত্যন্ত স্তম্ভ অনন্ত আকৃতি ॥
 স্তম্ভর সিংহের মুখ মনুষ্য শরীর ।
 মুহূর্তে ক স্তম্ভ হৈতে হইয়া বাহীর ॥
 ক্রমে ক্রমে বাড়িলেন প্রভাতের ভাষ ।
 নরসিংহ বিস্তার করেন নিজ তনু ॥

দেখিয়া বিরাট মূর্তি দৈত্যেশ্বর ঘট।
 ব্রাহ্মণ ভেদিল গিয়া দিব্য সিংহজটা ॥
 গভীর গর্জিয়া মুখে আধ আধ হাস।
 শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হৈল ত্রাস ॥
 এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি।
 মহাক্রোধে হিরণ্যকশিপু দৈত্য ধরি ॥
 উরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিয়া বুক।
 মারিল ছুরান্ত দৈত্য দেবের কৌতুক ॥
 মহামূর্তি দেখিয়া ভয়র্ত দেবগণ।
 নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন ॥
 ক্রুপা করি ক্রুপা সিন্ধু অনাথের নাথ।
 ত্রৈলোক্য কাঁপিল শুদ্ধ শূনিয়া নির্ঘাত।
 বিশেষ বিরাট মূর্তি দেখিয়া তোমার।
 স্বরাস্ত্র মূচ্ছিত মনুষ্য কোন ছার ॥
 সম্বরহ নিজমূর্তি দেখি লাগে ভয়।
 কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয় ॥
 হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
 অন্তর্ধামী নারায়ণ জানিল সকল ॥
 শাস্তমূর্তি হইয়া কহেন ভগবান।
 নহিল না হবে ভক্ত তোমার সমান ॥
 মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
 চিরকাল কর স্তব রাজ্য অধিকার ॥
 একান্ত আমারে ভক্তি না ছাড়িবে মনে।
 তাপ না করিবে কিছু পিতার মরণে ॥
 ক্ষমিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
 অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল ॥
 হেনমতে শাস্তাইয়া প্রহ্লাদ কুমার।
 অভিষেক করিয়া দিলেন রাজ্য আর ॥
 এইমত ছই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
 পুনশ্চ হইল দৌড়ে রাক্ষস দুর্জয় ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাবণ কুস্তকণের জন্ম।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন শুন সমাচার।
 পূর্বে লক্ষ্মা রাক্ষসের ছিল অধিকার ॥
 মহামন্ত হৈয়া সবে হিংসিলেক দেবো।
 ব্রহ্মার গোচরে গিয়া জানাইল সবে ॥
 শূনিয়া বিরাধ কহিলেন নারায়ণে।
 বিষ্ণুচক্রে ছেদন করেন দৈত্যগণে ॥
 অবশেষে যত ছিল প্রবেশে পাতাল।
 ছদ্মরূপে তথায় বসিল চিরকাল ॥

বিশ্বশ্রবা নামে ছিল পুলস্তনন্দন।
 হইল তাঁহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ ॥
 পুত্র দেখি অজাপতি করিয়া সম্মান।
 দিকপাল করি দিল লক্ষ্যপুরে স্থান ॥
 পাতালে রাক্ষস ছিল দীর্ঘকাল যার।
 স্বস্থান লইতে পুনঃ করিল উপায় ॥
 স্ত্রমালী নামেতে ছিল নিশাচর পতি।
 নিকষা নামেতে তার কন্যা গুণবতী ॥
 কহিল কন্যারে তবে ডাকিয়া সাক্ষাতে ॥
 উপায় করহ তুমি স্বস্থান লইতে ॥
 পূর্বেতে আমার রাজ্য ছিল লক্ষ্যপুরী।
 পাতালে এখন আছি দেবে শঙ্কাকরি ॥
 লক্ষ্যায় কুবের বিশ্বশ্রবার নন্দন।
 প্রকারে লইব লক্ষ্য শুনহ বচন ॥
 বিশ্বশ্রবা স্থানে তুমি যাও শীঘ্রগতি।
 প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাণ্ড সম্ভতি ॥
 ইহা হৈতে পুত্র হৈলে সাধি নিজ কার্য।
 দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহ রাজ্য ॥
 বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার হইবে।
 এইমতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভাবিবে ॥
 পিতৃবাক্য শুনি কর্ণে নিকষা রাক্ষসী।
 আইল মুনির কাছে পুত্র অভিলাষী ॥
 কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
 তুষ্ট হৈয়া কহে মুনি চাহ ইষ্টবর ॥
 কন্যা বলে পুত্র কাম্যে আইলাম আমি।
 বিশিষ্ট নন্দন ছই আচ্ছা কর তুমি ॥
 বিশ্বশ্রবা বলে এই সময় কর্কশ।
 হইবে যুগল পুত্র দুর্জয় রাক্ষস ॥
 মুনির চরণে করি অনেক বিনয়।
 হরিষবিধান কন্যা পুনরপি কর ॥
 মনোহর জাম্বল ছরন্ত পুত্র শুনি।
 সর্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি ॥
 সন্তুষ্ট হইয়া তাঁরে কহে তপোধন।
 সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন ॥
 এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
 যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল ॥
 জ্যেষ্ঠ জয় নামে হৈল দুর্জয় রাবণ।
 কুস্তকর্ণ বিজয় অনুর বিভীষণ ॥
 জন্মদাত্র তিন ভাই মহাবল হৈল।
 মাতৃবাক্য শুনিয়া তপন্যা আরম্ভিল ॥
 মহাক্রোধে তপঃ কৈল সহস্র বৎসর।
 তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি দিতে যান বর ॥

রাবণ বলিল অচ্ছ বরে কার্য্য নাই ।
 অমর হইব আজ্ঞা করহ গোসাঞি ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন জন্ম হইলে মরণ ।
 বহু ভোগ করিয়া জিনিয়া ত্রিভুবন ॥
 জিনিবা দেবতা সুর নাগ যক্ষ রক্ষ ।
 অধীন তোমার হবে আর হবে ভক্ষ্য ॥
 কুন্তকর্ণ দুরন্ত জানিয়া পদ্মযোনি ।
 নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিল আপনি ॥
 হৃষ্টা সরস্বতী দেবী বসাইল মুখে ।
 মাগিল নিদ্রার বর পরম কৌতুকে ॥
 শুনিয়া দিলেন বিধি তারে সেই বর ।
 রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর ॥
 এ তিন ভুবনে তুমি সবাকার পতি ।
 কি হেতু পৌঞ্জের কর এতেক দুর্গতি ॥
 ব্রহ্মা বলিলেন তবে শুন কহি সার ।
 যে রূপে করিতে হবে পরে ব্যবহার ॥
 ছয় মাসে একদিন মাত্র জাগরণ ।
 সেই দিন যুদ্ধেতে হারিবে ত্রিভুবন ॥
 যদ্যপি চিয়াও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায় ।
 সেই দিন নিশ্চয় মরিবে সর্ব্বধায় ॥
 হেনমতে শাস্ত্রাইয়া ভাই দুইজনে ।
 তবে বর যাঁচিল ধার্মিক বিভীষণে ॥
 বিভীষণ কহে অচ্ছ বরে কার্য্য নাই ।
 বিযুক্তভক্তি আজ্ঞা মোরেকরহ গোসাঞি ॥
 কদাচিত্ নহে যেন অধর্মেতে মতি ॥
 তুষ্ট হয়ে তথাস্থ বলিয়া প্রজাপতি ॥
 আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিহু এইবর ।
 ধর্ম্ম কর চারিধুগ হইয়া অমর ॥
 এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে ।
 পরম সন্তোষ হৈল ভাই তিন জনে ॥
 কত দিনে দশানন লক্ষা নিল কাড়ি ।
 রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি ॥
 তিনপুর জিনিয়া করিল অধিকার ।
 হইল ছত্রিশ কোটি নিজ পরিবার ॥
 মেঘনাদ রাবণ নন্দন মহাবল ।
 ইন্দ্রজিত নাম তার জিনি আখণ্ডল ॥
 ক্রমেতে জিনিল খণ্ড মর্ত্য রসাতল ।
 লক্ষায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল ॥
 এ রূপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত ।
 তবে ইন্দ্র অমর সকলে লয়ে সাত ॥
 ব্রহ্মার অগ্রেতে কৈল করি নিবেদন ।
 আদ্যোপান্ত রাবণের যত বিবরণ ॥

তবে ব্রহ্মা সংহতি লইয়া দেবগণে ।
 উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে ॥
 অনেক কহিল বিধি বেদের বিধান ॥
 জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান ॥
 আশ্বাস করেন তবে মধুর স্বচনে ।
 ভয় না করিবা সুখে থাক সর্ব্বজনে ॥
 অবনীতে অবতার হইয়া আপনি ।
 নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি ॥
 পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী ।
 সংক্ষেপে কহিব তাহা শুন ধর্ম্মমণি ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের
 নীতার সহিত বিবাহ ।

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে ।
 পুত্র হেতু করিলেন যজ্ঞ পারিভ্রমে ॥
 পূর্ব্বোক্তে আছিল তার অনেক শূকর্ম্ম ।
 তেঁই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম ॥
 ত্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব দুঃখ অন্ত ।
 বিধিবাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত ॥
 এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান ।
 চারি অংশে নিজ ধর্ম্ম করেন বিধান ॥
 যথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে ।
 অকস্মাৎ চক্ৰ উঠে যজ্ঞকুণ্ড হৈতে ॥
 যজ্ঞপূর্ণ করি রাজা কার্য্য সিদ্ধি জানি ।
 চক্ৰ লয়ে গেল যথা ছিঁধ দুই রাণী ॥
 আনন্দে কহেন গিয়া দৌঁহাকার আগে ।
 এই চক্ৰ খাও দৌঁহে তুল্যরূপ ভাগে ॥
 নৃপতির মুখেতে শুনিয়া এই বাণী ।
 সেই চক্ৰ নিলেন আনন্দে দুই রাণী ॥
 স্মিত্রা নামেতে আর তৃতীয় মহিষী ।
 আইলা দৌঁহার কাছে পুত্র অভিলাষী ॥
 অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া খাইতে ছুই জনে ।
 হেনকালে স্মিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে ॥
 পুনর্বার করিলেন অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে ।
 স্নেহ করি দিলা দৌঁহে স্মিত্রার আগে ॥
 স্মিত্রারে কহিলেন কোশল্যা কেকয়ী ।
 দুই পুত্র হবে তব শুন গুণময়ি ॥
 দুই পুত্র হয় যেন দৌঁহে অমৃত ॥
 তিন জনে প্রসঙ্গ হইল এইমত ॥

অমনি খাইল চকু আনন্দিত মন ।
 যথাকানে গর্ত্তবতী হৈল তিন জন ॥
 সিংহাসনে তুষ্ট মনে বসি নৃপমণি ।
 একে একে প্রসব হইল দুই রাণী ॥
 কৌশল্যার গর্ত্তে জন্ম নিলেন শ্রীরাম ।
 পূর্ণ অবতার যুক্তি দুর্জাদলশ্যাম ॥
 দ্বিতীয় কেকয়ী গর্ত্তে জন্মিল ভরত ।
 এ তিন ভুবনে যার খ্যাতি ভাগবত ।
 লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ স্নিত্তার সূত ।
 দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব লক্ষণ সংযুত ॥
 হেনমতে হইলেন বিষ্ণু অবতার ।
 উল্লাসিত অবনী আনন্দ সবাকার ॥
 দিনে দিনে বাড়িলেন যেন শশধর ।
 অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ দেখিতে সুন্দর ॥
 মিথিলার ঈশ্বর জনক নামে ঋষি ।
 বহু দিন লাঞ্ছলেতে যজ্ঞভূমি চসি ॥
 তথায় জাগ্রলা লক্ষ্মী অযোনি সম্ভবা ।
 পাইল লাঞ্ছল মুখে পরম দুর্লভা ॥
 জন্ম অশ্রুকপ নাম রাখিলেন নীতা ।
 কন্যার পালনে রাণী রহিলা স্নাত্তা ॥
 হেনকালে কারণ জানিয়া যত দেবে ।
 সজ্ঞাপণে হরের ধনুক রাখি সবে ॥
 জনকেরে কহিল অমর সবে ডাকি ।
 লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী ॥
 ভাঙ্গিবেন দুর্জয় ধনুক যেই জন ।
 তাহারে জানকী দিবে কর এই পণ ॥
 এইরূপে রাজঋষি প্রতিজ্ঞা করিল ।
 পত্র দিয়া পুথিবীর নৃপতি আনিল ॥
 ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল ।
 দুই চারি পরাভবে কেহ না আইল ॥
 করিলেন যেকপে বিবাহ রঘুবীর ।
 শুনহ পূর্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 রাবণের অহুচর রাক্ষস রাক্ষসী ।
 যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি নষ্ট করে আনি ॥
 যজ্ঞ রক্ষা কারণে বিধান করে মনে ।
 বিশ্বামিত্র মুনি গেলা দশরথ স্থানে ॥
 মুনি দেখি পূজি রাজা আনন্দিত মন ।
 জিজ্ঞাসিলা এ স্থানে কি হেতু আগমন ॥
 মুনি বলিলেন যজ্ঞ নাশে নিশাচরে ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেও যজ্ঞ রাখিবারে ॥
 শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেন শাপ ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ ॥

দুই মত বিপরীত বুঝিয়া রাজন ।
 করিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে সমর্পণ ॥
 দৌহে সঙ্গে করি মুনি যান হরষিতে ।
 হেনকালে তাড়কা সহীতে দেখা পথে ॥
 যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনী মাল ।
 শৃগুমালাগলে পরিধান ব্যাজ্জ্বল ॥
 দেখিয়া রাক্ষসী যুক্তি ভীত মহাঋষি ।
 নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী ॥
 তবে দৌহে লয়ে গেল যজ্ঞের সদন ।
 শ্রীরামেরে কহিলা সকল বিবরণ ॥
 শুন রাম সর্বদা না থাকে হেথা দুষ্ট ।
 আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট ॥
 যজ্ঞধুম দোখলে করয়ে রক্তবৃষ্টি ।
 কোথায় থাকয়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি ॥
 শ্রীরাম কহিলা সবে হইয়া নির্ভয় ।
 যজ্ঞ কর আসুক রাক্ষস দুরাশয় ॥
 কেবল তোমার মাত্র চরণ প্রসাদে ।
 কোন ছার রাক্ষস মারিব অপ্রমাদে ॥
 এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাশুখে ।
 আরম্ভ করিল যজ্ঞ পরম কৌতুকে ॥
 হেনকালে গগণে দেখিয়া ধূমচয় ।
 আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময় ॥
 মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া ।
 যজ্ঞভূমে আসিয়া লাগিল তার ছায়া ॥
 দেখিয়া বলিল মুনি শ্রীরামেরে ভায় ।
 হের দেখ আইল রাক্ষস মহাকায় ॥
 কোদণ্ডে পাণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে ।
 যুড়িলা ঐষিক বাণ ধনুকের গুণে ॥
 মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে ।
 গর্জিয়া উঠিল বাণ গগণমণ্ডলে ॥
 পলাইল নিশাচর মনে করি শঙ্কা ।
 লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা ॥
 নিরাপদে যজ্ঞ করিলেন মুনিগণে ।
 আশীর্বাদ করিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
 যজ্ঞমাগে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন ॥
 রামেরে কহিলা পথে ধনুকের কথা ।
 শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথ ॥
 হেনমতে মহামুনি হইয়া তৎপর ।
 উত্তরিল মুনি যথা মিথিলানগর ॥
 দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর ।
 শ্রামযুক্তি দেখি রামে দুঃখিত অন্তর ॥